উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

১০ পৌষ ১৪৩১ বৃহস্পতিবার 8.00 টাকা 26 December 2024 Thursday 12 Pages Rs. 4.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 217 COB

আজ থেকে বক্সিং ডে টেস্ট

এগারোর পাতায়

পার্থ-অর্পিতার 'দুর্নীতি' ১০০ কোটির

পাঁচের পাতায়

দিনভর সংসার, রাতে পড়ার বইয়ে ডুব

নাদিরা আহমেদ

দিনহাটা, ২৫ ডিসেম্বর : শাহানাজ পারভিনের হাতের আঙুলগুলি দ্রুতগতিতে চলছে। অর্ডারের ব্লাউজগুলোর কাজ তাড়াতাড়ি শেষ করতে হবে যে! তারপর দুই ছেলেমেয়েকে খাওয়ানো। আর তারপর পড়তে বসা। রাত অনেকটা হলেও পড়তে না বসে উপায় কী! পরীক্ষা যে সামনেই। শাহানাজ এখন ২৯। ১৮ বছর হতে হতেই বাবা বিয়ে দিয়ে দিয়েছিলেন। স্বামী দিনমজুর। সংসার সুখের হলেও অপূর্ণতা কোথায় যেন কুরে-কুরে খাচ্ছিল। আর তাই রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়া। আর এই সূত্রেই স্বপ্নপূরণের স্বপ্ন দেখা, 'জীবনে পড়াশোনাটা যে কতটা জরুরি তা ছেলেমেয়েদের পড়াতে বসে টের পাই। পড়াশোনা শেষ না করেই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। শেষ না হওয়া সেই পড়াশোনাকেই এবারে পূরণ করতে ফের স্কুলে ভর্তি হয়েছি।' পরের লক্ষ্য, নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতক।

এটা শুধুই শাহানাজের গল্প নয়। দিনহাটা-১ ব্লকের বড় আটিয়াবাড়ি গ্রামে এই ছবি এখন বেশিরভাগ ঘরে ঘরে। কম বয়সে বিয়ে হয়ে শ্বশুরবাড়িতে এসে বহুদিন সংসার করার পর অনেকেরই উপলব্ধি, জীবনকে ঠিকঠাক গড়ে তোলার কাজটা সময়মতো করা হয়নি। প্রথম প্রথম খুব মন খারাপ। তারপর একদিন সব নেতিবাচকতাকে সরিয়ে হইহই করে আশার আলোর খোঁজে নেমে পড়া। সেই খোঁজেই সিরিনা খাতুন দিনভর তাঁর ছোট্ট দোকানটি সামলে রাতে পড়ার বইয়ে ডুবে যান। দিনভর বিউটি পালার সামলানো টিংকুর গল্পটাও একই। দেখে সীমা বর্মনের মুখে তৃপ্তির হাসি। সীমাও এই এলাকারই। প্রত্যন্ত এলাকার বাসিন্দা হলেও পড়াশোনায় বেশ ভালো। প্রতিকূলতার নানা বাধা পেরিয়ে এখন শিলিগুড়ির সূর্য সেন মহাবিদ্যালয়ে অঙ্কের অধ্যাপক। পাশাপাশি এলাকার 'রোল মডেল'ও।

জোরকদমে পড়াশোনা চলছে।

'সীমাদিদি পারলে আমরাও পারব!' বলে শাহানাজদের উদ্বুদ্ধ হওয়া। উচ্চমাধ্যমিক পাশের পর রুমা সাহার বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। সন্তানকে বড় করে তোলার ফাঁকেই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে খোঁজ পেয়েছিলেন। সেখানে ভর্তি হয়ে স্নাতক হয়ে রুমা এখন অঙ্গনওয়াড়িতে চাকরি করেন। দেখে একই রাস্তায় তুহিনলতা, রিঙ্কি, লাভলি খাতুনদের নেমে পড়া। অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী লাভলির কথায়, 'বোনের কাছে রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ের বিষয়ে জানতে পেরেছি।

বড় আটিয়াবাড়ির ঠিক উলটো ছবি মধ্যপ্রদেশের রাজগড় জেলার জৈতপুরা গ্রামে। সেখানে পাথুরে জমিতে মাথা কুটে মরছে শৈশব। এরকম প্রায় ৫০টি গ্রাম রয়েছে। বাল্যবিবাহ নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় সেখানে। ৭০০-রও বেশি মেয়ে হারিয়েছে তাদের শৈশব।

বিস্তারিত পাঁচের পাতায়

মনে হল আমিও পড়াশোনা শুরু করি। প্রথমে মনের মধ্যে একটা কিন্তু কিন্তু বিষয় ছিল। পরে দুর ছাই বলে সব উড়িয়ে আমিও পড়াশোনা শুরু করে দিলাম।' সবার মধ্যে মিল বলতে কম বয়সে প্রত্যেকেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছিল। তারপর সংসারের জাঁতাকলে আটকে যাওয়া। থমকে যাওয়া জীবনকে আজকাল সবাই গতি দেওয়ার চেষ্টায় ব্যস্ত।

এপর্যন্ত পড়ে যদি মনে হয় সবই ভালো, ভুল হবে। এভাবে ঘুরে দাঁড়ানোর চেষ্টা করলে কারও কারও কাছ থেকে নিশ্চিতভাবে বাধা আসবে। আসবেই। রুমাদের ক্ষেত্রেও এসেছে। এই পরিস্থিতিতে দিনহাটা পশু হাসপাতালের চিকিৎসক সাহিনুর হকের মতো অনেকেই পাশে দাঁড়িয়েছেন। নিজেদের লক্ষ্যে অবিচল থাকার মন্ত্র শিখিয়েছেন। সেই মন্ত্রের জোর এলাকা ছাড়িয়ে আশপাশেও ছড়িয়ে পড়েছে। টিংকু উচ্ছ্বসিত, 'ওকরাবাড়িতে আমার এক বান্ধবী রয়েছে। আমাদের দেখাদেখি সেও বিয়ের বহু বছর পর মুক্ত বিদ্যালয়ে ভর্তি হয়ে জীবনকে নতুন রংয়ে রাঙানোর স্বপ্ন দেখছে।'

আমির খান প্রোডাকশনের 'লাপতা লেডিজ' অস্কারের দৌড় থেকে ছিটকে গিয়েছে। তাতে কী! সেই সিনেমার পুষ্পা রানির দেখানো স্বপ্ন তো আর ছিটকে যায়নি। আর তাই সিরিনারা দিনভরের খাটনি আনায়াসে সামলে পরচর্চা-পরনিন্দার মতো বিষয়গুলিকে সরিয়ে রেখে বইয়ের পাতায় ডুবে যাচ্ছেন। কম বয়সে নিজেদের মেয়েদের বিয়ে দেবেন না বলে পণ করেছেন। তুহিনলতাদের দেখে উচ্চমাধ্যমিকের পড়া শেষ না করা ছেলের দলও ফের পড়াশোনায় ফিরেছে। দেখে বিডিও গঙ্গা ছেত্রী আশ্বস্ত, 'সব ঠিকঠাকই চলছে!'

সব ঠিকঠাক চলছে বললে হয়তো কম বলা হবে। আসলে, সবার চোখের আড়ালে এক অন্য রূপকথা লেখা হচ্ছে।

পুরকর্মীকে শোকজ

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২৫ ডিসেম্বর : বিল্ডিং প্ল্যান জালিয়াতি কাণ্ডে সর্ষের মধ্যেই ভূত। দিনহাটা পুরসভায় তৈরি হয়েছে দুর্নীতির ঘুঘুর বাসা। জালিয়াতি কারবারে পুরসভার কর্মী উত্তম চক্রবর্তী সহ কয়েকজন যুক্ত বলেই মনে করছেন পুরকর্তারা। উত্তম পুরসভার পূর্ত বিভাগের পিওন পদে কর্মরত। অভিযোগ ওঠার পর তাকে জঞ্জাল অপসারণ বিভাগে বদলি করা হয়েছে। অভিযুক্ত ওই পুরকর্মীকে শোকজ করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। পুরসভার চেয়ারম্যান গৌরীশংকর মাহেশ্বরীর কথা, 'অভিযোগের সত্যতা আছে। উত্তমকে শোকজ করা হচ্ছে। তবে আজ অফিস বন্ধ থাকায় চিঠি পাঠানো যায়নি। পদ্ধতি মেনে আইনানুগ পদক্ষেপ করা হবে।'

উত্তমের দাবি, তার বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ ভিত্তিহীন। তিনি বলেন, 'চিঠি পেলে শোকজের জবাব দেব। তবে উপযুক্ত প্রমাণ ছাড়া যিনি অভিযোগ করছেন তাঁর বিরুদ্ধে আইনানুগ পদক্ষেপ করব।' তিনি যাই দাবি করুন না কেন তৃণমূলের অনেক নেতাই সেসব মানতে নারাজ। পুরসভার পিওন হলেও দিনহাটা শহরে তৃণমূল যুব নেতা হিসাবেই বেশি পরিচিত উত্তম। তৃণমূলের অন্দরে বেশ দহরম মহরম রয়েছে তাঁর। উদয়ন গুহ বা তাঁর ছেলে সায়ন্তনের প্রতিটি কর্মসূচিতে প্রথম সারিতেই থাকেন অভিযুক্ত ওই পুরকর্মী। জালিয়াতি কারবার সামনে আসতেই তৃণমূলের অন্দরেও উত্তমকে নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠেছে। ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলার জাকারিয়া হোসেনের বক্তব্য, 'উত্তমের পক্ষে একা জালিয়াতি কারবার চালানো সম্ভব নয়। তার মাথায় যাদের হাত রয়েছে তাদের চিহ্নিত করে যথাযথ শাস্তি প্রদান করা প্রয়োজন।'

একই দাবি তুলেছে সিপিএম। দলের জেলা কমিটির সদস্য শুভ্রালোক দাসের বক্তব্য, 'উত্তমকে সামনে রেখে তৃণমূলের বড় মাথারা দীর্ঘদিন থেকেই পুরসভায় দুর্নীতি চালিয়ে যাচ্ছেন। পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের উচিত দায় স্বীকার করে পদত্যাগ করা।' পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান সাবীর সাহা চৌধুরীর কথায়, 'আমরা কোনও দুর্নীতিকেই প্রশ্রয় দেব না।

ফুলেফেঁপে উঠেছে অভিযুক্তের সম্পত্তি

উত্তমের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করা হচ্ছে। তদন্ত শুরু হয়েছে। যাদের দোষ পাওয়া যাবে প্রত্যেকের বিরুদ্ধেই আইনানুগ পদক্ষেপ করা হবে।'

এসবের মধ্যেই পুরসভার নতুন তথ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ২ নম্বর ওয়ার্ডের এক বাসিন্দা বিল্ডিং প্ল্যান নিয়ে অভিযোগ জানিয়েছেন। তার ভিত্তিতেই শুরু হয়েছে তদন্ত। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে থাকা ভুয়ো নথি অনুসারে প্ল্যান পাশ হয়েছিল ২০২১-'২২ অর্থবর্ষে। পুরসভার তথ্য বলছে, সেই বছর পুরসভায় মোট ২৯৭টি বিল্ডিং প্ল্যান পাশ হয়েছিল। অথচ অভিযোগকারীর প্ল্যানের ক্রমিক নম্বর ছিল ৩৪০। তাহলে কি আরও বহু ভুয়ো প্ল্যান নিয়ে দিনহাটায় তৈরি হয়েছে বাড়ি? সেই প্রশ্নই চিন্তা বাড়িয়েছে শহরবাসীর। এরপর দশের পাতায়

তাহাদের কথা

জঙ্গিদের পাশে থাকলে তারাও মৌলবাদী

অনুপ দত্ত

ফ্যালো কড়ি মাখো তেল! ব্যাপারটা খুব 'কমন'। মানে টাকাই সব। টাকার জন্য যা খুশি করা যায়! তাতে যদি দেশের নিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় কিংবা টাকার বিনিময়ে দেশের তথ্য পাচার হয়ে যায়, তাতেও কিছু যায় আসে না। টাকার বিনিময়ে ভুয়ো পাসপোর্ট, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড সব তৈরি করে দেওয়া যায়। কোনও দায় নেই! দেশের প্রতি, সমাজের প্রতি কোনও দায়দায়িত্ব নেই। উদ্দেশ্য শুধু যেনতেনপ্রকারেণ টাকা কামানো। তাতে যদি জঙ্গিরা নাশকতা চালায়, সাধারণ মানুষের প্রাণ যায় তো বয়েই গেল!

ভাবুন একবার, এ রাজ্যের ভোটার তালিকায় নাম তুলে ফেলেছিল বাংলাদেশি জঙ্গি সংগঠন 'আনসারুল্লা বাংলা টিম' অর্থাৎ আল-কায়দার উপমহাদেশীয় শাখার জঙ্গি মহম্মদ শাদ রাডি ওরফে শাব শেখ। তার ভোটার কার্ড রয়েছে। মানে খাতায়কলমে সে ভারতীয় নাগরিক! তাও এক জায়গায় নয়, কান্দি ও হরিহরপাড়া-দুই বিধানসভা কেন্দ্রেই ভোটার তালিকায় তার নাম রয়েছে।

কারা তার ভুয়ো পার্সপোর্ট বানিয়ে দিয়েছিল? কারা তার নাম ভোটার তালিকায় তুলেছিল? কারা ভোটার কার্ড বানিয়ে দিয়েছিল? সরকারি ওই কাজ তো নিশ্চয়ই নরেন্দ্র মোদি বা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করে দেননি। পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে সরকারি কর্মীদের একাংশই এমন নানা বেআইনি কাজ করছেন। তাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই রয়েছে স্থানীয় কিছু লোকজন। ওই যে বললাম টাকা! টাকাই সব।

ওই জঙ্গি সীমান্ত পেরিয়ে ঢুকল কীভাবে? তাকে কে সাহায্য করল? বিএসএফের নজরদারি কোথায় ছিল? সেই টাকার প্রশ্নই ঘুরেফিরে আসে না? এদের কী বলব? ফতোয়া দেয় বলে মৌলবাদী বলব? কিংবা নাশকতা ঘটালে? কিন্তু যারা টাকার বিনিময়ে জঙ্গিদের ভুয়ো পাসপোর্ট, ভোটার কার্ড বানিয়ে দিচ্ছে, তারা মৌলবাদী নয়? তারা প্রকারান্তরে দেশবিরোধী কার্যকলাপ করছে না? তাহলে তারাও তো মৌলবাদী।

এই তো সেদিন মালদায় বাড়ির অদূরে শিশুকন্যা খেলা করছিল। আচমকা দুই বাইক আরোহী মেয়েটিকে অপহরণ করে নিয়ে যায়। সিনেমায় আমরা যেমন দেখি, অনেকটা সেরকম। মায়ের চিৎকার পাড়াপড়শিদের কানে পৌঁছানোর আগেই দুষ্কৃতীরা পালিয়ে যায়। অপহরণের আগে দুষ্কৃতীরা নাকি কয়েকদিন এলাকা রেইকি করেছিল। ভাবুন একবার, বেশ কয়েকদিন ধরে দুষ্কৃতীরা ঘুরছে, পুলিশের কাছে খবর পৌঁছাচ্ছে না! পুলিশ ও গোয়েন্দা বিভাগের নেটওয়ার্ক, সোর্স তাহলে কোথায়?

এখন তো মোবাইল, ইন্টারনেট, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম আরও কত কী রয়েছে। কথায় কথায় উঠে আসে 'এআই' মানে আর্টিফিশিয়াল ইন্টিলিজেন্স! কিন্তু আগাম খবর পাচ্ছে না পুলিশ। ইংরেজ আমলে এসব কিছুই ছিল না। অথচ লোকের বাড়ির হাঁড়ির খবর সাহেবদের কাছে পৌঁছে যেত। সেদিন খবরে পড়লাম, এরপর দশের পাতায়

কাজাখস্তানে বিমান দুর্ঘটনা

মাঝআকাশ থেকে মাটিতে আছড়ে পড়ল একটি যাত্রীবাহী বিমান। বুধবারের কাজাখস্তানের আকতু শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে ওই দুর্ঘটনায় ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৩৯ জনের। জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে ২৮ জনকে। আজারবাইজান এয়ারলাইন্সের ওই বিমানে (জে২-৮২৪৩) দুই শিশু সহ মোট ৬২ জন যাত্রী এবং ৫ জন বিমানকর্মী ছিলেন। বিমানবন্দরের নিকটবর্তী হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা চলছে। তাঁদের প্রত্যেকের অবস্থাই আশঙ্কাজনক। দুর্ঘটনার জন্য দুটো কারণ উঠে আসছে। হয়তো, বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে পাইলট জরুরি অবতরণের সিদ্ধান্ত নেন। নাহলে, মাঝআকাশে একঝাঁক পাখির সঙ্গে ধাক্কার ফলে বিমানটিকে জরুরি অবতরণ করাতে বাধ্য হন পাইলট।

একনজরে

আত্মহত্যার চেষ্টা

দিল্লিতে সংসদ ভবনের সামনে বুধবার গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন এক তরুণ। তাঁকে দ্রুত রামমনোহর লোহিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জখম তরুণের দেহের ৯০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। কিন্তু কী কারণে আত্মহত্যার চেষ্টা, তা এখনও স্পষ্ট নয়। ওই তরুণের নাম জিতেন্দ্র। তিনি উত্তরপ্রদেশের বাগপতের বাসিন্দা।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

কোপে মুক্তিযোদ্ধা

একবছর যাবৎ ব্রেনস্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া শফিউল্লাহ শফি। মঙ্গলবার মাঝরাতে তাঁকেই ঢাকার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছে ছাত্র-জনতা পরিচয় দেওয়া কয়েকজন। হেনস্তা, মারধরের পর তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় হামলাকারীরা। বুধবার কেন্দুয়া উপজেলায় 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগান দেওয়ার 'অপরাধে' ১৫ জন তরুণকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

ভিসার আড়ালে

২০২২ সাল। কানাডা থেকে সীমান্ত পেরিয়ে বেআইনিভাবে আমেরিকায় ঢুকতে গিয়ে প্রচণ্ড ঠান্ডায় মৃত্যু হয়েছিল এক ভারতীয় পরিবারের ৪ সদস্যের। সেই ঘটনার পর ভারত থেকে কানাডা হয়ে আমেরিকায় মানব পাচারের অভিযোগের তদন্তে নেমেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। তদন্তে উঠে এসেছে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য।

বিস্তারিত সাতের পাতায়

রিপোর্টে প্রমাণ নৃশংসতার

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ২৫ ডিসেম্বর : বাটামের আঘাতে বিজয়কুমার বৈশ্যের খুলি ফেটে গিয়েছে। গোপাল রায়কে মারা হয়েছিল শ্বাসরোধ করে। ডাওয়াগুড়িতে জোড়া খুনের ঘটনায় মৃতদেহগুলির ময়নাতদন্তের পর প্রাথমিকভাবে পুলিশ এরকমটাই জানতে পেরেছে। তবে নৃশংস খুনের ঘটনার দু'দিন পরেও অভিযুক্ত প্রণবকুমার বৈশ্যকে পুলিশ ধরতে পারেনি। যদি প্রণবই খুনি হয়ে থাকে তাহলে সে যে অত্যন্ত ঠান্ডা মাথায় দুষ্কর্মগুলি করেছিল তা তদন্তকারীদের কাছে পরিষ্কার। এই পরিস্থিতিতে পলাতক প্রণবকে খুঁজে বের করাই পুলিশের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। আশপাশের থানা এমনকি পার্শ্ববর্তী অসম পুলিশের সঙ্গেও জেলা পুলিশের তরফে যোগাযোগ শুরু হয়েছে।

মামা-ভাগ্নে বিজয়কুমার ও গোপালের দেহ এখনও মর্গেই রয়েছে। তদন্তকারী অফিসারদেরও কার্যত রাতের ঘুম উড়েছে। প্রণবের সম্পত্তির ওপর লোভ ছিল বলে স্থানীয়রা জানিয়েছেন। তার পিসি মারা যাওয়ার পর পিসির সম্পত্তির দাবিদার ছিলেন পিসতুতো দাদা গোপাল। সেই সম্পত্তির লোভে পিসতুতো দাদাকে খুন করা হতে পারে বলে ধারণা। কিন্তু প্রণব তার বাবার একমাত্র সন্তান। বাবার অবর্তমানে সেই সম্পত্তি তারই পাওয়ার কথা। তাহলে ঝুঁকি নিয়ে বাবাকে কেন মারতে যাবে? তাহলে কি দাদাকে খুনের বিষয়টি বাবা টের পেয়েছিলেন? সেজন্যই ছেলের হাতে খুন হতে হল বিজয়কুমারকে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজছেন তদন্তকারীরা।

মাসখানেক আগেই গোপালকে মেরে সেপটিক ট্যাংকে ঢুকিয়ে ট্যাংকটি বাইরে থেকে 'প্লাস্টার' করে দেওয়া হয়েছিল। প্রণব নিজে কোতোয়ালি থানায় গিয়ে তার পিসতুতো দাদার নিখোঁজ সংক্রান্ত ডায়েরি করেছিল। আশপাশের কেউ টেরও পায়নি ওই বাড়িতেই একটি মৃতদেহ লুকিয়ে রাখা হয়েছে। ফলে প্রণব যে বেশ ঠান্ডা মাথাতেই সব কাজ সেরেছিল তা পরিষ্কার। তদন্তকারীরা বলছেন, বাবার সম্পত্তি নিজের দখলে আনার সময় স্বাভাবিকভাবেই প্রণবের বাবার খোঁজ শুরু হত। তখন প্রতিবেশীদের কাছে বা সরকারি দলিল তৈরির সময় জবাবদিহি দিতে হত প্রণবকে। তাহলে সেই ঝুঁকি নিয়ে কেন বাবাকে খুন করতে গেল প্রণব?

আবার অনেকেই মনে করছেন, দাদাকে যেভাবে মেরে দেহ সেপটিক ট্যাংকে লোপাট করে দেওয়া হয়েছিল, হয়তো বাবার দেহও সেভাবে লোপাট করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু রবিবার বিজয়কুমারের বাড়ির পাশে প্রতিবেশীরা অনেক রাত পর্যন্ত পিকনিক করেছিলেন। সেজন্যই বিজয়ের দেহ লোপাট করা সম্ভব হয়নি। জেলা পুলিশের এক আধিকারিক অবশ্য বলেছেন, 'প্রণবের খোঁজে সব জায়গাতেই তল্লাশি চলছে।'

তিন জেলায় বিএসএফের শক্তি বৃদ্ধি

সীমান্তে যৌথ নজরে জোর

নিউজ ব্যুরো

২৫ ডিসেম্বর : সতর্কতা ও সমন্বয়। এই দুই অস্ত্র এখন সীমান্তে। বিএসএফের ডিজি দলজিৎ সিং চৌধুরীর কথায় স্পষ্ট সেই ইঙ্গিত। বাংলাদেশে যতই তীব্র ভারত বিদ্বেষ থাক, নয়াদিল্লি সংঘাতের পথ যতটা সম্ভব এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করবে। সে দেশে অস্থিরতার কারণে প্রথম দিকে আশ্রয় নেওয়ার জন্য ভারতে আসার প্রবণতা ছিল। সেটা অনেকটা ঠেকিয়ে দিতে পারলেও বাংলাদেশে নতুন করে জামায়াতের বাড়বাড়ন্তের কারণে সীমান্ত পার করে জঙ্গি তৎপরতার চেষ্টা চলছে।

গত কয়েকদিনের মধ্যে অসম, বাংলা ও কেরলে ৮ জন জেএমবি জঙ্গি ধরা পড়ার পর তাই কোনও ঝুঁকি নিচ্ছে না বিএসএফ। পশ্চিমবঙ্গে সবচেয়ে বেশি বিপজ্জনক সীমান্ত হয়ে উঠছে উত্তরবঙ্গে মালদা ও দক্ষিণবঙ্গের মুর্শিদাবাদ ও নদিয়া জেলার। এই তিন জেলায় তাই বাড়তি ২৪ কোম্পানি বিএসএফ মোতায়েন করার সিদ্ধান্ত হয়েছে। মণিপুরের অশান্তি সামলাতে এতদিন মোতায়েন ওই কোম্পানিগুলিকে দ্রুত ফিরিয়ে আনা হচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গকে কতটা স্পর্শকাতর মনে করছে নয়াদিল্লি, তা পরিষ্কার বিএসএফের ডিজি'র দু'দিন ধরে এ রাজ্যের বিভিন্ন এলাকা সফরে। মঙ্গলবার তিনি বাহিনীর দক্ষিণবঙ্গ ফ্রন্টিয়ারের কর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। বুধবার তিনি উত্তরবঙ্গে শিলিগুড়ির কাছে ফুলবাড়ি ও কোচবিহার জেলার তিনবিঘা সীমান্তে ঝটিকা সফর করেন। দুই জায়গাতেই বিজিবি'র কর্তারা এসে ডিজি'র সঙ্গে দেখা করেন, কথা বলেন।

ফুলবাড়িতে দাঁড়িয়ে দু'দেশের সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর সমন্বয়ের কথা তুলে ধরেন ডিজি দলজিৎ সিং চৌধুরী। তিনি বলেন, 'আপনারা

পরিদর্শনে বিএসএফের ডিজি দলজিৎ সিং চৌধুরী। বুধবার তিনবিঘায়।

দেখলেন, বিজিবি'র সঙ্গে আমাদের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে। প্রতিটি জোনে, প্রতিটি ক্ষেত্রে আমাদের একইরকম ভালো সম্পর্ক রয়েছে। নিশ্চিতভাবে আমরা দুই তরফ সীমান্ত সুরক্ষিত রাখব।' ডিজি যখন এ কথা বলছেন, তখন তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে বিজিবি'র পঞ্চগড় জেলার সেক্টর কমান্ডিং অফিসার তোহিদুল রহমান।

তিনবিঘাতেও সীমান্ত পার হয়ে এসে বিজিবি'র রংপুর সেক্টরের আধিকারিকরা সংবর্ধনা জানান বিএসএফের ডিজি-কে। সেখানে দু'পক্ষের মিনিট পাঁচেক বৈঠকও হয়। এরপর বিএসএফের আধিকারিকদের সঙ্গে আলাদা বৈঠকে বাংলাদেশ পরিস্থিতির আঁচ যাতে সীমান্তে না পড়ে, তা সুনিশ্চিত করার পরামর্শ দেন।

খোলা সীমান্ত দিয়ে জঙ্গি বা ভারত বিরোধী শক্তির অনুপ্রবেশ ঠেকাতে আরও কঠোর নিরাপত্তার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনবিঘা করিডরের পাশাপাশি ভারতের মধ্যে বাংলাদেশি ভূখণ্ড দহগ্রাম-অঙ্গারপোঁতা সংলগ্ন খোলা সীমান্ত আছে। ফলে সহজেই বাংলাদেশ থেকে ওই এলাকা দিয়ে কেউ ভারতে অনুপ্রবেশ করতে পারে। সেজন্য ওই এলাকায় বিএসএফকে নজরদারি বাড়ানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। একই বার্তা দেওয়া হয়েছে বিজিবিকে।

উত্তরবঙ্গের মালদা ও লাগোয়া দক্ষিণবঙ্গের মুর্শিদাবাদের পাশাপাশি নদিয়া এখন বিএসএফের পাখির চোখ। এই জেলাগুলির সীমান্ত লাগোয়া গ্রামগুলিতে বিএসএফের গোয়েন্দা শাখাকে আরও সক্রিয় হতে বলা হয়েছে। ওই এলাকায় সিসিটিভির সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে। কাঁটাতারহীন এলাকায় ফ্লাডলাইট লাগানো হয়েছে। এত সতর্কতার মধ্যে জাল পাসপোর্ট

সতর্ক বাহিনী

- গত সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গে তিনজন জঙ্গি ধরা পড়েছে
- ধৃতদের বাংলাদেশ যোগের প্রমাণ মিলেছে
- সীমান্ত দিয়ে মৌলবাদী তৎপরতার আঁচ পাচ্ছে বিএসএফ
- তাই বাড়ানো হচ্ছে সিসিটিভি, ফ্লাডলাইট

চক্রে যুক্ত থাকার অভিযোগে উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুরে মোক্তার আলম নামে একজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

অভিযুক্তর বাড়ি থেকে বেশ কিছু আধার ও প্যান কার্ড, বিভিন্ন ব্যাংকের এটিএম কার্ড উদ্ধার হয়েছে। সমরেশ নামে একজনকে আগে গ্রেপ্তারের পর জেরা করে পুলিশ মোক্তারের খোঁজ পায়।

(তথ্য সহায়তা- দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়, মিঠুন ভট্টাচার্য ও দীপেন রায়।)

কোচবিহারের ভিড়ে পার্ক স্ট্রিটের ছোঁয়া

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ২৫ ডিসেম্বর : একেবারে ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই পরিস্থিতি। তখন বেলা ১২টা পেরিয়েছে। চার্চে প্রার্থনায় যোগ দিতে ধীরে ধীরে ভিড় জমতে শুরু করেছেন ছোট থেকে শুরু করে বড়রাও। এরপর বেলা যত বেড়েছে চার্চ চত্বরে পাল্লা দিয়ে বেড়েছে ভিড়। শহরের নীলকুঠি এলাকার এনইএলসি চার্চের পাশাপাশি ভিড় দেখা গিয়েছে সুনীতি রোড সংলগ্ন এলাকার চার্চ, দেওয়ানহাটের গারোপাড়া এলাকার চার্চেও। শুধু কি চার্চ! শহরের নরেন্দ্রনারায়ণ পার্ক থেকে শুরু করে রাজবাড়িতেও এদিন ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। গির্জা থেকে শুরু করে পার্ক, মিনাকুমারী চৌপথি থেকে শুরু করে রাজবাড়ি এমনকি রেস্তোরাঁগুলিতেও এদিন ভিড় ছিল যথেষ্টই।

বড়দিনকে কেন্দ্র করে নীলকুঠি এলাকার চার্চ চত্বর সাজিয়ে তোলা হয়েছিল স্টার, পাইন ট্রি সহ রকমারি আলোকসজ্জায়। সেখানেই শেষ নয়, বিশেষ ওই দিনে গোটা এলাকাজুড়ে অলিখিত মেলাও বসে। ছোটদের নাগরদোলা থেকে শুরু করে খাবারের রকমারি দোকান, কেকের দোকান-সবই ছিল সেখানে। অতিরিক্ত লোক হওয়ার আশঙ্কায় গোটা এলাকাজুড়ে ছিল পুলিশি নিরাপত্তাও। এদিন বাবা, মায়ের সঙ্গে চার্চের সামনে সেলফি তুলতে দেখা গেল অষ্টম শ্রেণির পড়ুয়া জাস্টিন বরগাঁওকে।

সান্তাকে ঘিরে ভিড় কচিকাঁচাদের। বুধবার কোচবিহারে। ছবি : অপর্ণা গুহ রায়

গত ২৫ বছর ধরে বড়দিনে সান্তা সেজে বেরিয়ে পড়েন জেলা বস্ত্র ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক উত্তম কুণ্ডু। বাঁ হাতে খানিকটা চোট থাকলেও ছোটদের আবদারে তিনি এদিন দুপুর নাগাদ হাজির হয়ে গিয়েছিলেন চার্চের মাঠে। সান্তাদাদুকে নাগালে পেয়ে তাঁর সঙ্গে সেলফি তোলার আবদার পূরণ করতে দেখা গিয়েছে অনেককেই। উত্তম বলেন, 'পরিবেশ রক্ষার পাশাপাশি বইমেলায় গিয়ে বই কেনার বার্তা সকলের মধ্যে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে এবার বেরিয়েছি।'

তখন ২টো পেরিয়েছে। নরেন্দ্রনারায়ণ পার্কের টিকিট কাউন্টারের সামনে উপচে পড়া ভিড়। গোটা পার্ক চত্বর সাজিয়ে তোলা হয়েছে। এদিন প্রায় কয়েক হাজার পর্যটক সেখানে ভিড় জমিয়েছেন। পার্কের মাঠে তখন পিকনিক করছিলেন মণীশ সরকার। তিনি বলেন, 'চার্চে ঘোরার পর সারাদিন পার্কেই পরিবারের সঙ্গে কাটালাম।'

এভাবে ঘড়িতে যখন ৮টা পেরিয়েছে। শহরের সব রাস্তাই তখন যেন গিয়ে ঠেকেছে মিনাকুমারী চৌপথি এলাকার ক্রিসমাস ফেস্টিভালে। শীতবস্ত্র গায়ে জড়িয়ে নতুন ধরনের অনুষ্ঠান দেখতে বিভিন্ন বয়সিরা এদিন সেখানে ভিড় জমিয়েছেন। এদিন সন্ধেতে অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন রবীন্দ্রনাথ ঘোষ। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর রাত পর্যন্ত সেখানে চলে নাচ, গান, কুইজ প্রতিযোগিতা সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান।

পলাশবাড়ির ১২ জন পড়ুয়া চেন্নাইয়ের পথে। -সংবাদচিত্র

নেটবল খেলতে চেন্নাইয়ে ১২ জন

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ২৫ ডিসেম্বর : হকির পর এবার নেটবল প্রতিযোগিতায় রাজ্য টিমের হয়ে খেলার সুযোগ পেল পলাশবাড়ির ১২ জন পড়ুয়া। আগামী ২৮ ডিসেম্বর চেন্নাইয়ে নেটবল ফেডারেশন অফ ইন্ডিয়া পরিচালিত ২০২৪-'২৫ সালের সাব-জুনিয়ার বিভাগে জাতীয় নেটবল প্রতিযোগিতার আসর বসবে। সেই প্রতিযোগিতায় বাংলার ছেলে ও মেয়েদের দল অংশ নেবে। সেই ছেলেদের দলে পলাশবাড়ির ৬ জন ও মেয়েদের দলে পলাশবাড়ির ৬ জন সুযোগ পেয়েছে। বুধবার আলিপুরদুয়ার থেকে ১২ জন পড়ুয়া ট্রেনে চেন্নাইয়ের উদ্দেশে পাড়ি দেয়। এইসব পড়ুয়ার অভিভাবকরা দরিদ্র। কেউ টোটোচালক, কেউ দিনমজুর। সন্তানরা এতদূর খেলতে যাচ্ছে, সেজন্য অভিভাবকদের মুখেও হাসি।

আলিপুরদুয়ার নেটবল অ্যাসোসিয়েশনের জেলা সম্পাদক জীবন সরকার বলেন, 'গত ১৮ ডিসেম্বর এক বাছাই প্রক্রিয়ায় পলাশবাড়ির ছেলে ও মেয়ে উভয় দলে ১২ জন পড়ুয়া বাংলার টিমে খেলার সুযোগ পায়। নেটবলের একটি টিমে মোট খেলোয়াড় থাকে ১২ জন। তারমধ্যে এবার বাংলার টিমে পলাশবাড়িরই ৬ জন করে খেলবে।'

এই পড়ুয়াদের পলাশবাড়ির যুব সংঘের মাঠে নিয়মিত নিখরচায় প্রশিক্ষণ দেন কোচ সরোজকুমার বসু। তাঁর আশা, জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতায় রাজ্যের মুখ উজ্জ্বল করবে পলাশবাড়ির ছেলেমেয়েরা।

স্থানীয় ক্রীড়াপ্রেমীরাও বিষয়টি নিয়ে খুশি। আর সবথেকে বেশি খুশি সেই ১২ জনের অভিভাবকরা। পেশায় টোটোচালক পুষ্পজিৎ বর্মনের মেয়ে ওই দলে সুযোগ পেয়েছে। পুষ্পজিতের কথায়, 'আমি কখনও চেন্নাই যাইনি। আমার মেয়ে নেটবল খেলার সূত্রে এতদূর যাচ্ছে। এটাই আমার কাছে গর্বের।' দিনমজুর অভিভাবক রণজিৎ বর্মনের ছেলেও সুযোগ পেয়েছে। তিনিও সন্তানের জন্য গর্বিত।

পলাশবাড়ির ছেলেদের মধ্যে স্নেহাশিস বর্মন, সুশান্ত বর্মন, মানব বর্মন, পবন বর্মন, বাস্তব মণ্ডল ও দেবজ্যোতি সরকার এই সুযোগ পেয়েছে। তারা সবাই নবম শ্রেণিতে পড়ে। আর মেয়েদের মধ্যে সুযোগ পেয়েছে দহিতা বর্মন, দীপশিখা বর্মন, রিয়া বর্মন, বর্ষা সরকার, সুবর্ণা সরকার ও শ্রেয়া বিশ্বাস। প্রথম দুজন দশম ও বাকি চারজন অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী। সবাই শিলবাড়িহাট হাইস্কুলের পড়ুয়া। ওই স্কুলের প্রধান শিক্ষক পীযূষকুমার রায়ের কথায়, 'আমাদের স্কুলের এতজন ছেলেমেয়ে জাতীয় স্তরে নেটবল খেলতে যাচ্ছে এটা আমাদের কাছেও অত্যন্ত খুশির খবর।'

চোরাশিকারিদের গতিবিধি রুখতে তৎপর বন দপ্তর

সিসিটিভির নজর রসিকবিলে

সায়নদীপ ভট্টাচার্য

বক্সিরহাট, ২৫ ডিসেম্বর : ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার নজরদারিতে রসিকবিল মুড়তে চলেছে। প্রকৃতি পর্যটন কেন্দ্রজুড়ে বন দপ্তর সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর উদ্যোগ নিয়েছে। শীত পড়তেই ঝাঁকে ঝাঁকে পরিযায়ী পাখি রসিকবিলে আসতে শুরু করেছে। অতিথিদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয় ইতিমধ্যে রসিকবিল জলাশয়ে মাছ ধরায় বিধিনিষেধ জারি করা হয়েছে। অভিযোগ, পরিযায়ীদের ধরতে জলাশয় চত্বরে ওঁত পেতে চোরাশিকারিরা বসে থাকেন। এবার সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে চোরাশিকারিদের গতিবিধিতেও বন দপ্তর নজরদারি রাখবে।

জেলা বনবিভাগের ডিএফও অসিতাভ চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'পরিযায়ী পাখির কথা মাথায় রেখে সিসিটিভি ক্যামেরার নজরদারিতে জোর দেওয়া হয়েছে।' বুধবার ডিএফও, এডিএফও সহ বন দপ্তরের আধিকারিকরা সিসিটিভি ক্যামেরার কাজ পরিদর্শন করেন।

বাম আমলে কোচবিহার রসিকবিল প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্র গড়ে উঠেছিল। শীতের মরশুমে রসিকবিল প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রকে সাজিয়ে তুলতে বন দপ্তর একাধিক উদ্যোগ নিয়েছে। প্রতিবছর এই সময় পরিযায়ী পাখিরা রসিকবিলের ঝিলে আশ্রয় নেয়। পরিযায়ী পাখিদের টানে বাংলা ও অসম থেকে পর্যটকরা ভিড় জমান। বন দপ্তর সূত্রে খবর, এবারও রসিকবিলে বিভিন্ন দেশ থেকে স্মল প্র্যাটিনকোল, নর্দার্ন ল্যাপউইং, নর্দার্ন পিনটেইল, রেড ক্রেস্টেড পোচার্ড সহ আরও অনেক প্রজাতির পাখি এসেছে। এরমধ্যে হাঁস প্রজাতির পাখিও রয়েছে। এছাড়া গ্রে হেডেড ল্যাপ উইং, লেজার হুইসলিং ডাক, গ্রেট কমরেন্ট, ওয়াটার হেন, ওয়াটার মুর হেন, ফেরুজিনিয়াস পোচার্ড ও কমন টিল সহ অনেক

রসিকবিলজুড়ে বসানো হচ্ছে সিসিটিভি ক্যামেরা।

প্রজাতির পরিযায়ী পাখি এখানে এসেছে। সকাল থেকে সন্ধ্যা পরিযায়ী পাখির কলরবে গোটা রসিকবিল চত্বর মুখরিত। তাই বন দপ্তর 'অতিথি'দের আতিথেয়তায় কোনও রকম খামতি রাখতে চাইছে না। অতিথি পাখিদের যাতে কোনও অসুবিধা না হয়। তারা যাতে স্বচ্ছন্দে রসিকবিলের চারদিক ঘুরে বেড়াতে পারে, মাছ শিকার করতে পারে সে কারণে বিধিনিষেধ জারি হয়েছে। জেলেদের আনাগোনা থাকলে পাখিরা বিরক্তবোধ করতে পারে। তাই আপাতত শীতের মরশুমে বন দপ্তর রসিকবিলে মাছ ধরা নিষিদ্ধ ঘোষণা করেছে। মাছ ধরার জালে যাতে কোনও পাখি আটকে না যায় সেজন্য জলাশয় চত্বরে জাল শুকাতে দেওয়া নিষেধ করা হয়েছে। আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে সিসিটিভি ক্যামেরা বসানোর কাজ শেষ হয়ে যাবে। বন দপ্তর নিরাপত্তার বিষয়টি পর্যবেক্ষণ করবে।

বন দপ্তর সূত্রে খবর, এখন দূরদূরান্তের পর্যটকরা রসিকবিল প্রকৃতি পর্যটনকেন্দ্রে ভিড় জমাচ্ছেন। আগে মাত্র ১৫টি সিসিটিভি ক্যামেরায় নজরদারি চালানো হত। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে মিনি জু চত্বরে বন দপ্তর সিসিটিভি বসানোর প্রক্রিয়া শুরু করেছে। সেখানে প্রচুর সংখ্যায় বনকর্মী ও পুলিশকর্মীরা থাকছেন।

গরুমারার প্রবেশপথে পর্যটকদের উপচে পড়া ভিড়। -সংবাদচিত্র

সাফারি বন্ধ, লাটাগুড়ি গিয়ে হতাশ পর্যটকরা

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বর : একদিকে এশিয়ান ফোক ফেস্ট, অন্যদিকে বড়দিন। এই দুইয়ের টানে ভিড়ে জমাজমাট লাটাগুড়ি। কিন্তু লাটাগুড়িতে এসে ফোক ফেস্ট উপভোগ করলেও জঙ্গল সাফারি করতে পারলেন না পর্যটকরা। বুধবার লাটাগুড়ি জঙ্গল সাপ্তাহিক বন্ধের দিন। ফলে এতটা কাছে এসে জঙ্গলে ঢুকতে না পারায় মুষড়ে পড়েছেন অনেকেই। এরআগেও বহুবার জঙ্গল সাফারি সাপ্তাহিক বন্ধ থাকা সত্ত্বেও পর্যটকের ভিড় সামলাতে সাফারির অনুমতি দিত বন দপ্তর। এবছর বন দপ্তরের কাছে সাফারি খোলা রাখার আবেদন জানিয়েও লাভ হয়নি।

বড়দিন থেকে নতুন বছর শুরুর আগে ডুয়ার্সের সব জায়গাতেই পর্যটকদের ভিড় উপচে পড়বে, সেটা আগাম বুকিং দেখেই বুঝতে পেরেছিলেন পর্যটন ব্যবসায়ীরা। লাটাগুড়িতেও তার অন্যথা হয়নি। জঙ্গল ঘোরা, বন্যপ্রাণী দর্শন তো রয়েইছে, এবারের অন্যতম আকর্ষণবিন্দু হয়ে দাঁড়িয়েছে লাটাগুড়িতে অনুষ্ঠিত এশিয়ান ফোক ফেস্ট। দেশি-বিদেশি শিল্পীদের দেখতে অনেকেরই ডেস্টিনেশন হয়ে দাঁড়িয়েছিল এই লাটাগুড়ি। এর সঙ্গে জঙ্গলে ঘোরাঘুরি করতে সোনায় সোহাগা।

বড়দিনে পর্যটকদের ভিড় এতটাই ছিল যে এদিন গরুমারার চারটি নজরমিনারের চারটি শিফটে মোট ১২৩টি জিপসি গাড়ি জঙ্গলে প্রবেশ করে। কিন্তু এদিন লাটাগুড়ির জঙ্গলে জঙ্গল সাফারি বন্ধ ছিল। ফলে কোনও পর্যটককে জঙ্গল সাফারি করার অনুমতি দেওয়া হয়নি বন দপ্তরের তরফে।

এদিন বেহালার বাসিন্দা পেশায় শিক্ষক দেবব্রত দাশগুপ্ত সপরিবারে গিয়েছিলেন জঙ্গল সাফারি করতে। টিকিট না পেয়ে হতাশ হয়ে ফিরতে হয়েছে সবাইকে। একই অভিজ্ঞতা মালদার সুজাপুরের দীনেশচন্দ্র সরকারের। বললেন, 'বন্ধুদের সঙ্গে এদিন লাটাগুড়ির জঙ্গল ঘুরতে এসেছিলাম। জঙ্গল সাফারি করার টিকিটই পেলাম না। মনটা খারাপ হয়ে গেল।'

লাটাগুড়ি জিপসি ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক সমীর দেব জানান, অতীতে অনেকবার বিশেষ দিনগুলোতে সাপ্তাহিক বন্ধ থাকলেও সেসব এত কড়াভাবে মানা হত না। বিশেষ দিনগুলোতে জঙ্গল সাফারির জন্য পর্যটকদের জঙ্গলে প্রবেশের অনুমতি দিত বন দপ্তর। বললেন, 'এ বছরও ভিড়ের কথা মাথায় রেখে বন দপ্তরের কাছে জঙ্গল সাফারি খোলা রাখার আবেদন জানানো হয়েছিল। সেটা না মেলায় বহু পর্যটককে ঘুরে যেতে হয়েছে।'

একই বক্তব্য লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেবের। তাঁর মতে, পর্যটকদের কথা মাথায় রেখে বন দপ্তরের উচিত ছিল এদিন জঙ্গল সাফারি খোলা রাখা। বন দপ্তর যদিও শুধুমাত্র পর্যটকদের কথা ভাবতে নারাজ। লাটাগুড়ি রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত বললেন, 'জঙ্গলে বন্যপ্রাণীদেরও একটি স্বস্তির বিষয় রয়েছে। এদিন সাপ্তাহিক বন্ধ ছিল। সেজন্য নিয়ম মেনে এদিন জঙ্গল সাফারি বন্ধ রাখা হয়।'

দিব্যাঙ্গদের টিকিটে ছাড়ের আর্জি অনলাইনে

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২৫ ডিসেম্বর : রেলে ভ্রমণের ক্ষেত্রে টিকিটে ছাড়ের জন্য আর বিশেষভাবে সক্ষমদের রেলের কার্যালয়ে গিয়ে আবেদন করতে হবে না। এখন থেকে সমস্ত প্রক্রিয়াটি তাঁরা অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল সূত্রে জানা গিয়েছে, ভারতীয় রেলের তরফে বিশেষভাবে সক্ষম রেলযাত্রীদের স্মার্ট কার্ড রেজিস্ট্রেশনের জন্য ডিজিটাল আবেদন প্রক্রিয়া আগেই চালু হয়েছে। পাইলট প্রোজেক্ট হিসাবে প্রক্রিয়াটি চালু হয়েছিল মুম্বই, সেকেন্দ্রাবাদ এবং চেন্নাই ডিভিশনে। এবার উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলেও এই প্রক্রিয়া সম্প্রসারণ করা হয়েছে।

এতদিন বিশেষভাবে সক্ষম যাত্রীদের নিজে গিয়ে অথবা ডাকের মাধ্যমে ডিভিশনাল রেল অফিসারের কাছে আবেদন জমা করতে হত। এরপর কনসেশন কার্ড জারি করার আগে নথিপত্রের ভেরিফিকেশন ম্যানুয়ালি করা হত। এই অনলাইন প্রক্রিয়ার ফলে বিশেষভাবে সক্ষমদের স্মার্ট কার্ড লাভের প্রক্রিয়া অনেক সহজ এবং সরল হয়ে গিয়েছে। অনলাইনে প্রয়োজনীয় নথিপত্র দিয়ে আবেদন করতে হবে। তারপর রেলের কার্যালয়ে না গিয়ে আবেদনকারীরা তাঁদের আবেদনের স্ট্যাটাস ট্র্যাক করে স্মার্ট কার্ড লাভ করতে পারবেন। ফলে তাদের এখন আর রেলের কার্যালয়ে গিয়ে আবেদন জমা করার প্রয়োজন নেই। অনলাইন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে আবেদনের অনুমোদন লাভ করার পর তাঁরা ডিজিটাল আইডি কার্ড ডাউনলোড করতে পারবেন। উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলেন, 'এই অনলাইন প্রক্রিয়ার ফলে বিশেষভাবে সক্ষমদের আর কষ্ট করতে হবে না। খুব সহজেই তাঁরা কনসেশন কার্ড জোগাড় করতে পারবেন। এতে তাঁরাই উপকৃত হবেন।'

জিও সায়েন্টিস্ট পরীক্ষায় দেশে প্রথম জয়দীপ, সপ্তম সৌভিক

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বর : ইউপিএসসি'র কম্বাইন্ড জিও সায়েন্টিস্ট পরীক্ষায় দেশে প্রথম স্থান অধিকার করলেন শিলিগুড়ির জয়দীপ রায়। অন্যদিকে, সর্বভারতীয় তালিকায় সপ্তম স্থানে রয়েছেন এই শহরেরই অপর মেধাবী সৌভিক সাহা। তাঁদের কৃতিত্বে পরিবারের লোকজন তো বটেই, গর্বিত শহরবাসীও।

শিলিগুড়ি বয়েজ হাইস্কুলের জয়দীপ ছোট থেকে কোনওদিনও ঘড়ি ধরে পড়াশোনা করেননি। ২০১৭ সালের মাধ্যমিকে দার্জিলিং জেলায় তৃতীয় স্থান অধিকার

জয়দীপ রায়।

সৌভিক সাহা।

করেছিলেন তিনি। চলতি বছর আইআইটি বম্বে থেকে অ্যাপ্লায়েড জিওলজি নিয়ে এমএসসি পাশ করেছেন ৪২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা জয়দীপ। তিনি বলেন, 'প্রিলিমিনারি, মেইনস ও ইন্টারভিউ- তিনটি পর্বে হয়েছে পরীক্ষা। সোমবার চলতি বছরের জিও সায়েন্টিস্ট পরীক্ষার চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশ হয়। সর্বভারতীয় এই পরীক্ষায় যে একেবারে প্রথম হব তা ভাবিনি।' ছেলের সাফল্যে গর্বিত জয়দীপের বাবা পলাশচন্দ্র রায়। তাঁর কথায়, 'এত কঠিন পরীক্ষায় আমার ছেলে প্রথম হয়েছে, তা ভেবে খুবই আনন্দ হচ্ছে। ছোট থেকে ও কোনওদিন পড়াশোনায় ফাঁকি দেয়নি।'

অন্যদিকে, এই পরীক্ষায় দেশে সপ্তম হয়েছেন সৌভিক সাহা। তিনি আইআইটি খড়্গপুরের প্রাক্তনী। ২২ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা সৌভিক বললেন, 'এখন শুধু চাকরিতে যোগ দেওয়ার অপেক্ষায় রয়েছি।' তাঁর সাফল্যে উচ্ছ্বসিত বাবা সাধনচন্দ্র সাহা ও মা শুক্লা সাহা।

কর্মখালি

সমগ্র উত্তরবঙ্গে জেলাভিত্তিক কাজের জন্য ছেলে চাই। বেতন আলোচনাসাপেক্ষ। Cont : M- 9647610774. (C/113981)

•

শিলিগুড়িতে ১টি দেশি গোরু দুধ ছ্যাঁকা এবং মালির কাজ জানা ১জন মাঝবয়সি লোক চাই। বেতন ৯০০০ টাকা। থাকা ও খাওয়া ফ্রি। M : 90025 90042. (C/113980)

•

আবাসিক স্কুলের জন্য অভিজ্ঞ প্রিন্সিপাল, হস্টেল সুপার, রাঁধুনি ও হেল্পার, অ্যাকাউন্ট্যান্ট, BCA, B. TECH, BBA, টিচারও প্রয়োজন, বুনিয়াদপুর। সিভি হোয়াটসঅ্যাপে পাঠান 9775929069. (C/114255)

অ্যাফিডেভিট

আমি উত্তম কুমার সাহা (পুরাতন নাম) পিতা কালিপদ সাহা, ঠিকানা বিবেকানন্দ পল্লী, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, পিন- 735224। গত 16.12.24 তারিখে জলপাইগুড়ি এগজিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টের অ্যাফিডেভিট (নং 23323) দ্বারা উত্তম সাহা (নতুন নাম) নামে পরিচিত হলাম। উত্তম সাহা (নতুন নাম) ও উত্তম কুমার সাহা (পুরাতন নাম) একই ব্যক্তি। (S/C)

•

আমি রামবীর গিরি, পিতা Late কৈলাস গিরি গত 26/09/2023 মালবাজার E.M. কোর্ট থেকে অ্যাফিডেভিট দ্বারা Rambir Giri এবং Ram Adhar Giri এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। (C/113363)

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬২০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৬৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭২৮০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৮৮৪০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৮৮৫০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

বিজ্ঞপ্তি

আমার মক্কেল ময়নাগুড়ি পৌরসভার ১০ নং ওয়ার্ডের অন্তর্গত দক্ষিণ মউয়ামারী মৌজার হাল (এল.আর.) ৩১৪ নং খতিয়ানে রেকর্ডভুক্ত আর.এস.১২১৯ ও এল.আর.২১০১ নং দাগের অন্তর্গত ২ শতক জমি খরিদ করিতে ইচ্ছুক। ওই জমির বর্তমান মালিক মৃত দিলীপ কুমার সরকার, পিতা-স্বর্গীয় বিনয় কুমার সরকার, ঠিকানা-দেবীনগর, ওয়ার্ড নং-১০, থানা-ময়নাগুড়ি, জেলা-জলপাইগুড়ি এর বৈধ ওয়ারিশগণের নিকট হইতে যদি কারও উপরোক্ত বিক্রয়ের উপর কোনও আপত্তি, দাবি, আগ্রহ বা বিরোধ থাকে তবে এই প্রকাশনার ১৪ দিনের মধ্যে উচিৎ প্রমাণ ও কগজাদি সহ নিম্নে স্বাক্ষরকারীর সঙ্গে যোগাযোগ করুন।

অনন্ত দে
আইনজীবী, গোবিন্দনগর, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি, চলভাষ-৯৯৩২২৯১৮৭৭

e-Tender Notice
Office of the Block Development Officer
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

e-Tender have been invited by the undersigned for different works vide e-NIT No. WB/023/ BDOKNT/24-25 (Retender-3rd Call) Work Sl No 01 to 02, Dated : 23-12-2024. Last date of submission of bid through online 06-01-2025 upto 12:00 hrs. For details please visit **https:// wbtenders.gov.in** from 23-12-2024 from 17:00 hrs respectively.

Sd/- EO & BDO,
Kranti Development Block
Kranti :: Jalpaiguri

e-TENDER NOTICE
Matiali Panchayat Samiti
Matiali:: Jalpaiguri

Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No.WB/BLOCK/EO/16/ MATIALI/2024-25 Last date of online bid submission: 08-01-2025 upto 16:00 hours. For further details following site may be visited **http://wbtenders.gov.in**

Executive Officer
Matiali Panchayat Samiti

আজ টিভিতে

মিত্তির বাড়ির শিকড় জুড়ে রাখতেই কি ঈশ্বরের ইচ্ছেয় এক হবে ধ্রুব জোনাকি? **মিত্তির বাড়ি** মহাসপ্তাহ রাত ৯.০০ **জি বাংলা**

সিনেমা

জলসা মুভিজ : দুপুর ১.৩০ কিশমিশ, বিকেল ৪.২৫ অচেনা অতিথি, সন্ধে ৭.৩০ মন মানে না, রা. ১০.১০ আনন্দ আশ্রম

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.০০ শতরূপা, ২.৩০ সাথীহারা, বিকেল ৫.৩০ পাপী, রাত ৯.৩০ টনিক, ১২.১০ দমদম দীঘা দীঘা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ সবুজ সাথী, দুপুর ১.০০ চন্দ্রমল্লিকা, বিকেল ৪.০০ অপরাধী, সন্ধে ৭.৩০ শিবাজি, রাত ১০.৩০ বোঝেনা সে বোঝেনা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অভয়ের বিয়ে

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আওয়ারা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ আমার বঁধুয়া

জি সিনেমা : বেলা ১১.৪৭ ব্রো, দুপুর ২.১৭ খিলাড়ি, বিকেল ৫.০১ স্যামি-ওয়ান, সন্ধে ৭.৫৫ হিম্মত ওয়ার, রাত ১০.৫১ দ্য রিয়াল ডন রিটার্নস-টু

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.৩৪ ভালাত্তি, দুপুর ১.৪৭ হসিনা মান জায়েগি, বিকেল ৪.২৭ টয়লেট এক প্রেম কথা, সন্ধে ৭.৩০ ওয়েলকাম ব্যাক, রাত ১০.১৬ গুমনাম

সোনি ম্যাক্স : বেলা ১১.৩০ লেজেন্ড-দ্য টেরর, দুপুর ২.০০ লুসিফার, বিকেল ৪.৩০ মহাবীরা, সন্ধে ৬.৪৫ ম্যায় হুঁ লকি- দ্য রেসার, রাত ৯.৪৫ ম্যায় ইন্তেকাম লুঙ্গা

মুভিজ নাও : দুপুর ১.৩২ দ্য হবিট- দ্য ব্যাটল অফ দ্য ফাইভ আর্মিস, বিকেল ৩.৩৯ দ্য ট্রান্সপোর্টার, ৫.২২ গডস অফ ইজিপ্ট, সন্ধে ৭.২৬ এপিক মুভি, রাত ৮.৪৫ এক্স টু, ১০.৫৬ নাও ইউ সি মি-টু

কিশমিশ দুপুর ১.৩০ **জলসা মুভিজ**

ওয়েলকাম ব্যাক সন্ধে ৭.৩০ **অ্যান্ড পিকচার্স**

বেবি ড্রাইভার বিকেল ৫.১৭ **সোনি পিক্স এইচডি**

আঁখি-ঝিলিকের আসল পরিচয় কি এবার জেনে যাবে গৌতম-দেবা? **দুই শালিক** ১ ঘণ্টার মহাপর্ব **বিকেল ৫.৩০ স্টার জলসা**

রেলের পদক্ষেপ

নিউজ ব্যুরো

২৫ ডিসেম্বর : রেলওয়ে ট্র্যাকের ওপর দিয়ে অনুমোদনহীন অতিক্রম করার জায়গাগুলিতে ব্যারিকেডিং ও ট্রেঞ্চিং করার জন্য উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে সক্রিয় ব্যবস্থা নিয়ে আসছে। দুর্ঘটনাপ্রবণ জায়গাগুলি উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে চিহ্নিত করেছে এবং দুর্ঘটনা কম করার জন্য ব্যবস্থা নিয়েছে।

উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের মোট ৯৫০টি চিহ্নিত অনুমোদনহীন অতিক্রমের জায়গাগুলির মধ্যে ৮০৯টি জায়গায় ইতিমধ্যে ব্যারিকেড স্থাপন করা হয়েছে, যার মধ্যে তিনসুকিয়া মণ্ডলের ২৩৫টি, লামডিং মণ্ডলের ২২১টি, রঙ্গিয়া মণ্ডলের ৮৮টি, আলিপুরদুয়ার মণ্ডলের ১৭১টি এবং কাটিহার মণ্ডলের ৯৪টি জায়গা রয়েছে। দুর্ঘটনা প্রতিরোধে অনুমোদনহীন জায়গাগুলিতে ট্র্যাক অতিক্রম যাতে পরিহার করা যায় তার জন্য সাধারণ জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে স্কুল, কলেজ, পঞ্চায়েত ইত্যাদিতে উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের দ্বারা নিয়মিতভাবে সচেতনতা কর্মসূচি পরিচালনা করা হচ্ছে।

APPOINTMENT ON AD HOC CONTRACT BASIS

EARLY INTERVENTION CENTRE 158 BASE HOSPITAL, BENGDUBI MILITARY STATION

Walk-in-interview will be held for the following posts at 158 base hospital, Bengdubi station on Date and time as mentioned against each post :

S No	Name of Post	No of Posts	Qualifications	Proposed remuneration per month	Date and time of interview
(1)	Child/Clinical Psychologist	01	Master's degree in child psychology or M Phil in clinical psychology, RCI Registered	Rs 30,000/- pm	09 Jan 25 at 10.00 hrs.
(2)	Speech and Language Therapist	01	Bachelor's Degree in Speech and language phathology	Rs 30,000/- pm	
(3)	Special Educator	01	B Ed in Special Education in the field of Mental retardation/Diploma in early childhood Special Education (Mental Retardation)/ B Ed in Spacial Education (Locomotor and Neurological Disorder)/PG Diploma in Special Education (Multi Dis: Physical and Neuro)	Rs 30,000/- pm	

1. Interview will be held at Dhanwantri Hall, 158 Base Hospital, Bengdubi Military Station.
2. Applicants must bring their original educational certificates, applicants for posts 1, 2, 3 & 4 should preferably be registered with RCI (Rehabilitation Council of India Equivalent). Experience in dealing with children with special needs will be given due weightage.

Commandant
158 Base Hospital

জন্মদিনে অথবা বিবাহবার্ষিকীতে শুভেচ্ছা জানাতে, হবু জামাই অথবা পুত্রবধূ খুঁজতে, চাকরির খোঁজ পেতে অথবা শূন্যপদের জন্য প্রার্থী খুঁজতে, কখনও বা হারিয়ে যাওয়া প্রিয়জনকে খুঁজে পেতে বিজ্ঞাপন দেওয়ার প্রয়োজন হয়।

আর বিজ্ঞাপন দেওয়ার জন্য উত্তরবঙ্গের বাসিন্দাদের একমাত্র পছন্দ উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আমরা সেই বিজ্ঞাপন দেওয়ার পথ অনেক সহজ করে দিচ্ছি।

আপনাকে আসতে হবে না। শুধু আপনি যেমন ভাষায় বিজ্ঞাপন দিতে চান লিখে পাঠিয়ে দিন আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে। আমাদের প্রতিনিধি যোগাযোগ করবেন আপনার সঙ্গে।

ভেবে দেখুন, আমাদের কাছে একটি হোয়াটসঅ্যাপ মেসেজ পাঠিয়ে আপনি কত সহজে কত লক্ষ মানুষের কাছে পৌঁছে যেতে পারছেন।

হোয়াটসঅ্যাপ অথবা মেসেজ করুন
৯০৬৪৮৪৯০৯৬
এই নম্বরে

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়
উত্তরবঙ্গ সংবাদ

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : আজ সারাদিন চরম ব্যস্ততায় কাটবে। দিনের শেষে খুব ভালো একটা খবর পেতে পারেন। বৃষ : রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের দায়িত্ব আরও বাড়বে। একাধিক উপায়ে আয়ের পথ সুগম হবে। মিথুন : বহুদিনের বকেয়া আজ ফেরত পেয়ে স্বস্তি। পড়ুয়ারা ভালো সুযোগ পেতে পারে। কর্কট : বাড়ি কেনাবেচার ব্যাপারে বাড়ির গুরুজনদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। প্রেমের ব্যাপারে মানসিক অশান্তি। সিংহ : কর্মক্ষেত্রে সহকর্মীদের সহযোগিতায় জটিল কাজ সমাধান করতে পেরে প্রশংসিত হবেন। প্রেমে শুভ। কন্যা : কাউকে কোনও জিনিস দিয়ে সাহায্য করতে যাবেন না। তর্কবিতর্ক এড়িয়ে চলুন। তুলা : কোনও আত্মীয়র প্ররোচনায় স্ত্রীর সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। গুরুজনদের পরামর্শ মেনে চলুন। বৃশ্চিক : মূল্যবান দ্রব্য হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় আজ মন্দা থাকবে। ধনু : আজ নানা প্ররোচনা সত্ত্বেও মাথা খুব ঠান্ডা রেখে সিদ্ধান্ত নিন। ছাত্রছাত্রীরা গবেষণায় সাফল্য পাবেন। মকর : আপনার সামান্য কথাকে কেন্দ্র করে সংসারে অশান্তি হতে পারে। হিংস্র জন্তু থেকে সাবধান। কুম্ভ : বাড়িতে অতিথি আগমনে আনন্দের পরিবেশ। ফুলের ব্যবসায়ীরা লাভবান হবেন। মীন : ব্যবসায় কোনও জটিল সমস্যা কাটিয়ে উঠতে পারবেন। সামাজিক প্রতিপত্তি বাড়বে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ১০ পৌষ ১৪৩১, ভাঃ ৫ পৌষ, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪, ১০ পুহ, সংবৎ ১১ পৌষ বদি, ২৩ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।২২, অঃ ৪।৫৫। বৃহস্পতিবার, একাদশী রাত্রি ১১।৪৯। স্বাতীনক্ষত্র রাত্রি ৬।৪। সুকর্মাযোগ রাত্রি ১০।৫১। ববকরণ দিবা ১০।৪৮ গতে বালবকরণ রাত্রি ১১।৪৯ গতে কৌলবকরণ। জন্মে- তুলারাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে ক্ষত্রিয়বর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী বুধের ও বিংশোত্তরী রাহুর দশা, রাত্রি ৬।৪ গতে রাক্ষসগণ বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ৬।৪ গতে দ্বিপাদদোষ, রাত্রি ১১।৪৯ গতে ত্রিপাদদোষ। যোগিনী- অগ্নিকোণে, রাত্রি ১১।৪৯ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ২।১৭ গতে ৪।৫৫ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৩৮ গতে ১।১৯ মধ্যে। যাত্রা- শুভ কালবেলাদি ২।১৭ গতে ৪।৫৫ মধ্যে। কালরাত্রি ১১।৩৮ গতে ১।১৯ মধ্যে। যাত্রা-শুভ দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ৬।৪ গতে যাত্রা নাই। শুভকর্ম- দিবা ২।১৭ মধ্যে নামকরণ নববস্ত্রপরিধান নবশয্যাসনাদ্যুপভোগ দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুণ্যাহ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপণ ধান্যস্থাপন কারখানারম্ভ কুমারীনাসিকাবেধ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালন, রাত্রি ১১।৩৮ মধ্যে গর্ভাধান। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- একাদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। একাদশীর উপবাস (সফলা)। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫০ মধ্যে ও ১।৩১ গতে ২।৫৭ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫৮ গতে ৯।৩১ মধ্যে ও ১২।১১ গতে ৩।৪৪ মধ্যে ও ৪।৩৮ গতে ৬।২২ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

(উপরে) দল বেঁধে তিস্তার চরে আলু তোলা। (নীচে) আলুর বস্তা জলে ধোয়া। বুধবার। –সংবাদচিত্র

সময়ের আগে আলু তুলে বিক্রি

অমিতকুমার রায়

হলদিবাড়ি, ২৫ ডিসেম্বর : অন্য বছরের তুলনায় এবার বাজারে আলুর দাম ভালো। ভালো দাম পাওয়ার আশায় তাই সময়ের আগে তিস্তাপাড়ের কৃষকরা জমি থেকে আলু তুলে নিচ্ছেন। লাভের মুখও দেখছেন। জমি থেকে তুলে বস্তা ভর্তি আলু তিস্তার জলে ধুয়ে গাড়িবোঝাই করে হলদিবাড়ি বাজারে পাঠানো হচ্ছে। আলুচাষি ফরিদুল ইসলাম বলেন, 'হলদিবাড়ি বাজারে জলদি আলু মরশুমের শুরুতে ৩০-৩৫ টাকা প্রতি কেজি দরে বিক্রি হয়েছে। এখন কিছুটা কমে বাজারে আলু ২০-২২ টাকা প্রতি কেজি দরে বিক্রি হচ্ছে। দিন-দিন দাম কমে যাওয়ার আশঙ্কায় আগেই জমি থেকে আলু তুলে নিচ্ছি।'

প্রতিবছর হলদিবাড়ি ব্লকের বক্সিগঞ্জ ও পারমেখলিগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েতের চাষিরা তিস্তা নদীর চরে জলদি প্রজাতির আলু চাষ করেন। তিস্তা নদীতে বালি থাকা সত্ত্বেও উর্বর পলির কারণে ফলন খুব ভালো হয়। সেই আলুর গুণ ও স্বাদের কারণে বাজারে চাহিদা অনেকটা বেশি থাকে। এবছরও চাষিরা অধিক মুনাফার আশায় তিস্তার বুকে আলু চাষ করেছেন। অনুকূল আবহাওয়ার কারণে আশানুরূপ ফলন হয়েছে। আলুচাষিরা জানান, এখন বাজারে আলুর দাম বেশ চড়া। আর সেই দাম পেতে নির্ধারিত সময়ের অনেক আগে তাঁরা জমি থেকে আলু তুলছেন। বেলতলির আলুচাষি বক্কর পাটোয়ারির কথায়, 'আলু পরিপক্ক না হলে আলুর সঠিক ওজন পাওয়া যায় না। পূর্ণ দিবস অতিক্রান্ত করলে আলুর ওজন অনেকটা বেশি হয়। কিন্তু তাতে কী! বেশি দাম পাওয়ার জন্য সেই ক্ষতি পুষিয়ে যাচ্ছে।'

কৃষি দপ্তর সূত্রে খবর, আলু পরিপক্ক হতে কম করে ৯০ দিন সময় লাগে। কিন্তু তিস্তাপাড়ের কৃষকরা ৬০-৭০ দিন হতেই জমি থেকে আলু তুলে নিচ্ছেন। এবিষয়ে আরেক আলুচাষি সালাম মহম্মদের কথায়, 'পূর্ণাঙ্গ রূপ নেওয়ার আগে আলু তুলে নেওয়াতে ওজন কিছুটা কম হচ্ছে। এখন বাজারে আলুর দাম ভালো আছে। ওজন কিছুটা কম হলেও দামে পুষিয়ে যাচ্ছে। তাই আলু তুলে নিচ্ছি।'

মুনাফার আশা

- এখন বাজারে আলুর দাম বেশ চড়া
- সেই দাম পেতে নির্ধারিত সময়ের অনেক আগে তাঁরা জমি থেকে আলু তুলছেন
- আলু পরিপক্ক হতে কম করে ৯০ দিন সময় লাগে
- তিস্তাপাড়ের কৃষকরা ৬০-৭০ দিন হতেই জমি থেকে আলু তুলে নিচ্ছেন

চাষের মাছে বাজার ভর্তি

বাবাই দাস

তুফানগঞ্জ, ২৫ ডিসেম্বর : কথায় আছে, মাছেভাতে বাঙালি। খাওয়ার পাতে এক টুকরো টাটকা দেশি মাছ না পেলে তৃপ্তি পায় না বাঙালি। কিন্তু মাছ হলেই যে বাঙালি পরিতৃপ্ত এমনটা কিন্তু নয়। এজন্য চাই পছন্দসই টাটকা মাছ। বাজারে মনপসন্দ মাছ কিনতে গিয়ে এখন ডেকে আনা হচ্ছে বিপদ। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, মাছের চাহিদা বাড়ছে। সেই চাহিদার জোগান দিতে চাষের মাছেই বহুলাংশে নির্ভরশীল ব্যবসায়ীরা। পাশাপাশি বাজারে দেশি মাছের আমদানিও তলানিতে। তাই, চাষের মাছে ভরেছে বাজার। মঙ্গলবার সরেজমিনে তুফানগঞ্জের রানিরহাট মাছ বাজারে ঢুকতে চোখে পড়ল এমনই ছবি। বাজার ভরা কই, মাগুর, শিঙির মতো জিওল মাছ। রয়েছে পাবদা, পুঁটি, ট্যাংরাও। চাষের সেসব মাছ দেদারে দেশি বলেই হাঁকছেন বিক্রেতারা। বিষয়টিকে ব্যবসায়ীদের দাবি, মাছের চাহিদা বাড়ায় এখন জেনেবুঝেই ছোট-বড় সব মাছেরই চাষ করতে হচ্ছে। সেসব দেদার বিক্রিও হচ্ছে।

বুধবার রানিরহাট মাছ বাজারে ক্রেতাদের ভিড়।

বুধবার বড়দিনের ছুটিতে লম্বাপাড়ার অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মী তপন সাহার বাড়িতে হাজির মেয়ে-জামাই। তাই, সাতসকালে বাজারে গিয়েছিলেন তিনি। ব্যাগ হাতে বাজার ঘোরার ফাঁকে তিনি জানান, জামাইয়ের ছোট মাছের চচ্চড়ি পছন্দ। তাই, তাজা ট্যাংরা কিনতে এসেছিলেন। গোটা বাজার ঘুরে শেষ অবধি চাষের ট্যাংরা কিনেই ফিরলেন তিনি। দিনের পর দিন যেভাবে বাজারে চাষের মাছ ছেয়ে যাচ্ছে তা মোটেও ভালো ইঙ্গিত নয় বলে তাঁর মন্তব্য। আরেক ক্রেতা জীবন তালুকদার শিঙি মাছের দর কষাকষিতে ব্যস্ত। তিনি জানান, ডাক্তারের নির্দেশে নিয়মিত শিঙি মাছ খেতে হয়। অথচ দূরবিন দিয়ে খুঁজেও বাজারে তেমন মাছের দেখা মেলে না। ব্যবসায়ীরাও চাষের কই, মাগুর, শিঙিকে দেশি বলে গছিয়ে দিচ্ছেন। বুঝতে পারছি না, এই মাছ খেয়ে উপকার পাচ্ছি কি না।

অধিকাংশ ক্ষেত্রে চাষের মাছে নানা রাসায়নিক ও অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহৃত হয়। মাছের সঙ্গে মানবদেহে সেসব ঢুকে ক্ষতি করতে পারে। এমনটাই দাবি চিকিৎসকদের। তুফানগঞ্জ মহকুমা হাসপাতালের চিকিৎসক ডাঃ বঙ্কিমপ্রসাদ রায়ের বক্তব্য, 'বেশিরভাগ চাষি স্বল্প সময়ে মাছ বড় করতে ও পুষ্টি জোগাতে ফসফেট, পটাশ, ইউরিয়ার মতো রাসায়নিক ব্যবহার করছেন। সেসব সরাসরি মানবদেহে ঢুকে লিভার, কিডনি, ফুসফুসের ক্ষতি করছে। দেহের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঠিক রাখতে ও সঠিক স্বাদ নিতে নদী বা ঝোরার মাছকেই ভরসা করাই নিরাপদ।'

চাষের মাছকে দেশি বলে তাঁরা যে বিক্রি করেন সেকথা স্বীকার করেছেন মাছ বিক্রেতা নির্মল নমদাস। তিনি জানান, চাষের মাছ আছে বলেই বাজারে সব মাছ মিলছে। নতুবা ক্রেতাদের বঞ্চিত হতে হত। আমাদের ব্যবসাও মার খেত। এখন আর আগের মতো খাল-বিল না থাকায় এই সংকট বলে তাঁর দাবি।

বন্ধ ভাতা, জোটে না ভাত

নয়ারহাট, ২৫ ডিসেম্বর : বার্ধক্য ভাতা বন্ধ হওয়ায় ভাতের জোগানে টান পড়ল মজিরুন বিবি নামের বছর ৭৫-এর এক বৃদ্ধার। তাঁর স্বামী তসর মামুদ অনেকদিন আগেই মারা গিয়েছেন। মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের কুশামারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় খলিসামারির বাসিন্দা ওই বৃদ্ধা। তিনি আগে বার্ধক্য ভাতা পেতেন। কিন্তু গত দেড় বছর ধরে কোনও অজ্ঞাত কারণে ভাতা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বর্তমানে তিনি অসহায় হয়ে পড়েছেন। এক মুঠো ভাতের জন্য অন্যের ওপর নির্ভর করতে হচ্ছে তাঁকে। বন্ধ ভাতা পুনরায় চালু করার ব্যাপারে প্রশাসনের কাছে অনুরোধ জানান ওই বৃদ্ধা।

মাথাভাঙ্গা-১ বিডিও শুভজিৎ মণ্ডল এবিষয়ে বলেন, 'একাধিক কারণে বার্ধক্য ভাতা বন্ধ হয়। এরকম অবস্থায় প্রয়োজনীয় নথিপত্র নিয়ে আমার দপ্তরে যোগাযোগ করলে অবশ্যই ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' বৃদ্ধার দুই ছেলের মধ্যে একজন তাঁর সঙ্গেই থাকেন। তিনি মাকে ঠিকমতো দেখভাল করেন না বলে অভিযোগ। আরেক ছেলে থাকেন জয়গাঁয়। অশক্ত শরীরে সেখানে গিয়ে থাকাও অসম্ভব। ফলে মাসে হাজার টাকা ভাতায় কোনওরকমে দিন চলত তাঁর। কিন্তু তা বন্ধ হয়ে যাওয়ায় তিনি বিপাকে পড়েছেন। কেন ভাতা বন্ধ হয়েছে তাও তিনি জানেন না। ছলছল চোখে বৃদ্ধা বলেন, 'পেটে টান পড়েছে। উপায় নেই তাই প্রতিবেশীদের কাছে চেয়ে খেতে হচ্ছে। আবার ভাতা চালু হলে কোনওরকমে খেয়েপরে বাঁচতে পারব।'

বিয়ের দাবিতে ধর্নায় তরুণী

শীতলকুচি, ২৫ ডিসেম্বর : বিয়ের দাবিতে প্রেমিকের বাড়িতে ধর্নায় বসলেন এক তরুণী। বুধবার শীতলকুচি ব্লকের বড় কৈমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় পিঞ্জারির ঝাড়গ্রামের ঘটনা। দেড় বছর আগে ওই গ্রামের এক তরুণের সঙ্গে জলপাইগুড়ি জেলার ক্রান্তি এলাকার ওই তরুণীর সম্পর্ক গড়ে ওঠে। কিন্তু কিছুদিন আগে ওই তরুণের পরিবার অন্য জায়গায় তাঁর বিয়ে ঠিক করে। এরপরই মঙ্গলবার বিকেলে ওই তরুণীর পরিবার সম্পর্কের দাবি নিয়ে তরুণের বাড়িতে আসে। কিন্তু তরুণের বাড়ি থেকে ওই সম্পর্ককে অস্বীকার করা হয় বলে অভিযোগ।

ওই তরুণী বলেন, 'দেড় বছর আগে ফেসবুকে পরিচয় হয় আমাদের। সেখান থেকেই প্রেমের সম্পর্ক গড়ে ওঠে। বিয়ের আশ্বাস দিয়ে ও আমার সঙ্গে সহবাসও করেছে।' অভিযোগ, হইচই শুরু হওয়ায় ওই তরুণের পরিবার বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। ওই তরুণের মা বললেন, 'অন্যত্র চাকরি করায় ছেলে বাড়িতে থাকে না। বাড়ি না ফেরা পর্যন্ত এ বিষয়ে কিছু বলা সম্ভব নয়।' শীতলকুচি পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য মনোজ অধিকারী বলেন, 'দুই পরিবারকে আলোচনা করে সমস্যা মেটাতে বলা হয়েছে।'

পদ্ম কর্মীদের মারধর

শীতলকুচি, ২৫ ডিসেম্বর : দুই বিজেপি কর্মীকে মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের বিরুদ্ধে। বুধবার শীতলকুচি ব্লকের দেওয়ানকোট জয়দুয়ার গ্রামে ঘটনাটি ঘটেছে। এই গ্রামেই বাড়ি বিজেপির শীতলকুচি ৫ নম্বর মণ্ডল সভাপতি পবিত্র অধিকারীর। তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন পাশের বুথের দুই বিজেপি কর্মী। দেখা করে ফেরার পথে তাঁদের আটক করে তৃণমূল কর্মী-সমর্থকরা মারধর করেন বলে অভিযোগ। পরে শীতলকুচি থানার পুলিশ দুই বিজেপি কর্মীকে উদ্ধার করে থানায় নিয়ে আসে।

পবিত্র বলেন, 'তৃণমূল এভাবেই বিরোধীদের দমন করার চেষ্টা করছে। বিরোধীদের বাড়িতে কারা আসছে, তাতেও নজরদারি করে তৃণমূলের হার্মাদ বাহিনী। আমার সঙ্গে দেখা করতে আসা দুই দলীয় কর্মীকে রাস্তায় আটকে মারধর করেছে ওরা। এলাকার মানুষ সব দেখেছে।' যদিও অভিযোগ অস্বীকার করেছেন তৃণমূলের শীতলকুচি ব্লক সভাপতি তপনকুমার গুহ। তাঁর কথায়, 'ঘটনাটি পারিবারিক বিষয়। আমাদের কর্মী-সমর্থকরা এমন কাজ করেন না।' এদিন সন্ধ্যা পর্যন্ত কেউ অভিযোগ দায়ের করেননি বলে থানার তরফে জানানো হয়েছে।

ট্রাফিক সিগন্যাল

চ্যাংরাবান্ধা, ২৫ ডিসেম্বর : বড়দিনে চ্যাংরাবান্ধাবাসীকে বড় উপহার দিল প্রশাসন। বুধবার প্রশাসনের তরফে চ্যাংরাবান্ধা ভিআইপি মোড়ে অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক সিগন্যাল বসানো হয়। উপস্থিত ছিলেন কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (মাথাভাঙ্গা) অনিমেষ রায়, মেখলিগঞ্জের এসডিপিও আশিস পি সুব্বা প্রমুখ। পুলিশ সুপার বলেন, 'সকল চ্যাংরাবান্ধাবাসীর জন্য আমাদের তরফ থেকে এটা বড়দিনের উপহার।'

চ্যাংরাবান্ধা এলাকার প্রাণকেন্দ্র এই ভিআইপি মোড়। গুরুত্বপূর্ণ এই জায়গায় ট্রাফিক ব্যবস্থা না থাকায় প্রায়ই দুর্ঘটনা লেগেই থাকে। এলাকাবাসীর দীর্ঘদিনের দাবি ছিল ভিআইপি মোড়ে অত্যাধুনিক স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক সিগন্যাল ট্রাফিক ব্যবস্থার। তাই এবার বাসিন্দাদের দাবি মেনে ভিআইপি মোড়ে স্বয়ংক্রিয় ট্রাফিক সিগন্যাল বসানো হল।

রানার্স নিরাশ্রয় নারী ও শিশু সেবা ভবন

কোচবিহার, ২৫ ডিসেম্বর : দু'দিনের রাজ্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় কোচবিহারের চাকির মোড়ের নিরাশ্রয় নারী ও শিশু সেবা ভবন রানার্স হল। সরকারি ও সরকার পোষিত হোমের বাচ্চাদের নিয়ে কালিম্পংয়ে ২৩-২৪ ডিসেম্বর প্রতিযোগিতাটি হয়। প্রতিযোগিতায় রাজ্যের ৪৪টি হোমের ৪৬০ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিল। তার মধ্যে কোচবিহারের নিরাশ্রয় নারী ও শিশু সেবা ভবনের নাবালিকারা রানার্স হয়। মঙ্গলবার কালিম্পংয়ে তাদের হাতে মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লাহ চৌধুরী ট্রফি ও পুরস্কার তুলে দেন। নিরাশ্রয় নারী ও শিশু সেবা ভবন হোমের সম্পাদক অলক রায় বলেন, 'আমাদের হোমের বাচ্চারা গোটা রাজ্যের হোম ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় রানার্স হয়েছে। এজন্য আমরা গর্বিত।'

কোচবিহার শহরের চাকির মোড় লাগোয়া গুড়িয়াহাটি-২ গ্রাম পঞ্চায়েতে ছাট গুড়িয়াহাটি সেবা ভবন শিক্ষায়তন হাইস্কুলের পেছনে নিরাশ্রয় নারী ও শিশু সেবা ভবনটি রয়েছে। সরকার পোষিত মেয়েদের এই হোমটিতে প্রথম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রীরা থাকতে পারে। বর্তমানে হোমটিতে ১২৩ জন আবাসিক রয়েছে। কোচবিহারের নিরাশ্রয় নারী ও শিশু সেবা ভবন থেকে ১৩ জন প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। তার মধ্যে ১৫ বছরের ঊর্ধ্বে ৪০০ মিটার দৌড় প্রতিযোগিতায় প্রথম মৌমিতা বর্মন, লসমি রায় লং জাম্পে প্রথম ও সাধনা রায় ১০০ মিটার দৌড়ে দ্বিতীয় হয়। ১২ বছরের ঊর্ধ্বে প্রিয়াংকা রায় শটপাটে প্রথম হয়। এছাড়া রিলে রেসে সেবা ভবনের মেয়েরা রানার্স হয়েছে।

সংবর্ধনা

কোচবিহার, ২৫ ডিসেম্বর : বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বইদানকারী ব্যক্তিদের সংবর্ধনা জানাল কোচবিহার পঞ্চানন বর্মা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। বিশ্ববিদ্যালয়ের হলঘরে এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে মঙ্গলবার ১০ জন বইদাতাকে সংবর্ধনা দেওয়া হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী গ্রন্থাগারিক সৌভিক কোনার বলেন, 'সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের পাশাপাশি কপিরাইট, গবেষণা সংক্রান্ত বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয়।'

সিঙ্গিজানিতে জামুগুড়ি নালায় ঝুঁকির যাতায়াত। বুধবার।

সেতু হয়নি, বাঁশের ওপর দিয়ে যাতায়াত

শ্রীবাস মণ্ডল

ফুলবাড়ি, ২৫ ডিসেম্বর : এলাকাবাসীর যাতায়াতের সুবিধার জন্য প্রতিবছর গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে সাঁকো তৈরি হত। কিন্তু এবছর সাঁকো তৈরি করা হয়নি বলে অভিযোগ। স্বাভাবিকভাবে মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের সিঙ্গিজানির সালটিডাঙ্গা ও মধ্যপাড়া এলাকার বাসিন্দারা জামুগুড়ি নালা পারাপারে সমস্যায় পড়েছেন। বড় শৌলমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জয়ন্ত দে'র কথায়, 'সিঙ্গিজানির ওই এলাকায় জামুগুড়ি নালায় সাঁকো তৈরির বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে। দ্রুত ওখানে সাঁকো তৈরি করে দেওয়া হবে।'

ওই দুই এলাকার মাঝে জামুগুড়ি নালা আছে। এই নালা পারাপারের সমস্যা অনেকদিনের। এলাকার উত্তরে পাকা সেতু রয়েছে। দক্ষিণে এক কিলোমিটার দূরে জামুগুড়ি নালার উপর আরও একটি পাকা সেতু আছে। নালার দুই পাড়ের বাসিন্দাদের কৃষিজমি রয়েছে। বর্ষায় সেতু দিয়ে ঘুরপথে যাতায়াত করেন। কিন্তু শুখা মরশুমে তাঁদের সাঁকোই ভরসা। অন্যবার গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ সাঁকো বানিয়ে দেয়। কিন্তু এলাকাবাসীদের অভিযোগ, এবছর এখনও পর্যন্ত সাঁকো তৈরি করা হয়নি।

সালটিডাঙ্গা এলাকার সুবোধ রায় বলেন, 'প্রতিবছর দুর্গাপুজোর আগে গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফে নালায় সাঁকো তৈরি করে দেওয়া হত। কিন্তু এবছর এখনও পর্যন্ত সাঁকো তৈরি করা হয়নি। ফলে নালায় উপরে বাঁশ বেঁধে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দুই পাড়ের বাসিন্দাদের যাতায়াত করতে হচ্ছে। স্থানীয় তরুণ কার্তিক বর্মন জানান, বড়দের পাশাপাশি খুদে পড়ুয়ারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাঁশে ভর করে যাতায়াত করে। এই সমস্যা সমাধানে গ্রাম পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার।

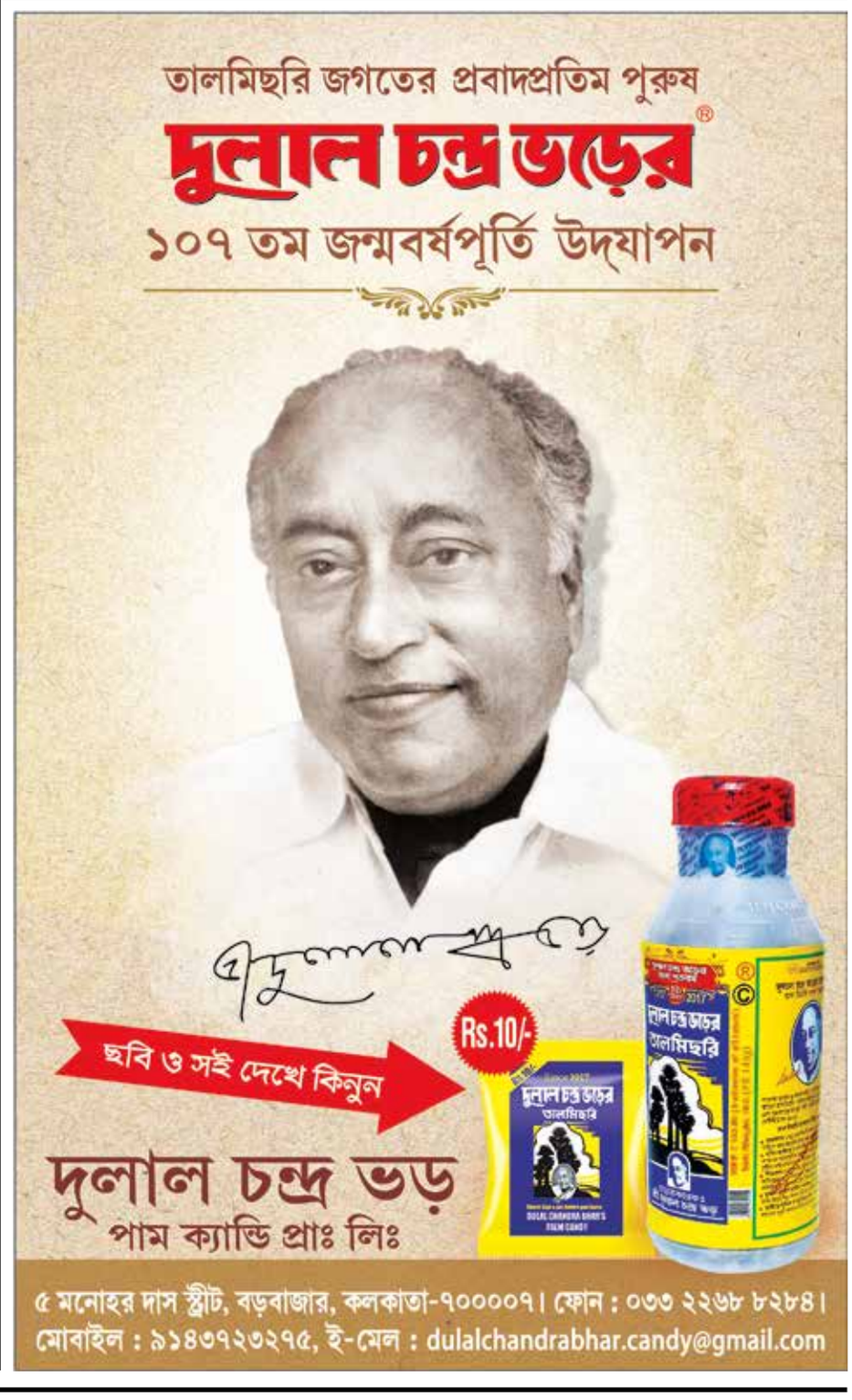

টোটো নিয়ে বেকায়দায় প্রশাসন

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ২৫ ডিসেম্বর : কোচবিহার জেলাজুড়ে প্রায় ৫০ হাজার টোটোর রেজিস্ট্রেশন নিয়ে পরিবহণ দপ্তর চাপে রয়েছে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। সরকারি নিয়ম মানলে হাতেগোনা কয়েকটি টোটো বাদে বেশিরভাগ টোটো কোনওমতেই রেজিস্ট্রেশন পাবে না। বাকি বেআইনি টোটোগুলোকে নিয়ে কী করা হবে, তা নিয়েই চিন্তিত সংশ্লিষ্ট দপ্তর সহ জেলা প্রশাসন। ইতিমধ্যে রাজ্য সরকার থেকে প্রত্যেক জেলা শাসকের কাছে ই-রিকশাকে নিয়মের আওতায় আনার জন্য চিঠি এসেছে। সে কারণে সমস্যার সমাধানে কোমর বেঁধে নামতে চাইছে জেলা প্রশাসন।

এদিকে, রেজিস্ট্রেশন কী করে পেতে হবে এ সম্পর্কে কোনও ধারণা আছে কি না জিজ্ঞেস করায়, এক টোটোচালক বললেন, 'এ সম্পর্কে আমার কোনও ধারণাই নেই। আমার এই টোটো ১১ বছর আগে কেনা। যে দোকান থেকে কিনেছিলাম সেটা এখন নেই। প্রথম থেকে তো কখনও লাইসেন্স বা রেজিস্ট্রেশনের প্রয়োজন পড়েনি। মাঝে প্রশাসন থেকে টিআইএন দেবে বলে শুনেছিলাম। এখন আর শুনি না। কী হবে জানি না।'

ঘুঘুমারি থেকে টোটো নিয়ে কোচবিহারে এসে চালান বাবন। রাস্তায় টোটো চালানোর জন্য কী কী লাগে প্রশ্নে করলে উত্তর এল, 'টোটো চালাতে কিছুই লাগে না। এত বছর ধরে তো এভাবেই চালাচ্ছি। ক'দিন থেকে শুনছি কী কী নাকি সব করতে হবে।'

গোটা জেলাজুড়ে কত টোটো চলছে, তার পূর্ণাঙ্গ তথ্য নেই পরিবহণ দপ্তরের কাছে। রাজ্য থেকে বলা হয়েছে, জেলাজুড়ে কত অবৈধ টোটো চলছে, বিভিন্ন পুরসভা থেকে শুরু করে ব্লক স্তর পর্যন্ত তার খোঁজ নিতে। কোচবিহার শহরে সাত থেকে আটটি ই-রিকশার অনুমোদিত শোরুম রয়েছে। খোঁজ নিয়ে জানা গেল, রেজিস্ট্রেশন করানোর টাকা বাঁচানোর জন্য বেশিরভাগ টোটোর মালিক রেজিস্ট্রেশন করাতে চান না। ফলে শহরজুড়ে নম্বরবিহীন টোটোর সংখ্যা বেড়েছে হুহু করে। সময়মতো নজর না দেওয়ায় প্রশাসনের এখন মাথায় হাত বলে সংশ্লিষ্ট সূত্রে খবর।

পরিবহণ দপ্তরের আধিকারিক নবীনচন্দ্র অধিকারী বলেন, 'টোটো চালানোর মোটর যেখান সেখানে কিনতে পাওয়া যায়। ফলে অনেকেই বেআইনিভাবে টোটো বানিয়ে তা চালাচ্ছে। আমরা এ ব্যাপারে ব্যবস্থা নিচ্ছি। কিছুদিন আগে আমাদের এই নিয়ে ধরপাকড় হয়েছিল। বেশ কয়েকটি দোকানও বন্ধ করা হয়েছিল। টোটোচালকদের সাত-আটদিন সময় দেওয়া হয়েছে। এরপর আবার প্রশাসনিক তৎপরতা শুরু হবে।' তাঁর সংযোজন, 'একজন যদি দশটা টোটো কিনে ভাড়া খাটায় এবং এরকম যদি সকলেই ভাবতে থাকে, তাহলে শহরে শুধু টোটোই চলবে। মানুষের হাঁটার জায়গা থাকবে না।'

রেজিস্ট্রেশন প্রসঙ্গে টোটো ইউনিয়নের তরফে গগন গোস্বামীর মন্তব্য, 'যে সমস্ত টোটোকে রেজিস্ট্রেশন দেওয়া যায় সেগুলোকে প্রশাসন রেজিস্ট্রেশন নম্বর দিক। যে টোটোগুলো প্রায় নষ্টের দিকে, রাস্তায় চললে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা, সেগুলোকে প্রশাসন নষ্ট করে দিলে কোনও অসুবিধা নেই।'

নিয়মাবলি

- ই-রিকশার রেজিস্ট্রেশন মোটর ভেহিকল অফিস থেকে করাতে হবে
- ই-রিকশা প্রস্তুতকারীকে অবশ্যই সরকারি অনুমোদিত হতে হবে
- সরকার অনুমোদিত শোরুম থেকেই ই-রিকশা কিনতে হবে
- সরকারি অনুমোদিত ডিলাররাই রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করবেন
- গ্রাহক নিজে রেজিস্ট্রেশনের জন্য আবেদন করতে পারবেন না
- মোটর ভেহিকেল অ্যাক্ট মেনে যদি ই-রিকশা কেনা হয়ে থাকে তাহলেই তার রেজিস্ট্রেশন পাওয়া সম্ভব
- বেআইনি টোটো নষ্ট করে নতুন টোটো কেনা যাবে
- গাড়ি কেনার অনুমতি নিতে মোটর ভেহিকল অফিসে আবেদন করতে হবে
- একজন মালিক একটাই রেজিস্ট্রেশন পাবেন, এক্ষেত্রে মালিক ও চালক একজনই হবেন
- চালককে অবশ্যই ড্রাইভিং লাইসেন্স নিতে হবে

সমস্যা কোথায়

- যে টোটোগুলো রাস্তায় ঘুরছে তার বেশিরভাগই সরকারি অনুমোদিত শোরুম থেকে কেনা নয়
- এই টোটোগুলোর বিভিন্ন যন্ত্রাংশ বিভিন্ন জায়গা থেকে নিয়ে তৈরি করা
- বেশিরভাগ টোটোরই চেসিস নম্বর ও মোটর নম্বর নেই
- একজনের নামে রয়েছে একাধিক টোটো
- রেজিস্ট্রেশন করিয়ে দেওয়ার নামে পরিবহণ দপ্তর থেকে টাকা চাওয়ার অভিযোগ
- টোটো রাস্তায় চলাচলের অনুপযুক্ত হওয়া সত্ত্বেও তা নিয়েই যাত্রী পরিবহণের অভিযোগ
- টোটো নিয়ে রাস্তায় নামতে গেলে কী কী লাগে সে সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা নেই বড় অংশের টোটোচালকের

বড়দিনে সপরিবারে ছুটির আমেজে। বুধরার কোচবিহার এনএন পার্কে। ছবি : ভাস্কর সেহানবিশ

টুকরো খবর

নিষেধাজ্ঞা

চ্যাংরাবান্ধা, ২৫ ডিসেম্বর : চ্যাংরাবান্ধাকে যানজটমুক্ত রাখতে উদ্যোগী হল মেখলিগঞ্জ পিডব্লিউডি'র তিস্তা ব্রিজ অ্যান্ড কনস্ট্রাকশন বিভাগ। বুধবার সন্ধ্যায় সংশ্লিষ্ট বিভাগের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার সুজিত দাস বলেন, 'ভিআইপি মোড় থেকে চ্যাংরাবান্ধা বাজার বাসস্ট্যান্ড পর্যন্ত নির্মিত রাস্তার নালার ওপরে কোনওরকম স্থায়ী, অস্থায়ী নির্মাণ বানানো যাবে না। তেমনই রাস্তার ওপর যত্রতত্র টোটো সহ অন্যান্য যানবাহন দাঁড় করিয়ে রেখে যানজট করা যাবে না। অন্যথায় প্রশাসনের তরফে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সুবর্ণ জয়ন্তী

ফুলবাড়ি, ২৫ ডিসেম্বর : মাথাভাঙ্গা-২ ব্লকের বড় শৌলমারির প্যারাডাইস ক্লাব ও পাঠাগারের সুবর্ণ জয়ন্তী বর্ষ উপলক্ষ্যে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়েছে বুধবার। ক্লাব প্রাঙ্গণে এদিন সকালে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন ক্লাবের প্রাক্তন সম্পাদক হরিপদ বর্ধন। ক্লাবের সভাপতি জয়ন্ত দে জানিয়েছেন, এদিন মনীষী পঞ্চানন বর্মার মূর্তিতে মাল্যদান, সাফাই অভিযান, গাছের চারা রোপণ করা হয়। পাশাপাশি কয়েকজন দুঃস্থকে শীতবস্ত্র, ফল এবং পুষ্টিকর খাবার দেওয়া হয়েছে। অনুষ্ঠান চলবে ৫ জানুয়ারি পর্যন্ত।

চক্ষু শিবির

পুণ্ডিবাড়ি, ২৫ ডিসেম্বর : স্বর্গীয় মণিশংকর রায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে তাঁর পরিবারের উদ্যোগে এবং বোকালীরমঠ সমাজসেবী সংগঠনের সহযোগিতায় বুধবার চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের আয়োজন করা হয়। কোচবিহার-২ ব্লকে জোড়া সিমলায় আয়োজিত শিবিরে এদিন দেড়শোরও বেশি মানুষের চোখ পরীক্ষা করা হয়।

আগুন

মাথাভাঙ্গা, ২৫ ডিসেম্বর : বুধবার মাথাভাঙ্গা-১ ব্লকের পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের বড় কাউয়ারডাবার বাসিন্দা সুজিত দাসের বাড়িতে একটি খড়ের গাদায় হঠাৎ আগুন লাগে। ঘটনায় ব্যাপক আতঙ্ক ছড়ায়। গ্রামবাসীরাই প্রথমে আগুন নেভানোর কাজে হাত লাগান। খবর পেয়ে মাথাভাঙ্গা থেকে দমকলের একটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। কীভাবে ওই আগুন লাগল তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে দমকলের তরফে জানানো হয়েছে।

দুর্ঘটনার আশঙ্কা বামনহাটে

রেলগেটে পেভার্স ব্লক আলগা

অমৃতা দে

দিনহাটা, ২৫ ডিসেম্বর : বামনহাট রেলওয়ে ক্রসিং যেন মারণফাঁদে পরিণত হয়েছে। একদিকে দিনের অধিকাংশ সময় রেলগেটের যানজটে নাজেহাল হচ্ছেন এলাকাবাসী। তার সঙ্গে উপরিপাওনা রেললাইনের আশপাশে যত্রতত্র ছড়িয়ে রয়েছে পেভার্স ব্লক। এতদিন শুধুই যানজটে হিমসিম খেতে হত স্থানীয়দের, এখন পেভার্স ব্লক পড়ে থেকে জায়গাটি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। লেভেস ক্রসিং সংলগ্ন এলাকাটিতে দ্রুত পেভার্স ব্লকগুলো সুসজ্জিত করার দাবি উঠেছে স্থানীয় বাসিন্দা ও ব্যবসায়ী মহলে।

বামনহাট বাজার কমিটির সম্পাদক সুব্রত সেনের কথায়, 'ক্রসিং সংক্রান্ত সমস্যা বহুবার রেলমন্ত্রককে জানিয়েছি। আগে শুধুমাত্র যানজটের সমস্যা ছিল। এখন পেভার্স ব্লকে নাকাল হতে হচ্ছে সকলকে। দুর্ঘটনাও যেন নিত্যসঙ্গী হয়ে দাঁড়িয়েছে।'

দিন তিনেক আগে রেলওয়ে ক্রসিং পারাপার করতে গিয়ে পেভার্স ব্লকে বাইকের চাকা আটকে যায় স্থানীয় প্রদীপ কর্মকারের। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গাড়ি থেকে উলটে পড়ে যান তিনি। তখন স্থানীয়রা তড়িঘড়ি এসে বাইক সহ তাঁকে উদ্ধার করেন। গুরুতর আহত না হলেও হাত-পায়ে চোট পেয়েছেন বলে জানিয়েছেন প্রদীপ।

শুধুমাত্র দু'চাকার গাড়িই নয়। সেখানে প্রায়শই অটো-টোটো উলটে যাওয়ার ঘটনাও ঘটেছে। দিনহাটার সীমান্তবর্তী এলাকা বামনহাট। ফলে এই রেলগেট পারাপার করা রোজকার রুটিন চৌধুরীহাট ও সীমান্তবর্তী বিভিন্ন গ্রামবাসীর। পেভার্স ব্লকগুলো সুসজ্জিত না থাকায় যান চলাচলে প্রচণ্ড সমস্যার সম্মুখীন তাঁরা। সমস্যার কথা স্টেশন মাস্টারকে জানালেও কোনও ফল মেলেনি বলে অভিযোগ।

তাঁদের মধ্যে একজন ব্যবসায়ী জমশের মিয়াঁ বললেন, 'স্টেশন মাস্টার আশ্বাস দিয়েছিলেন অতি দ্রুত পেভার্স ব্লকগুলি ঠিক করার ব্যবস্থা করবেন। কিন্তু ১৫ দিন পার হয়ে গেলেও এখনও সেই কাজ এতটুকু এগোয়নি।' কিন্তু স্টেশন মাস্টারের সঙ্গে একাধিকবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন তোলেননি।

বামনহাট রেলস্টেশন হয়েই দিনহাটার ট্রেনগুলি চলাচল করে। বামনহাট স্টেশন চত্বরকে একটি ছোট জংশন বলা যেতে পারে। তাই সেখানকার বাসিন্দাদের দীর্ঘদিন দাবি ছিল একটি ওভারব্রিজের। সেই দাবিও সময়ের ধুলোয় চাপা পড়ে গিয়েছে বলে আক্ষেপ করলেন বামনহাটবাসী।

পেভার্স ব্লকে বাইকের চাকা আটকানোর সম্ভাবনা। বামনহাট রেলওয়ে ক্রসিংয়ে।

দুর্ঘটনায় বৃদ্ধের মৃত্যু

পুণ্ডিবাড়ি, ২৫ ডিসেম্বর : বুধবার সন্ধ্যায় পুণ্ডিবাড়ি-বাণেশ্বর রাজ্য সড়কের বাউদিয়ারডাঙ্গা মোড় এলাকায় লরির চাকায় পিষ্ট হয়ে এক বৃদ্ধের মৃত্যু হয়। পুণ্ডিবাড়ি বাজার থেকে সাইকেলে চেপে বাড়ি ফিরছিলেন তিনি। সেই সময় বাণেশ্বরের দিক থেকে আসা একটি লরির ধাক্কায় চাকার নীচে পড়ে যান। পরে পুণ্ডিবাড়ি থানার পুলিশ ওই বৃদ্ধকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় উদ্ধার করে পুণ্ডিবাড়ি ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে গেলে চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন।

মৃতের নাম নিখিল সেন (৮৭)। বাড়ি গোপালপুর গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায়। পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে চালক সহ লরিটি আটক করেছে। দুর্ঘটনার জেরে পুণ্ডিবাড়ি-বাণেশ্বর সড়কে ব্যাপক যানজট হয়। যদিও পরবর্তীতে পুলিশের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

জেলার খেলা

সেরা ফাইটার্স

চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর রুরকি ফাইটার্সের ক্রিকেটাররা। - জয়দেব দাস

কোচবিহার, ২৫ ডিসেম্বর : বাবুরহাট রয়্যাল প্রিমিয়ার লিগ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল রুরকি ফাইটার্স। বুধবার ফাইনালে তারা ৭১ রানে এসআরএম ইলেভেনকে হারিয়েছে। প্রথমে রুরকি ২০ ওভারে ৮ উইকেটে ২০৩ রান তোলে। গৌরব শর্মা ৬৬ রান করেন। শান্তনু অধিকারী ৩০ রানে পেয়েছেন ৫ উইকেট। জবাবে এসআরএম ১৭.৩ ওভারে ১৩২ রানে গুটিয়ে যায়। শেখর সূত্রধর ৩৭ রান করেন। ফাইনালের সেরা নীশু নূর্পুর ২১ রানে পেয়েছেন ৬ উইকেট। প্রতিযোগিতার সেরা বয়েজ স্টার ইউনিটের দলীন দত্ত।

চ্যাম্পিয়ন ২০১৩

চ্যাম্পিয়ন ট্রফি নিয়ে উল্লাস ২০১৩ ব্যাচের।

ঘোকসাডাঙ্গা, ২৫ ডিসেম্বর : রিইউনিয়ন কাপ ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ন হল ২০১৩ ব্যাচ। ফাইনালে তারা ১১৪ রানে ২০১৯ ব্যাচকে হারিয়েছে। ঘোকসাডাঙ্গা প্রামাণিক উচ্চবিদ্যালয়ের মাঠে প্রথমে ২০১৩ ব্যাচ ৮ উইকেটে ২১৫ রান তোলে। প্রতিযোগিতার সেরা ধীমান সরকার ৭৫ রান করেন। জবাবে ২০১৯ ব্যাচ ১০১ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচের সেরা রাহুল বর্মন ২৮ রানে পেয়েছেন ৬ উইকেট। সেরা ব্যাটার ঋজু বর্মন। সেরা বোলার রাহুল।

দেবোতোষের ৯৯

জামালদহ, ২৫ ডিসেম্বর : তুলসীদেবী উচ্চতর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে বুধবার ২০২২-'২৪ ব্যাচ হারিয়েছে ২০১৪-'১৬ মাধ্যমিক ব্যাচকে। প্রথমে ২০১৪-'১৬ ১০ ওভারে ১২৭ রান তোলে। জবাবে ২০২২-'২৪ ব্যাচ ১১১ তুলে নেয়। ৩৭ রান করেন ম্যাচের সেরা সুরজ সরকার। ২০১৭-'১৯ ব্যাচ ৪ উইকেটে ২০০৬-'১০ ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে ২০০৬-'১০ ব্যাচ ৯.২ ওভারে ৬ উইকেটে ৯৫ রান তোলে। জবাবে ২০১৭-'১৯ ব্যাচ ৬ উইকেটে ৯৬ রান তুলে নেয়। ২০০০-'০৫ ব্যাচ ৫১ রানে হারিয়েছে ১৯৫২-'৯৯ ব্যাচকে। প্রথমে ২০০০-'০৫ ব্যাচ ৪ উইকেটে ১৭১ রান তোলে। ম্যাচের সেরা দেবোতোষ বর্মন ৯৯ রানে অপরাজিত থাকেন। জবাবে ১৯৫২-'৯৯ ব্যাচ ১২০ রানে আটকে যায়।

মেহবুবের ৪ উইকেট

তুফানগঞ্জ, ২৫ ডিসেম্বর : ধলপল হাইস্কুলের মাঠে ডিজিএম ক্রিকেটের সেমিফাইনালে উঠল মোরশেদ আলি একাদশ। বুধবার কোয়ার্টার ফাইনালে তারা ৯২ রানে সাতবাকি মনোজ একাদশকে হারিয়েছে। প্রথমে মোরশেদ ১০ ওভারে ৩ উইকেটে ১৬৪ রান তোলে। জবাবে সাদবাকি ৯ ওভারে ৭২ রানে আটকে যায়। ম্যাচের সেরা মেহেবুব আলম ২ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট। তার আগে মানসাই টিচার্স ইলেভেনকে ৮ উইকেটে হারায় মোরশেদ। সাদবাকি মনোজ একাদশ ৫২ রানে নাজিরন ডিউটিখাতার বিরুদ্ধে জয় পায়।

ম্যাচের সেরা কল্যাণ বর্মা।

কল্যাণের ৯৪

তুফানগঞ্জ, ২৫ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট লিগ বুধবার শুরু হল।

উদ্বোধনী ম্যাচে বিবেকানন্দ ক্লাব ৬১ রানে রসিকবিল বড় শালবাড়ি বয়েজ ক্লাবকে হারিয়েছে। প্রথমে বিবেকানন্দ ৩০ ওভারে ২৫০ রান তোলে। ম্যাচের সেরা কল্যাণ বর্মা ৯৪ রান করেন। জবাবে রসিকবিল ৮ উইকেটে ১৮৯ রানে আটকে যায়। দিবাকর ভাদুড়ি ৩৮ রানে পেয়েছেন ৪ উইকেট।

স্বরূপের শতরান

কোচবিহার, ২৫ ডিসেম্বর : জেনকিন্স প্রিমিয়াম লিগ ক্রিকেটে ফাইনালে উঠল ২০০৩ ও ২০১৪ ব্যাচ। বুধবার প্রথম সেমিফাইনালে ২০১৬ ব্যাচকে ১৩৫ রানে হারিয়েছে ২০০৩ ব্যাচ। ২০০৩ প্রথমে ১০ ওভারে ১ উইকেটে ১৯৭ রান তোলে। জবাবে ২০১৬ ব্যাচ ৬২ রানে গুটিয়ে যায়। ম্যাচের সেরা স্বরূপ কুণ্ডু অপরাজিত ১২৯ রান করেন।

দ্বিতীয় সেমিফাইনালে ২০০৯ ব্যাচকে ৪ উইকেটে হারিয়েছে ২০১৪। ২০০৯ প্রথমে ১০ ওভারে ৮ উইকেটে ১০০ রান তোলে। জবাবে ২০১৪ ব্যাচ ৯.৪ ওভারে ৬ উইকেটে ১০১ রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা দিব্যাহুতি ৫৫ রান করেন।

জয়ী ২০১৩

নিশিগঞ্জ, ২৫ ডিসেম্বর : নিশিগঞ্জ নিশিময়ী উচ্চবিদ্যালয়ের প্রাক্তনীদের রিইউনিয়ন ক্রিকেটে বুধবার ২০১৩ ব্যাচ ৮ উইকেটে ২০০৮ ব্যাচকে হারিয়েছে। প্রথমে ২০০৮ ব্যাচ ৫ উইকেটে ৮৫ রান তোলে। জবাবে ২০১৩ ব্যাচ ২ উইকেটে ৮৯ রান তুলে নেয়। ৩৭ রান করেন ম্যাচের সেরা সুকুমার বর্মন। ২০০১ ব্যাচ ১৩ রানে ১৯৯৯ ব্যাচের বিরুদ্ধে জয় পায়। প্রথমে ২০০১ ব্যাচ ৩ উইকেটে ১০৩ রান তোলে। ম্যাচের সেরা মানব সরকার ৪৪ রান করেন। জবাবে ১৯৯৯ ব্যাচ ৪ উইকেটে ৯০ রানে আটকে যায়।

রাজুর ৪৬

মাথাভাঙ্গা, ২৫ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া সংস্থার ক্রিকেট কোচিং ক্যাম্পের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষ্যে বুধবার শহরের এটিম মাঠে প্রীতি ক্রিকেটে ক্যাম্পের ২০১১ ব্যাচ ৪৫ রানে ২০১৪ ব্যাচকে হারিয়েছে। প্রথমে ২০১১ ব্যাচ ৫ উইকেটে ১৯০ রান তোলে। ম্যাচের সেরা রাজু বর্মন ৪৬ রান করেন। সাদ্দাম হোসেন ২৭ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে ২০১৪ ব্যাচ ১৪৫ রানে গুটিয়ে যায়। প্রীতম রায় ডাকুয়া ৫২ রান করেন। তাপস রায় ডাকুয়া ২৩ রানে পেয়েছেন ৩ উইকেট।

ইয়ুথকে ওয়াকওভার

কোচবিহার, ২৫ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার আন্তঃক্লাব সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে বুধবার বিবেকানন্দ ক্লাব অনুপস্থিত থাকায় ঘোষপাড়া ইয়ুথ ক্লাবকে ওয়াকওভার দেওয়া হয়েছে। বৃহস্পতিবার খেলবে ইউনাইটেড ক্লাব ও মাড়োয়ারি যুব মঞ্চ।

কুচলিবাড়িতে নিরাপত্তায় বিপদ

দ্বৈত নাগরিকত্ব, বিদেশি সিমে হতবাক সাংসদ

দীপেন রায়

মেখলিগঞ্জ, ২৫ ডিসেম্বর : বাংলাদেশের সঙ্গে অনেকখানি সীমান্ত ভাগ করে মেখলিগঞ্জের কুচলিবাড়ি। এখানকার অনেক জায়গায় ভারতীয় মোবাইল নেটওয়ার্কের চেয়ে বাংলাদেশের নেটওয়ার্ক বেশি পাওয়া যায়। ওপারের সিমের রমরমা বেড়েছে এপারের এই সমস্ত জায়গাগুলিতে। সীমান্তের বহু ভারতীয় ব্যবহার করছেন বাংলাদেশি সিম কার্ড।

তার থেকেও বেশি উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়াচ্ছে, একদল মানুষ ভারত ও বাংলাদেশ দুই দেশের নাগরিকত্বই নিয়ে রেখেছেন। খোলা সীমান্ত বা নদীচরের সীমানায় চলছে অবাধ যাতায়াত। বিজেপির সদস্য সংগ্রহ অভিযানে গিয়ে এই বৃত্তান্ত শুনে রীতিমতো হকচকিয়ে যান জলপাইগুড়ির সাংসদ ডাঃ জয়ন্তকুমার রায়। বুধবার সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত কুচলিবাড়ির জিগাবাড়ি, ডাকুয়াটারি, ২৪ পয়স্তি সহ বিভিন্ন এলাকায় সদস্য সংগ্রহ অভিযানে যান সাংসদ। সঙ্গে ছিলেন বিজেপির মেখলিগঞ্জ দক্ষিণ মণ্ডল সভাপতি বিমল রায়, যুব মোর্চার জেলা সহ সভাপতি জ্যোতিবিকাশ রায়, যুব মোর্চার মেখলিগঞ্জ বিধানসভার আহ্বায়ক মানস রায় সহ অনেকে।

এদিন সীমান্তে অনলাইন ফর্ম ফিলআপের সময় নেটওয়ার্কের সমস্যা হয়। তখনই বাংলাদেশের নেটওয়ার্ক সংক্রান্ত বিষয়টি কানে আসে তাঁর। বিজেপি সদস্যরা তাঁকে বলেন, ভারতের চেয়ে বাংলাদেশের নেটওয়ার্কই এখানে বেশি পাওয়া যায়। অনেকে আবার বিদেশি সিম কার্ড কাজে লাগাচ্ছে অসৎ কাজেও।

আলোচনায় দ্বৈত নাগরিকতা ও বিদেশি সিম কার্ডের রমরমা সাংসদকে যথেষ্ট বিচলিত করে। কুচলিবাড়ির তিস্তা চর সহ কাঁটাতারের ওপারের বেশকিছু এলাকার অসাধু একদল মানুষ দু'দেশের নাগরিকত্ব নিয়ে রেখেছে। দু'দেশেই তাঁরা ভোট দেন। সব শেষে সাংসদ বলেন, 'যা শুনলাম, তাতে জাতীয় নিরাপত্তা প্রশ্নের মুখে পড়ার বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে। আমি সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকে বিষয়টি জানাব। পাশাপাশি পার্লামেন্টেও এই সমস্যা তুলে ধরার চেষ্টা করব।'

কুচলিবাড়ির জিগাবাড়িতে সদস্য সংগ্রহ অভিযানে সাংসদ জয়ন্তকুমার রায়।

রাজবংশী সংস্কৃতি রক্ষায় শুরু উজানিয়া উৎসব

দেবাশিস দত্ত

পারডুবি, ২৫ ডিসেম্বর : 'ভাওয়াইয়ার প্রাণ, ভাওয়াইয়ার মান'। এই স্লোগানকে সামনে রেখে বুধবার সন্ধ্যায় পারডুবি হাইস্কুলের মাঠে শুরু হল এবছরের 'উজানিয়া উৎসব ২০২৪'। প্রদীপ জ্বালিয়ে দশম বার্ষিক উজানিয়া উৎসবের সূচনা করলেন উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় পরিবহণ নিগমের চেয়ারম্যান পার্থপ্রতিম রায়। অন্যদের মধ্যে ছিলেন পদ্মশ্রী গীতা রায়, সমাজসেবী কমলেশ অধিকারী, পারডুবি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অক্ষয় বর্মন প্রমুখ। উদ্বোধনের আগে অবশ্য নিয়ম মেনে বৈরাতি নৃত্যের মাধ্যমে অতিথিদের বরণ করা হয়।

অতিথি বরণ এবং উদ্বোধনের পর শুরু হয় মূল অনুষ্ঠান। বিলুপ্তপ্রায় ভাওয়াইয়া গানের সঙ্গে নানা ধরনের নাচ পরিবেশন করেন শিল্পীরা। শুধু কান এবং চোখের খোরাকই ছিল না উৎসবে। পেটপুজোরও বন্দোবস্ত করা হয়েছিল। বসেছে নানা দেশি খাবারের দোকান। নাচ কিংবা গান উপভোগ করার পর দেশি খাবারের প্লেট হাতে দেখা গেল অনেককেই। ঠান্ডাকে একপ্রকার উপেক্ষা করেই উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন এলাকার সংস্কৃতিপ্রেমীদের ঢল নেমেছিল উৎসব চত্বরে।

উজানিয়া উৎসবের মুখ্য পরিচালক মহেশ রায়ের কথায়, 'রাজবংশী সমাজের লোকসংস্কৃতির ধারক ও বাহক হল ভাওয়াইয়া গান। বর্তমানে সেটাই হারিয়ে যেতে বসেছে। ভাওয়াইয়া গানে উত্তরবঙ্গের মানুষের মনের আবেগ তুলে ধরা হয়। সেই আবেগকে জনপ্রিয় করে তুলতে এই উদ্যোগ।'

দু'দিনের এই অনুষ্ঠানে উত্তরবঙ্গ সহ প্রতিবেশী রাজ্য অসমের থেকেও অনেক শিল্পী আসেন অংশ নিতে। রাজবংশী সম্প্রদায়ের কৃষ্টি-সংস্কৃতি যেন হারিয়ে না যায়, সেই চেষ্টা চালাচ্ছেন শিল্পীরা।

ভাওয়াইয়া গানের পাশাপাশি এবছর বৈরাতি নৃত্য, বাহো নৃত্য, সোনা রায়ের গান, মদনকাম নৃত্য, ভাওয়াইয়া নৃত্য সহ লোকসংস্কৃতির আরও দিকের স্বাদ মিলবে এই অনুষ্ঠানে। আয়োজক কমিটির তরফে ঋষিকেশ রায় বললেন, 'ভাওয়াইয়া সংগীতের ক্ষেত্রে উত্তরবঙ্গের মধ্যে উজানিয়া উৎসব এক অন্যতম প্ল্যাটফর্ম হয়ে দাঁড়িয়েছে। যা শুধু পারডুবি নয়, গোটা উত্তরবঙ্গবাসীর কাছে এক আলাদা পরিচিতি করে নিয়েছে।'

উজানিয়া নৃত্যগোষ্ঠীর নৃত্যশিল্পী সায়ন্তিকা বর্মন এদিন উৎসবে নৃত্য পরিবেশন করেন। তিনি বলেন, 'এই উৎসবের মঞ্চ উত্তরবঙ্গের একটি লোকসংস্কৃতি প্রকাশের অন্যতম জায়গা। এখানে পারফর্ম করে খুব খুশি।' আরেক নৃত্যশিল্পী পাপ্পু বর্মনের গলাতেও উচ্ছ্বাসের সুর। তাঁর বক্তব্য, 'এই উৎসবে নৃত্য পরিবেশন করা মানে এক আলাদা পরিচিতি এবং সম্মান পাওয়া। তাই প্রতি বছর এই উৎসবের মঞ্চে নৃত্য পরিবেশন করি।' আগামীতেও এই মঞ্চে অনুষ্ঠান করার ইচ্ছে রয়েছে। এদিন অনুষ্ঠান চত্বরে বিভিন্ন দোকানের পসরা সাজিয়ে বসেন ব্যবসায়ীরা। সন্ধ্যা বাড়তেই সেই জায়গাগুলো মেলার আকার নেয়। উৎসব চলবে বৃহস্পতিবার রাত পর্যন্ত।

উজানিয়া উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সমবেত নাচ। বুধবার।

কলকাতা এবং

হাজার মামলা

বড়দিনের আগের তিনদিনে মদ্যপান করে গাড়ি চালানো, সিগন্যাল না মানা, হেলমেট ছাড়া বাইক চালানো সহ একাধিক অভিযোগে কলকাতা পুলিশ ৯ হাজার মামলা দায়ের করেছে। যা রেকর্ড।

বৃষ্টির সম্ভাবনা

সপ্তাহান্তে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গের বিস্তীর্ণ এলাকায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনার কথা জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। আপাতত দক্ষিণবঙ্গে সর্বনিম্ন তাপমাত্রা একই থাকবে।

বিশেষ কনসার্ট

আগামী ১২ জানুয়ারি দক্ষিণ কলকাতার রাজডাঙা খেলার মাঠে একটি বিশেষ কনসার্ট করা হচ্ছে। এই কনসার্টের একমাত্র লক্ষ্য মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা ৩২টি গান একসঙ্গে মানুষকে শোনানো।

ট্রলি ট্রায়াল রান

শিয়ালদা থেকে এসপ্ল্যানেড মেট্রো রেলের ট্রলি ট্রায়াল রান হল। এই পথে কাজ হয়ে গেলে হাওড়া থেকে সল্টলেক সেক্টর ৫ যাতায়াত আরও সহজ হবে।

লালটুপি ও বাহারি পোশাকে ঝলমলে পার্ক স্ট্রিট

কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর : গত দশ বছরে উষ্ণতম বড়দিন কাটাল দক্ষিণবঙ্গ। তবে শীতের আমেজ না থাকলেও উৎসবে ভাটা পড়ল না। বেলা গড়াতেই চিড়িয়াখানা, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, ইকো পার্ক, নিক্কো পার্ক, বো ব্যারাকে উপচে পড়ল ভিড়। ভিড়ের আশঙ্কায় পার্ক স্ট্রিট ও সংলগ্ন রাস্তাগুলিতে যান চলাচল বন্ধ রাখে কলকাতা পুলিশ। তাদের আশঙ্কাকে সত্যি প্রমাণ করেই বড়দিনের সন্ধ্যায় আলো ঝলমলে পার্ক স্ট্রিটে উপচে পড়ল ভিড়। বাকি ছিল না মিডলটন স্ট্রিট, ক্যামাক স্ট্রিট, থিয়েটার রোডও। বড়দিনের বিকেল চারটে থেকে বন্ধ ছিল সেন্টপল ক্যাথিড্রাল চার্চ। আর তাই দুপুরের মধ্যে এই ঐতিহ্যবাহী চার্চ ঘুরে অনেকেই ঢুঁ মেরেছেন বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়াম ও জাদুঘরে। আবার সন্ধের ভিড় এড়িয়ে অনেকেই মধ্যাহ্নভোজ সেরেছেন পার্ক স্ট্রিটের অভিজাত এলাকায়। তাই রেস্তোরাঁগুলিতে দুপুর থেকে ছিল থিকথিকে ভিড়। আগে থেকে টেবিল বুক না করায় অনেককে বিফল মনোরথে ফিরে যেতে হয়েছে। শহর কলকাতার ভিড় ছেড়ে অনেকের ডেস্টিনেশন হয়ে উঠল দিঘা ও মন্দারমণি। উৎসবের আমেজ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখেননি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। নিজের বাড়িতে আলোর ক্রিসমাস ট্রি জ্বালিয়ে মুখ্যমন্ত্রী সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করেছেন, 'আমার বাড়িও সেজে উঠেছে বড়দিনের মুহূর্তে। বড়দিনের আয়োজনে এটি একটি ক্ষুদ্র প্রচেষ্টা।'

অন্যদিনের তুলনায় এদিন কিছুটা আগেই খুলেছিল চিড়িয়াখানা। অনলাইন টিকিট বুকিংয়ের সুবিধা থাকলেও এদিনও সকাল থেকে লম্বা লাইন চোখে পড়েছে টিকিট বুকিং কাউন্টারে। সকাল ৯টা থেকে উপচে পড়ে ভিড়। বেলা সাড়ে ১০টার মধ্যে চিড়িয়াখানায় প্রবেশ করেন দশ হাজারের বেশি মানুষ। চিড়িয়াখানা থেকে হাঁটা পথ ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালেও ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। লালটুপি ও বাহারি পোশাকে আট থেকে আশি ভিড় জমিয়েছেন অনেকেই। আবার ভিক্টোরিয়ার লাইন এড়াতে একান্তজনের সঙ্গে অনেকে সময় কাটিয়েছেন ময়দানে। পিছিয়ে ছিল না বো ব্যারাকও। বেলা গড়াতেই সেখানেও ছিল কালো মাথার ভিড়। চাঁদনি চক, এসপ্ল্যানেড, পার্ক স্ট্রিট, ময়দান ও রবীন্দ্র সদন মেট্রো স্টেশনে থিকথিকে ভিড় চোখে পড়েছে। নিরাপত্তার কথা মাথায় রেখে শুধুমাত্র পার্ক স্ট্রিটে মোতায়েন করা হয়েছিল অতিরিক্ত ২০০০ পুলিশকর্মী। সাতটি জোনে ভাগ করা হয়েছিল পার্ক স্ট্রিট ও সংলগ্ন এলাকা। প্রতিটি জোনের দায়িত্বে ছিলেন একজন ডেপুটি পুলিশ কমিশনার পদমর্যাদার অফিসার। ড্রোন ও সিসিটিভি ক্যামেরা দিয়ে চলেছে নজরদারি।

তবে এই দৃশ্য শুধু কলকাতার নয়, কলকাতার অদূরেই ব্যান্ডেল চার্চ, চন্দননগর, ডায়মন্ড হারবারে ছিল অগুনতি মানুষের ভিড়। ক্রিসমাস ক্যারলে অংশ নেওয়ার পাশাপাশি মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনাও করেছেন অনেকে। চন্দননগর গঙ্গার ধারে রাস্তা বন্ধ রাখতে হয়েছিল যান চলাচল। দিঘা, মন্দারমণি ও তাজপুর সমুদ্র তটে অগুনতি মানুষের ভিড় বলে দিয়েছে উৎসব চলছে। ঝাউবনে পিকনিকের আনন্দও উপভোগ করেছেন অনেকেই।

বড়দিনে সেই চেনা ভিড়। বুধবার কলকাতার পার্ক স্ট্রিটে আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

প্রাথমিকে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি

১০০ কোটি শুধু পার্থ-অর্পিতারই

কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর : প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতিতে সব থেকে বেশি টাকার দুর্নীতি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায় এবং তাঁর ঘনিষ্ঠ অর্পিতা মুখোপাধ্যায়ের মাধ্যমে হয়েছে। পঞ্চম অতিরিক্ত চার্জশিটে এমনটাই দাবি করেছে ইডি। এঁদের দুজনের স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তির মোট পরিমাণ ১০৩ কোটি ৭৮ লক্ষ টাকা। এই সম্পত্তি ইতিমধ্যেই বাজেয়াপ্ত করেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। শুধু পার্থ-অর্পিতা নন, প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদের প্রাক্তন সভাপতি মানিক ভট্টাচার্য ও তাঁর পরিবারের মোট ৭ কোটি ৯৩ লক্ষ টাকার হদিস পেয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা।

সম্প্রতি ইডির জমা দেওয়া চার্জশিটে ২৮টি সংস্থা, ট্রাস্ট, ফার্ম ও বিভিন্ন ব্যক্তিকে মিলিয়ে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে। এখনও পর্যন্ত প্রাথমিকের নিয়োগ মামলায় ১৫১ কোটি ২৬ লক্ষ টাকার দুর্নীতি হয়েছে বলে দাবি ইডির।

ইডি'র দাবি

- ২৮টি সংস্থা, ট্রাস্ট, ফার্ম ও বিভিন্ন ব্যক্তিকে মিলিয়ে কোটি কোটি টাকার দুর্নীতি হয়েছে
- এখনও পর্যন্ত প্রাথমিকের নিয়োগ মামলায় ১৫১ কোটি ২৬ লক্ষ টাকার দুর্নীতি
- এই মামলায় মোট অভিযুক্ত ৫৪

বিভিন্ন সংস্থা ও ব্যক্তি মিলিয়ে এই মামলায় মোট অভিযুক্ত ৫৪। বিভিন্ন সময়ে তল্লাশি করে নিয়োগ দুর্নীতিতে অভিযুক্তদের থেকে কোটি কোটি টাকা বাজেয়াপ্ত করেছে ইডি। কুন্তল ঘোষ, অয়ন শীল, শান্তনু বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো এজেন্টরা চাকরিপ্রার্থীদের থেকে টাকা তুলেছিলেন। কুন্তল, শান্তনু ও অয়নের থেকে মোট ১৫ কোটি ৩ লক্ষ টাকা উদ্ধার করেছে ইডি। এমনকি 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস' সংস্থার অধীনে থাকা ৭ কোটি ৪৬ লক্ষ ৮৬ হাজার ৩৪২ টাকা মূল্যের ৮টি সম্পত্তি দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত ছিল। 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস'-এর ২ কোটি ৭০ লক্ষ টাকার অস্থাবর সম্পত্তির মাধ্যমেও দুর্নীতি হয়েছে। তা বাজেয়াপ্ত করার প্রক্রিয়া শুরু করা হয়েছে।

কালীঘাট রোডে ৭টি সম্পত্তি ও ডায়মন্ড হারবারের আমতলা মৌজায় একটি ৫ তলা বাড়িও 'লিপস অ্যান্ড বাউন্ডস'-এর অধীনে রয়েছে বলে দাবি ইডির। এছাড়াও 'ইম্প্রোলাইন কনস্ট্রাকশন প্রাইভেট লিমিটেড' নামক সংস্থার নামও চার্জশিটে উল্লেখ করা হয়েছে। ইডির দাবি, এই সংস্থার মাধ্যমে পার্থ টাকা বিনিয়োগ করতেন।

এই সংস্থা থেকে ১৩ কোটি ৫৪ লক্ষ ৮৫ হাজার ৬৭৭ টাকা দুর্নীতি হয়েছে। 'এস বসু অ্যান্ড রায়' কোম্পানির মাধ্যমেও টাকার দুর্নীতি হয়েছে বলে উল্লেখ ইডির।

সিবিআইয়ে আস্থাহীন, হলফনামা পরিবারের

কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর : আদালতের নির্দেশে আরজি করের ঘটনার তদন্ত করছে সিবিআই। কিন্তু এখনও কোন কোন বিষয়ে সিবিআই পদক্ষেপ করেনি এবং কেন সিবিআইয়ের তদন্ত প্রক্রিয়া নিয়ে নির্যাতিতার পরিবারে অসন্তোষ তৈরি হয়েছে, তা অতিরিক্ত হলফনামায় জানানো হয়েছে। কলকাতা হাইকোর্টের একক বেঞ্চে এই অতিরিক্ত হলফনামা জমা দিয়েছে নির্যাতিতার পরিবার। তাতে বেশ কিছু বিষয় উল্লেখ করা হয়েছে।

নির্যাতিতার পরিবারের দাবি, তাদের তরফে যখন মূল মামলা করা হয়, তখন নির্যাতিতার বাবা-মায়ের নাম উল্লেখ করা হয়েছিল। যা এই ধরনের অপরাধের ক্ষেত্রে আইনানুযায়ী উল্লেখ করা যায় না। আরজি করের খুন ও ধর্ষণের ঘটনা চার মাস পেরিয়েছে। নির্যাতিতার বাবা-মায়ের তরফে বেশ কিছু সন্দেহভাজনদের নাম জানানো সত্ত্বেও তাদের জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রে সিবিআই কোনও পদক্ষেপ করেনি বলে অভিযোগ।

কলকাতা হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে বিচার প্রক্রিয়ার আবেদন জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিল নির্যাতিতার পরিবার। তবে

মামলা বাবা-মায়ের

এখনও পর্যন্ত এই মামলায় হস্তক্ষেপ করেনি একক বেঞ্চ। নির্যাতিতার তরফে একক বেঞ্চে অতিরিক্ত হলফনামা জমা দেওয়া হয়েছিল। সেই হলফনামাতে দাবি করা হয়েছে, সিবিআই এখনও পর্যন্ত প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষের বয়ান রেকর্ড করেনি।

৮ ও ৯ অগাস্ট সন্দীপ কোথায় ছিলেন এবং তাঁর মোবাইল ফোনের লোকেশন যাচাইয়ের ক্ষেত্রেও পদক্ষেপ করেনি সিবিআই। সন্দীপের গাড়ির চালক, দেহরক্ষীকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। এমনকি তৎকালীন নগরপাল, ডিসি নর্থ, ডিসি সেন্ট্রালকেও জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়নি। বিরূপাক্ষ বিশ্বাস, অভীক দে সহ ৯ জনের নাম সিবিআইকে জানানো হয়েছিল। তাদের জিজ্ঞাসাবাদের ক্ষেত্রেও যথাযথ ভূমিকা নেয়নি সিবিআই। ভোর ৪টে ৩১ মিনিটে সঞ্জয় রায় বেরিয়ে আসার পর তার কল রেকর্ডিং, অবস্থান কোথায় ছিল তা সিবিআইয়ের থেকে জানতে চেয়েছে নির্যাতিতার পরিবার।

নির্যাতিতার পরিবারের দাবি, আটতলায় অর্থোপেডিক ওটি রুম সন্দেহজনকভাবে বন্ধ করে দেয় সিবিআই। মঙ্গলবার ওই রুম খোলার চেষ্টা করা হয়। মামলার পরে এই পদক্ষেপে প্রমাণ লোপাটের আশঙ্কা করছেন তাঁরা।

অবস্থানের সময় বাড়াতে কোর্টে ডাক্তাররা

কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর : ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে বৃহস্পতিবার অর্থাৎ ২৬ ডিসেম্বর পর্যন্ত ডাক্তারদের সংগঠন জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরসকে ধর্না অবস্থানের অনুমতি দিয়েছিল কলকাতা হাইকোর্ট। কিন্তু তারপরেও তাঁরা ধর্না চালিয়ে যেতে চান। এই প্রেক্ষিতে কলকাতার পুলিশ কমিশনার মনোজ ভার্মাকে চিঠি দিয়েছেন ডাক্তাররা।

২৩ ডিসেম্বর তাঁরা কলকাতা পুলিশ কমিশনারকে চিঠি দেন। তাঁদের বক্তব্য, তাঁদের দাবিদাওয়া পূরণ না হওয়া পর্যন্ত ওই স্থানে তাঁরা অবস্থান চালাতে চাইছেন। কিন্তু পুলিশের তরফে তাঁদের জানানো হয়, কলকাতা হাইকোর্ট বৃহস্পতিবার পর্যন্ত অবস্থানের নির্দেশ দিয়েছে। তাই ওই নির্দেশ মেনেই ডাক্তারদের কর্মসূচি করতে হবে। সূত্রের খবর, পুলিশের তরফে যেহেতু অনুমতি পাওয়া যায়নি তাই ওই স্থানে অবস্থানের সময় বাড়ানোর জন্য বৃহস্পতিবার কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ হতে চলেছেন ডাক্তাররা।

স্বস্তি পেলেন উপাচার্য

কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর : কর্মক্ষেত্রে যৌন হেনস্তার অভিযোগ থেকে স্বস্তি পেলেন রাজ্যের ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অফ জুরিডিকাল সায়েন্সেস বা জাতীয় আইন বিজ্ঞান বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নির্মলকান্তি চক্রবর্তী। কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি হরিশ ট্যান্ডন ও বিচারপতি প্রসেনজিৎ বিশ্বাসের ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, উপাচার্যের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগের যথাযথ তথ্যপ্রমাণ পাওয়া যায়নি। কর্মক্ষেত্রে মহিলাদের যৌন হেনস্তা, ২০১৩ আইন অনুযায়ী ঘটনার তিনমাসের মধ্যে বা অন্যথায় ৬ মাসের মধ্যে অভিযোগ জানাতে হয়। এক্ষেত্রে তা হয়নি। কলকাতা হাইকোর্টের একক বেঞ্চের নির্দেশ খারিজ করে উপাচার্যের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ থেকে তাঁকে স্বস্তি দেওয়া হয়।

নজর রাখতে আট সদস্যের সেল রাজ্যের

কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর : ২০২৬ সালেই বিধানসভা নির্বাচন। তার আগে রাজ্য সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের কাজে গতি আনতে একাধিক নির্দেশ জারি করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। কাজের অগ্রগতি খতিয়ে দেখতে মোবাইল অ্যাপ তৈরির বিজ্ঞপ্তি আগেই জারি করেছিল নবান্ন। এবার সেখানে আসা তথ্য যাচাই করা, পরবর্তী পদক্ষেপের ক্ষেত্রে সরকার কী ভূমিকা নেবে, তা খতিয়ে দেখতে আট আধিকারিককে নিয়ে একটি সেল তৈরি করল রাজ্যের অর্থ দপ্তর। মূলত বিভিন্ন দপ্তরের বিশেষ সচিব ও অতিরিক্ত সচিবদের এই সেলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ব্লক, মহকুমা ও জেলা স্তর থেকে সরকারি কাজের অগ্রগতির বিষয়ে যে তথ্য মোবাইল অ্যাপ মারফত নবান্নে আসবে, তা ৮ সদস্যের ওই কমিটি যাচাই করে দেখবে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, অ্যাপ সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে আগেই জানানো হয়েছিল প্রতিটি ক্ষেত্রে জিও ট্যাগিং বাধ্যতামূলক। অর্থাৎ পরিদর্শনের সময় জিপিএস মারফত আধিকারিকের অবস্থান স্পষ্ট জানা যাবে। অফিসে বা বাড়িতে বসে সমীক্ষা করার যে অভিযোগ বারবার আধিকারিকদের বিরুদ্ধে ওঠে, তা আর উঠবে না বলেই মনে করছেন নবান্নের কর্তারা। নবান্নের কর্তারা মনে করছেন, ব্লক, মহকুমা ও জেলার শীর্ষ কিছু কর্তাও তাঁদের এলাকায় কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ওয়াকিবহাল থাকেন না। ফলে তাঁদের এলাকায় কাজ নিয়ে নানা অভিযোগ ওঠে। আর তার জন্য মুখ পোড়ে রাজ্য সরকারের। তাই এই পদ্ধতির ফলে সরকারি আধিকারিকরা তাঁদের দায়িত্ব এড়িয়ে যেতে পারবেন না। একইসঙ্গে সরকারও প্রতি মুহূর্তে জানতে পারবে, কোন এলাকায় কাজের অগ্রগতি কীরকম। ফলে দীর্ঘসূত্রিতা অনেকটাই কমানো যাবে। অনেক ক্ষেত্রে প্রশাসনিক স্তরে সমন্বয়ের অভাবেও অনেক কাজে দেরি হয়। এই পদ্ধতির ফলে সেই প্রশাসনিক সমন্বয়ও বাড়ানো সম্ভব হবে বলে ধারণা নবান্নের।

নবান্নের কর্তাদের একাংশের ধারণা, সরকারি কাজে আমলাদের একাংশের শ্লথগতির জন্য বিভিন্ন কাজের ফলো আপ সঠিক সময়ে হয় না। তার ফলে সাধারণ মানুষ পরিষেবা থেকেও বঞ্চিত হন। আর এর প্রভাব সরাসরি গিয়ে পড়ে রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে। আগামী এক বছরের মাথায় বিধানসভা নির্বাচনের মুখোমুখি হতে হবে তৃণমূলকে। সেই কারণেই কাজের গতি বাড়াতে অত্যন্ত উদ্যোগী হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। একইসঙ্গে বলে দেওয়া হয়েছে, এবার থেকে প্রতি মাসের প্রোগ্রেস রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট দপ্তরের প্রধান সচিবের কাছে পাঠাতে হবে। প্রধান সচিব ওই রিপোর্ট খতিয়ে দেখার পাশাপাশি ওই সেলের আধিকারিকরা তা খতিয়ে দেখবেন। কোনও ঘাটতি থাকলে দ্রুত তার সমাধান করা হবে। বিদ্যুৎ, নিকাশি, পানীয় জল সহ জরুরি পরিষেবার বিষয়গুলি দপ্তরভিত্তিক আলাদা করে অ্যাপে দেওয়া থাকবে।

কাজ কী

- ব্লক, মহকুমা ও জেলা স্তর থেকে সরকারি কাজের অগ্রগতির যে তথ্য অ্যাপ মারফত আসবে, তা ৮ সদস্যের ওই কমিটি যাচাই করে দেখবে
- বিভিন্ন দপ্তরের বিশেষ সচিব ও অতিরিক্ত সচিবদের এই সেলের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে

পঞ্চায়েতের কাজ মূল্যায়নে নবান্ন

কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর : এবার গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির কাজকর্মের মূল্যায়ন করবে নবান্ন। যে সমস্ত পঞ্চায়েত ভালো কাজ করবে, তাদের বিশেষ স্বীকৃতি দেওয়া হবে। ওই সমস্ত পঞ্চায়েতকে অতিরিক্ত বরাদ্দের কথাও ভাবা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন দপ্তর এই নিয়ে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির মাধ্যমেই রাজ্যের গ্রামাঞ্চলে উন্নয়নমূলক কাজ হয়। তাই গ্রাম পঞ্চায়েতগুলিকে আরও বেশি উন্নয়নমূলক কাজে যুক্ত করতে এই পদক্ষেপ করা হয়েছে। পঞ্চায়েত দপ্তরের কর্তারা মনে করছেন, পঞ্চায়েতগুলিকে মানোন্নয়নের স্বীকৃতি ও অতিরিক্ত বরাদ্দ দেওয়া হলে পঞ্চায়েতগুলির মধ্যে কাজ করার প্রবণতা বাড়বে। বছরখানেক পরেই রাজ্যে বিধানসভা ভোট। তার আগে গ্রামাঞ্চলে উন্নয়নমূলক কাজে গতি আনতে এই পদক্ষেপ করছে পঞ্চায়েত দপ্তর।

পঞ্চায়েত দপ্তরের তরফে ইতিমধ্যেই এই নিয়ে জেলা প্রশাসনগুলিকে চিঠি পাঠিয়েছে রাজ্যের পঞ্চায়েত দপ্তরের প্রধান সচিব পি উলগানাথন ওই চিঠিতে জানিয়েছেন, পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদগুলি গ্রাম পঞ্চায়েতের কাজের মূল্যায়ন করবে। মোট মূল্যমান ধার্য করা হয়েছে ১০। পঞ্চায়েত সমিতি ও জেলা পরিষদের দেওয়া নম্বরের ভিত্তিতেই এই প্রতিযোগিতা হবে। জেলা পরিষদ রাজ্য পঞ্চায়েত দপ্তরে পঞ্চায়েতগুলির রিপোর্ট কার্ড পাঠাবে। তারপর পঞ্চায়েত দপ্তরের পোর্টালে সেগুলি প্রকাশ করা হবে।

পঞ্চায়েত দপ্তরের এক কর্তা বলেন, 'রাজ্যের এই উদ্যোগের প্রকৃত উদ্দেশ্য, পঞ্চায়েতগুলি যাতে কাজ করতে অন্যকে উৎসাহিত করে ও উন্নয়নের রূপরেখা তৈরিতে সাহায্য করতে পারে। শুধু গ্রাম পঞ্চায়েত নয়, পঞ্চায়েত সমিতিগুলিরও মূল্যায়ন করবে জেলা পরিষদ। ওয়েস্ট বেঙ্গল পঞ্চায়েত ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম অনুযায়ী এই কাজ হবে।

ক্রিস্টো উৎসব উপলক্ষ্যে বিশেষ প্রার্থনা। বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাসনা মন্দিরে। বুধবার। -তথাগত চক্রবর্তী

বাঘিনীর খোঁজে জালের ঘেরাটোপ

কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর : কিছুতেই বাগে আনা যাচ্ছে না বাঘিনী জিনাতকে। তাই সুন্দরবনের কৌশলে পুরুলিয়ার গ্রাম জাল দিয়ে ঘিরে ফেললেন গ্রামবাসীরা। পাঁচদিন ধরে চোরাগোপ্তা উপস্থিতি লক্ষ করা গেলেও তাকে ধরা যায়নি। পুরুলিয়ার রাইকা পাহাড় সংলগ্ন রাহামদা গ্রামে ঘাঁটি গেড়েছে জিনাত। তাকে বাগে আনতে দেওয়া হচ্ছে শিকারের টোপ। কিন্তু সব কৌশলই ব্যর্থ হয়েছে। তাই পুরুলিয়ার এই গ্রাম সুন্দরবন ব্যাঘ্র প্রকল্পের ধাঁচে জাল দিয়ে ঘিরে দিচ্ছেন স্থানীয়রা।

বান্দোয়ান বনাঞ্চলে রাইকা পাহাড়ে তিনদিন ধরে ঘুরছে এই বাঘিনী। ইতিমধ্যেই বেশ কয়েকটি ছাগল আধখাওয়া অবস্থায় উদ্ধার হয়েছে। সিমলিপাল ব্যাঘ্র প্রকল্প থেকে পালিয়ে ক্রমাগত নিজের আস্তানা গাড়ার ঠিকানা খুঁজছে জিনাত। বনকর্মীরা জানিয়েছেন, রাইকায় এসে মাত্র কয়েক কিলোমিটার এলাকাতেই ঘোরাফেরা করছে সে। পাহাড়

টিয়া নয়, সবুজ পায়রা। নদিয়ায়। -পিটিআই

শুভেন্দুর ওপর হামলার আশঙ্কা অর্জুনের

কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর : রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর ওপর হামলা হতে পারে বলে রাজ্য সরকারকে সতর্ক করে মঙ্গলবারই বার্তা পাঠিয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক। এবার শুভেন্দুর ওপর বাংলাদেশি জঙ্গিরা প্রাণঘাতী হামলা চালাতে পারে বলে অভিযোগ তুললেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। বুধবার তিনি বলেন, 'শুভেন্দুকে লক্ষ্য করে আইইডি বিস্ফোরণ ঘটানো হতে পারে। তাঁকে হত্যা করার ছক কষেছে বাংলাদেশি জঙ্গিরা। কেন্দ্রীয় সরকার এই নিয়ে রাজ্যকে সতর্ক করলেও রাজ্য পদক্ষেপ করেনি।' যদিও অর্জুনের এই অভিযোগকে গুরুত্ব দিতে চাননি পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম।

প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে পরীক্ষা তৃণমূলের

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর : আগামী সপ্তাহের বুধবারেই এক পরীক্ষার মুখোমুখি হতে চলেছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল। দলীয় স্তরেই এই পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে তৃণমূলকে। দলের সাংগঠনিক স্তরে রদবদল নিয়ে তৃণমূলের অন্দরে চলা টানাপোড়েন আদৌ বন্ধ হবে, নাকি চলতেই থাকবে তা ওইদিনেই কিছুটা স্পষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা আছে। এটাই বিশ্বাস তৃণমূল শীর্ষ নেতৃত্বের একটা বড় অংশের। দলে রদবদলের লাগাতার টানাপোড়েনের কারণেই তৃণমূলের 'সেনাপতি' সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় তাৎপর্যপূর্ণভাবে চোখে লাগার মতো নীরব ও নিষ্ক্রিয়। নিজের লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবার নিয়ে কর্মসূচি পালনে ব্যস্ত তিনি। তারই মধ্যে লোকসভাতেও সাংসদ হিসাবে তাঁর ভূমিকা পালনে সচেষ্ট হয়েছেন। অথচ মুখ্যমন্ত্রী তথা দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ইদানীং দলকে নিয়ে যতটা সক্রিয় ভূমিকা নিয়ে চলেছেন, অভিষেক কিন্তু দলের 'সেকেন্ড-ইন-কমান্ড' বলে এতদিন পরিচিত হলেও এখনও টুঁ শব্দটুকুও করেননি। সাম্প্রতিক অতীতে যা কখনও হয়নি। দলনেত্রীর পাশাপাশি তিনিও বরাবর দলের বিষয়ে সরব হয়েছেন। এইবারই তার ব্যতিক্রম ঘটল।

স্বভাবতই দল ও রাজনৈতিক মহলের প্রশ্ন উঠেছে, তবে কি রদবদলের সুপারিশ পাঁচ মাস পরেও কার্যকর না হওয়াতেই 'অভিমানবশে' নীরব রয়েছেন তিনি? তাঁর 'নীরবতা' ভাঙতে দলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সি দলনেত্রীর নির্দেশে একাধিকবার কলকাতা এমনকি দিল্লিতেও অভিষেকের সঙ্গে একটি সমাধান সূত্রে আসার জন্য বৈঠক করেছেন। তবু অভিষেক মুখ খোলেননি প্রকাশ্যে।

তবে অভিষেকের ঘনিষ্ঠমহলের নিশ্চিত খবর, আজ না হোক কাল 'নীরবতা' ভেঙে তিনি মুখ খুলবেন। বিশেষ করে ১ জানুয়ারি তৃণমূলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে অভিষেক দলের সর্বভারতীয় সম্পাদক হিসাবে প্রকাশ্যে মুখ খুলবেন। নেত্রীর মতো তিনিও দলকে বার্তা দেবেন।

এই নিয়ে বুধবার দলের এক প্রবীণ নেতা তথা মন্ত্রী তো বলেই বসলেন, 'বলতে পারেন আগামী বুধবার, ১ জানুয়ারি দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীতে দল একটি বড় পরীক্ষার মুখোমুখি হতে চলেছে।' 'নীরবতা' ভেঙে অভিষেক ওইদিন প্রকাশ্যে মুখ খুললে দলের চলতি 'ঘেঁটে' যাওয়া অবস্থার ছবিটা বদলে যাওয়ার সম্ভাবনা স্পষ্ট হবে। দলের ঘরে ও বাইরে নানান জল্পনার অবসান হবে। না হলে দলে শিবির বা বিভাজন আরও প্রকাশ্যে আসবে।'

জানা গিয়েছে, এমনিতেই বিভিন্ন কারণে তৃণমূলের অভিষেকপন্থী শিবিরের নেতা ও কর্মীরা কিছুটা কোণঠাসাই। দলনেত্রী অতিসম্প্রতি দল বিরোধী কার্যকলাপের দায়ে যে ক'জন দলের নেতার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিয়েছেন বা বহিষ্কার করেছেন, তাঁরা দলে অভিষেকপন্থী বলেই পরিচিত। দলে নবীনদের তুলনায় প্রবীণদের গুরুত্ব বাড়িয়েছেন দলনেত্রী। আবার এতদিন দলনেত্রীর উত্তরসূরি হিসাবে অভিষেককেই ধরা হত। কিন্তু এসব এড়িয়ে দলনেত্রী অতি সম্প্রতি প্রকাশ্যে বলেছেন, 'তাঁর উত্তরসূরি ঠিক করবে দলই।' এতে কিছুটা ধাক্কাই খেয়েছে দলের অভিষেকপন্থী শিবির।

বৃহস্পতিবার, ১০ পৌষ ১৪৩১, ২৬ ডিসেম্বর ২০২৪
উত্তরবঙ্গ সংবাদ
■ ৪৫ বর্ষ ■ ২১৭ সংখ্যা

আশা-নিরাশায়

পশ্চিমবঙ্গে নিযাতিতার সংখ্যা কম নয়। কিন্তু এই মুহূর্তে কোনও আড্ডায় সেই প্রসঙ্গ উঠলে একটি ঘটনাই আলোচিত হচ্ছে- আরজি কর কাণ্ড। গত ৯ অগাস্ট তরুণী চিকিৎসক পড়ুয়াকে ধর্ষণ ও খুনের পর সাড়ে চার মাস পার হলেও সেই ঘটনার এখনও কিনারা হয়নি। অনেক মহলেরই ধারণা, এই সাংঘাতিক কাণ্ড কোনও একজনের পক্ষে ঘটানো অসম্ভব। অথচ ঘটনার ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এক সিভিক ভলান্টিয়ার ছাড়া আর কেউ গ্রেপ্তারই হল না।

তথ্য ও প্রমাণ লোপাটের অভিযোগে ধৃত ওই মেডিকেলের প্রাক্তন অধ্যক্ষ সন্দীপ ঘোষ এবং টালা থানার প্রাক্তন ওসি অভিজিৎ মণ্ডল ইতিমধ্যে জামিনও পেয়ে গিয়েছেন। সিবিআই ৯০ দিনের মধ্যে অতিরিক্ত চার্জশিট দিতে না পারায় নিম্ন আদালত তাঁদের জামিন দিয়েছে। সুপ্রিম কোর্টে আবার আরজি কর মামলার পরবর্তী শুনানি ১৩ মার্চ। শীর্ষ আদালতে দ্রুত শুনানির আশা করেছিলেন সকলে। কিন্তু ইতিমধ্যে এতদিন যিনি সুপ্রিম কোর্ট, হাইকোর্ট এবং নিম্ন আদালতে নির্যাতিতার বাবা-মায়ের হয়ে নিখরচায় লড়ছিলেন, সেই বৃন্দা গ্রোভার আচমকা মামলা থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন।

বৃন্দার অবশ্য দাবি, সিবিআই বা বিচারপতিদের থেকে তাঁর ওপর কোনও চাপ আসেনি। এটা একান্তই তাঁর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। স্বভাবতই নির্যাতিতার পরিবার চরম বিভ্রান্ত। একদিকে সন্দীপ-অভিজিতের জামিন, অন্যদিকে বৃন্দার মতো বিশিষ্ট আইনজীবীর মামলা থেকে সরে দাঁড়ানো- দুটো বিষয়ই অবাক ঠেকছে তাঁদের কাছে। তাঁরা বুঝে উঠতে পারছেন না, সিবিআই তদন্তের প্রয়োজনে বহুবার তাঁদের বাড়িতে গিয়ে কথা বলেছেন, শীর্ষ আদালতে খামবন্দি রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। অথচ নিম্ন আদালতে অতিরিক্ত চার্জশিট জমাই দিতে পারলেন না কেন?

শেষপর্যন্ত হাইকোর্টের তত্ত্বাবধানে নতুন করে তদন্ত চেয়ে উচ্চ আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন নির্যাতিতার বাবা-মা। সেই আবেদনে এখনও সাড়া দেয়নি হাইকোর্ট। নির্যাতিতার পরিবারের দাবি, সুপ্রিম কোর্টের নজরদারিতে সিবিআই তদন্ত করছে কি না, তা স্পষ্ট নয়। কিন্তু হাইকোর্টের একক বেঞ্চের বিচারপতি তীর্থংকর ঘোষ মনে করছেন, তদন্ত শীর্ষ আদালতের পর্যবেক্ষণে এবং হাইকোর্টের ডিভিশন বেঞ্চে বিচারাধীন রয়েছে।

সেজন্য সর্বোচ্চ আদালত কিংবা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ থেকে তদন্তপ্রক্রিয়ার নজরদারি নিয়ে উপযুক্ত ব্যাখ্যা জরুরি মনে করছেন তিনি। সেটা স্পষ্ট হলে তিনি নতুন করে তদন্তের আবেদন সম্পর্কে এগোতে পারেন বলে জানিয়েছেন। তবে শুধু নির্যাতিতার পরিবার নয়, আমজনতা এবং চিকিৎসকরাও সিবিআইয়ের ব্যর্থতায় ক্ষুব্ধ। ফলে আবার শুরু হয়েছে মিছিল-বিক্ষোভ। আদালতের অনুমতি নিয়ে ডোরিনা ক্রসিংয়ের পাশে কয়েকদিন ধর্না দিল জয়েন্ট প্ল্যাটফর্ম অফ ডক্টরস এবং অভয়া মঞ্চ।

গত সাড়ে চার মাস ধরে নির্যাতিতার পরিবারের ওপর দিয়ে নিঃসন্দেহে ঝড় বয়ে গিয়েছে। সোদপুর, আরজি কর, শ্যামবাজারের পাঁচমাথা, ধর্মতলা, অ্যাকাডেমি-- যখন যেখানে ডাক পড়েছে, তিলোত্তমার সুবিচারের দাবিতে সেখানেই ছুটেছেন তাঁর বাবা-মা। শরৎ, হেমন্ত পেরিয়ে এখন শীত। বিশ্রাম নেই বাবা-মায়ের। ফের মিছিল, অবস্থান, ধর্না। শীর্ষ হোক বা নিম্ন- সব আদালতের বিচারপ্রক্রিয়া হতাশ করেছে তাঁদের। সেজন্য নতুন করে তদন্ত চেয়ে আবার হাইকোর্টের শরণাপন্ন হয়েছেন।

ইতিমধ্যে তাঁরা বিধানসভায় গিয়ে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ও আইএসএফ নেতা নৌশাদ সিদ্দিকীর সঙ্গেও কথা বলেছেন। এখনও আশা করছেন ন্যায়বিচার মিলবে। নির্যাতিতার বাবা বলেছেন, 'যতদূর যেতে হয় যাব।' কিন্তু বাস্তবে ক্রমে সংকুচিত হচ্ছে সম্ভাবনার দুয়ার। আস্তে আস্তে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক রাস্তা। অন্ধকার সুড়ঙ্গের শেষে আলোর দেখা কি কোনওদিন পাবে তিলোত্তমার পরিবার?

অমৃতধারা

জীবনের অমূল্য সময়কে আলস্য, জড়তা ও শৈথিল্যবশত নষ্ট করিও না। কোনওক্রমেই সময় সুযোগ নষ্ট করা কারও পক্ষে সমীচীন নয়। প্রশান্ত সুমেরুর ন্যায় প্রসন্নচিত্তে সতত অবস্থান করিতে হইবে। অধ্যবসায় সহকারে চিরবাঞ্ছিত জিনিস লাভে পুনঃপুন চেষ্টা যত্ন উদ্যোগ সম্পন্ন হওয়াই সাধকের মহত্ব। বীর সাধক যে, সে কখনও কোনও ব্যর্থতা বিফলতাতে বিব্রত না হইয়া আত্মশক্তিতে আস্থা স্থাপন করিয়া আত্মবিশ্বাসী বলে বলীয়ান হইয়া আপন কর্তব্য পথে সিংহ-বিক্রমে বিচরণ করিয়া থাকে। অন্যায়ের জন্য অনুতাপ অনুশোচনা করিও যাহাতে পুনরায় আর তাহা করিতে না হয়। এই ধারণা সতত হৃদয়ে জাগরুক রাখিও যে, তোমার শক্তি সামর্থ্য কাহারও অপেক্ষা কম নহে। জীবনের উন্নতির মূল -আত্মবিশ্বাস ও আত্মমর্যাদাবোধ।

-শ্রীশ্রী প্রণবানন্দ

পাশ-ফেলের (আংশিক) প্রত্যাবর্তন

কেন্দ্র সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে রাজ্যের মত নিয়েছিল কি না স্পষ্ট নয়। রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রীর প্রতিক্রিয়ায় তা বোঝা গেল না।

পবিত্র সরকার

১

সুকুমার রায়ের পাগলা দাশুর ভাষায় বলা যেতেই পারত যে 'আবার সে এসেছে ফিরিয়া'। কিন্তু ছবিটা অত স্পষ্ট নয়। কোথাও কোথাও পরীক্ষা হয়তো নেওয়া হচ্ছিল সীমাবদ্ধভাবে, আমরা তার খবর রাখি না। যাই হোক, এখন কেন্দ্রীয় সরকারি নির্দেশ এসেছে, স্কুলের ক্লাস ফাইভ আর এইটের শেষে দুটি চূড়ান্ত পরীক্ষা নেওয়া হবে। তাতে কেউ ফেল করলে দু'মাস পরে আবার পরীক্ষা দেওয়ার সুযোগ পাবে। তাতেও ফেল করলে সে আগের ক্লাসে থেকে যাবে। এ সিদ্ধান্ত শুনছি আগেই (২০১৯) নেওয়া হয়েছিল, সরকারি ঘোষণা করতে একটু দেরি হল।

এই সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে ক'টা নীতিগত প্রশ্ন করা যেতেই পারে। সাধারণভাবে শিক্ষা সংবিধানমতে কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়েরই বিষয়। আমি জানি না, কেন্দ্রীয় সরকার এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের আগে রাজ্যগুলির মতামত নিয়েছিল কি না। পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষামন্ত্রীর প্রতিক্রিয়া ('পশ্চিমবঙ্গে আগেই এটা চালু ছিল') সেটা ঠিক বোঝা গেল না। যাই হোক, সেই কূট প্রশ্নে কালক্ষেপ না করে এই সিদ্ধান্তের ভালোমন্দ বিচার করা যাক।

এই সিদ্ধান্ত নিতেই যে হল, তার কারণ আর কিছু নয়, আগের সিদ্ধান্তটি-অর্থাৎ প্রথম থেকে ক্লাস এইট পর্যন্ত বিনা পরীক্ষায় (বা কোনওরকমের একটা যাচাইয়ে ব্যর্থ হলেও) ছেলেমেয়েরা উঠে যাবে- সেই নীতি ব্যর্থ হয়েছে, তার একটা বোধ, কিংবা তার আর প্রয়োজন নেই, এমন একটা ধারণা। প্রথমটার কথাই আগে বলি।

এ নীতির সুপারিশ প্রথমে কে করেছিল তা আজ বলা দুষ্কর। কিন্তু শিক্ষার অধিকার আইন (২০০৯, ২০১০-এ চালু)-এ এই বিষয়টা জোর পেয়েছিল। তবে এই শতাব্দীর গোড়া থেকে যে সর্বশিক্ষা অভিযান চলেছে, যার পরিণাম শিক্ষার অধিকার আইন- তাতেও এ বিষয়টা গুরুত্ব পেয়েছিল যে ছেলেমেয়েদের আরও বেশি বেশি করে স্কুলে আনতে হবে, স্কুলে বসিয়ে রাখতে হবে। স্কুলছুট হতে দেওয়া যাবে না। দেশের বড়লোক ঘরের ছেলেমেয়েদের এ সমস্যা নেই, তার বড়লোকি শিক্ষার দিকে যায়, বাপ-মারা তাদের জন্যে টাকা খরচ করে। এ হল গ্রামীণ ও শহরের গরিবদের সন্তানদের সমস্যা। গত শতকের নব্বইয়ের বছরগুলির বয়স্ক-শিক্ষা আন্দোলনের পরিণামে, গ্রামের গরিব ও প্রান্তিক স্তরের অভিভাবকরা ছেলেমেয়েদের স্কুলে ভর্তিও বেশি বেশি করে করছিল। স্কুলে ছেলেমেয়েদের ডেকে আনা আর থাকতে উৎসাহিত করার একটা টোপ ছিল মিড-ডে মিল- যার সাফল্য সুবিদিত। ভাবা হয়েছিল যে, ছেলেমেয়েরা স্কুলে বসে থাকুক, স্যর-দিদিমণিদের কথাগুলি অন্তত শুনুক, যেটুকু যাচাই পদ্ধতি আছে তাতে অংশ নিক- কিন্তু তাদের ফেল করিয়ে এক ক্লাসে বসিয়ে রাখা চলবে না। ফেল করলেও ওপরের ক্লাসে তুলে দিতে হবে। জানি না, ইদানীং বাংলাদেশে 'অটো-পাশ' বলতে এটাকেই বোঝায় কি না।

একটা 'ধারাবাহিক মূল্যায়ন'-এর কথা অবশ্য ছিল। পরিকল্পনা ছিল যে, শিক্ষকরা যেমন মন দিয়ে ছেলেমেয়েদের ভাষা লিখতে পড়তে, অঙ্ক করতে, পরিবেশ ও জীবনকে বুঝতে শেখাবেন, তেমনই নির্দিষ্ট সময়ান্তরে তাদের বারবার মূল্যায়নও করবেন। তাতেই বোঝা যাবে যে তারা এগোচ্ছে, না পিছোচ্ছে, না এক জায়গায় থমকে আছে। ধারাবাহিক মূল্যায়ন মানেই ধারাবাহিক অগ্রগতি- এই সরল বিশ্বাস ছিল।

দেখা গেল যে তা হয়নি। ক্লাস এইটে উঠে অনেক ছেলে বা মেয়ে বানান বা যুক্তব্যঞ্জন লিখতে পারে না, সাধারণ যোগ-বিয়োগ পারে না- ইত্যাদি ধরা পড়েছে ব্যাপকভাবে, বিশেষ করে লেখা আর গাণিতিক দক্ষতায় ক্লাস নাইনে ওঠার পর দেখা যাচ্ছে কেউ ক্লাস টু বা ক্লাস থ্রি-এর পর্যায়ে থেকে গিয়েছে, অথচ নাইন থেকে তাদের মাধ্যমিকের পড়া শুরু করতে হবে। এই ব্যাপারটা শিক্ষা-প্রশাসন এবং অভিভাবকদের আতঙ্কিত করার পক্ষে যথেষ্ট। তাই এই পুনর্বিবেচনা এবং পশ্চাৎপদক্ষেপ।

অন্যদিকে এমনও একটা যুক্তি দেওয়া যেতে পারে যে, ছেলেমেয়েদের ভর্তি আর বসিয়ে রাখার জন্য এই ব্যবস্থার আর দরকার নেই, তারা এখন যথেষ্ট পরিমাণে স্কুলে আসছে আর বসে থাকছে। এই যুক্তিটা আমরা এখনও কারও মুখে শুনিনি। ভারত এখনও পৃথিবীর নিরক্ষরদের সর্ববৃহৎ সংখ্যাকে ধারণ করে।

আমি নিজে আজীবন শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করব না যে, শিক্ষকদের একটা ক্ষুদ্র শতাংশ- আমার মতে পাঁচ থেকে বড়জোর দশ শতাংশ যথেষ্ট মন দিয়ে পড়ান না বা শিক্ষকতার অন্য কাজগুলি নিষ্ঠা নিয়ে করেন না। জানি না ইদানীং পরিবেশবৈগুণ্যে সে সংখ্যা বেড়েছে কি না। এর জন্য তাঁদের চরিত্রগত অনীহা দায়ী নাও হতে পারে।

২

এই যে সরকারকে পিছিয়ে আসতে হল, তার পক্ষে-বিপক্ষে দু'রকম মতই আসছে- যা স্বাভাবিক। সেটা ভবিষ্যতে দেখা যাবে। কিন্তু আগেকার ব্যবস্থার ব্যর্থতার জন্য কে দায়ী- এ প্রশ্নটা উঠছে এবং তার জন্য বলির পশুর সন্ধান চলছে। এবং একটা মহল এ ব্যাপারে শিক্ষকদেরই নির্বাচন করছেন, বলছেন যে, শিক্ষকরাই এই ব্যর্থতার জন্য দায়ী।

আমি নিজে আজীবন শিক্ষক হওয়া সত্ত্বেও এ কথা অস্বীকার করব না যে, শিক্ষকদের একটা ক্ষুদ্র শতাংশ- আমার মতে পাঁচ থেকে বড়জোর দশ শতাংশ যথেষ্ট মন দিয়ে পড়ান না বা শিক্ষকতার অন্য কাজগুলি নিষ্ঠা নিয়ে করেন না। জানি না ইদানীং পরিবেশবৈগুণ্যে সে সংখ্যা বেড়েছে কি না। এর জন্য তাঁদের চরিত্রগত অনীহা দায়ী নাও হতে পারে। তাঁরা কেন ছেলেমেয়েদের শেখাতে পারেন না সেভাবে, তা নিয়ে তাঁদের পক্ষেও কিছু বলার থাকতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের ভিত্তি ধরেই বলছি। যে স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে গিয়েছে সেগুলি নিয়ে কিছু বলার নেই। কিন্তু যেগুলি খোলা আছে, সেগুলির ব্যাপারেই কতকগুলি প্রশ্ন করি। আশা করি যাঁরা শিক্ষা-প্রশাসনের সঙ্গে জড়িত তাঁদের কাছে এগুলির সংগত উত্তর আছে। প্রশ্নগুলি এই-

এক, পশ্চিম বাংলার স্কুলগুলিতে কি যথেষ্ট সংখ্যক শিক্ষক আছে? অর্থাৎ ক্লাসপিছু কত ছাত্রছাত্রীকে একজন শিক্ষককে সামলাতে হয়- পড়ানো থেকে ধারাবাহিক মূল্যায়নের জন্য। কতগুলি প্রাইমারি স্কুল একটিমাত্র শিক্ষকের দ্বারা চলছে, বা দুটি বা তিনটি শিক্ষকের দ্বারা?

দুই, এই শিক্ষকেরা কি সকলেই যোগ্যতার পরীক্ষা দিয়ে নির্বাচিত হয়েছে? প্যানেলে কারচুপি করে, দুর্নীতি ও তোলাবাজির সহায়তায় কতজন চাকরি পেয়েছে? তারাও কি আন্তরিকতা সত্ত্বেও উপরের অবস্থায় ঠিকঠাক পড়াতে পারে?

তিন, শিক্ষকদের স্কুলের কাজকর্ম ছাড়াও নির্বাচন, জনগণনা, রাজনৈতিক সভায় জনসরবরাহ ইত্যাদি কাজ করতে হয় কি না। তাতে তাদের স্কুলের কাজ ব্যাহত হয় কি না।

চার, সরকারের নিয়োগ ও বদলি নীতির ফলে কোন শিক্ষক কত দূর থেকে আসে। সে কি সময়মতো সব ক্লাস নিতে পারে? শিক্ষিকাদের ক্ষেত্রে এ কথাটা বিশেষভাবে প্রাসঙ্গিক। কলকাতার মেয়েকে নদিয়াতে পোস্টিং দেওয়ার ঘটনাও আমরা জানি।

পাঁচ, সব স্কুলে শিক্ষার সরঞ্জাম, ব্ল্যাকবোর্ড ইত্যাদি আছে?

৩

তবু আমরা মনে করি এই দুটি চূড়ান্ত মূল্যায়নের ব্যবস্থায় উপকারই হবে। শিক্ষক, অভিভাবক, এমনকি ছেলেমেয়েরা নিজেরা বুঝতে পারবে তারা কে কোথায় দাঁড়িয়ে আছে, তাদের কোথায় শক্তি, কোথায় দুর্বলতা। এতে নতুন করে স্কুলছুটের সৃষ্টি তত হবে বলে মনে করি না, যদি স্কুলে তাদের জন্য একটা মমতার পরিবেশ আমরা সৃষ্টি করতে পারি। শুধু মিড-ডে মিল নয়।

ছাত্রছাত্রীদের স্কুল ভালো লাগে কি না তা অনেক উপাদানের ওপর নির্ভর করে। স্কুলের প্রাকৃতিক পরিবেশ, বন্ধুবান্ধব, শিক্ষকদের স্নেহ, অন্যান্য আনন্দের ও খেলাধুলোর সুযোগ ইত্যাদি। শিক্ষকদেরও স্কুলে কাজ করতে ভালো লাগার একটা পরিবেশ কি আমরা তাঁদের দিতে পারি, যাতে তাঁরা তাঁদের সবচেয়ে ভালোটা উজাড় করে দিতে পারেন?

(লেখক শিক্ষাবিদ, সাহিত্যিক)

আজ

২০০৪

আজকের দিনে প্রয়াত হন অভিনেতা হরিধন মুখোপাধ্যায়।

১৯৪৩

বিশিষ্ট কবি মানকুমারী বসু প্রয়াত হন আজকের দিনে।

আলোচিত

প্রাক্তন পুলিশ কমিশনার প্রসূন মুখোপাধ্যায় কি স্বীকার করবেন, তিনি আমাকে ফোনে প্রায়ই থ্রেট করতেন? বলতেন, সিএম বলেছেন আমাকে রাজ্য ছাড়তে। বলতেন আমি যেন মধ্যপ্রদেশের জঙ্গলে চলে যাই। বিনীত গোয়েল কি এখন স্বীকার করবেন, আমাকে তিনি ফোনে থ্রেট করতেন? ৪ মাস গৃহবন্দি করে রেখেছিলেন। - **তসলিমা নাসরিন**

ভাইরাল/১

মানুষকে অবাক করতে চান! নিজের চুল দিয়ে জমকালো ক্রিসমাস ট্রি বানিয়ে তাক লাগিয়ে দিয়েছেন এক ইনফ্লুয়েন্সার। মাথার ওপর রাখা বোতল ঘিরে চুলগুলি সোজা করে বাঁধেন। কিছু চুলে বিনুনি করে ক্রিসমাস ট্রির আকার দেন। যোগ করেন লাইট, স্টার।

ভাইরাল/২

'সান্তা' কেজরিওয়ালের ভিডিওয় সমাজমাধ্যমে ঝড়। সবই এআইয়ের কেরামতি। সান্তার পোশাকে ঝোলা নিয়ে বেরিয়েছেন কেজরিওয়াল। শিশু, মহিলাদের দিচ্ছেন উপহার। ভিডিওর শেষে সঞ্জীবনী যোজনা লেখা একটি বাক্স হাতে দাঁড়িয়ে তিনি।

জনমন জনমত

নিম্নমানের ভ্যাকসিনের সঙ্গে জাল ওষুধের কারবার উত্তরবঙ্গে

ডিসকাউন্ট আর ডিসকাউন্ট! কোথাও ২২ শতাংশ, তো কোথাও ২৫ শতাংশ। যেন অসম প্রতিযোগিতা চলছে ওষুধের দোকানগুলিতে। সমগ্র শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার- সর্বত্র ওষুধের দোকানের একই ছবি। আর ডিসকাউন্টের নেশায় সাধারণ ক্রেতা ওষুধের গুণগতমান যাচাই না করে দেদারে খাচ্ছে নিম্নমানের ওষুধ। এতে করে রোগী আরও রোগী হচ্ছে। লাভবান হচ্ছেন অসাধু ওষুধ ব্যবসায়ীরা।

বিভিন্ন নামীদামি কোম্পানির ওষুধে ছেয়ে গিয়েছে বাজার, যেগুলি নকল এবং স্টকিস্ট ছাড়া বাইরে থেকে আমদানি করা। ড্রাগ কন্ট্রোল সক্রিয় না হওয়ায় জাল ওষুধের আধিপত্য বেড়েছে।

সবচেয়ে চিন্তার বিষয়, জীবনদায়ী ভ্যাকসিন, যেগুলি ২ থেকে ৮ ডিগ্রি তাপমাত্রায় সংরক্ষণ করতে হয়। কোল্ড চেইন বজায় না রাখলে ভ্যাকসিনের মারাত্মক ক্ষতি হতে পারে। অথচ শিলিগুড়ি, জলপাইগুড়ির কিছু অসাধু ব্যবসায়ী দিল্লি, কলকাতা থেকে কম দামি কোল্ডচেইন ব্রেক হওয়া ভ্যাকসিন দেদার বিক্রি করছেন। ফলে যাঁরা ভ্যাকসিনের স্টকিস্ট, যাঁরা সঠিক পদ্ধতিতে ভ্যাকসিন বিক্রি করছেন তাঁরা মার খাচ্ছেন।

শিলিগুড়িতে বহু ওষুধের দোকানদার আছেন যাঁরা ভ্যাকসিনের স্টকিস্ট নন। যাঁরা সঠিক পদ্ধতিতে ভ্যাকসিন সংরক্ষণ করছেন না তাঁরা বাইরের থেকে নিয়ে এসে কম দামে ভ্যাকসিন বিক্রি করছেন। এটা যে কতটা মারাত্মক হতে পারে তা গ্রাহকরা বুঝতে পারছেন না।

ওষুধের গুণমান বিচার না করে ওষুধ খাওয়া যমের সঙ্গে 'হ্যান্ডশেক' করা ছাড়া আর কিছুই না। এ ব্যাপারে বিসিডিএ'কে আরও সক্রিয় হওয়া উচিত।

বিমল বণিক
পশ্চিম ভক্তিনগর, শিলিগুড়ি।

বাংলার পিকনিক বনাম আমেরিকার পিকনিক

বাংলায় পিকনিক হয় শীতে, আমেরিকায় তা হয় গরমে। পিকনিককে কেন্দ্র করে যেন অন্য সংস্কৃতির মিলন ঘটে বিদেশে।

রুমি বাগচী

অনেক বছর আগে আমেরিকায় এক জুলাই মাসে আমার এক বন্ধু ফোন করে বলেছিল, সামনের শনিবারটা ফ্রি রাখিস। পিকনিক আছে।

এই গরমে?

হ্যাঁ, এখানে গরমেই হয়।

আর নদী? নদী তো মাস্ট। সঙ্গে হুডখোলা ট্রাক!

নদী, ট্রাক কোনওটাই থাকবে না।

তাহলে এটাকে আর পিকনিক বলিস না। অন্য নামে ডাক।

এ দেশে যখন-তখন নদীর পাশে গিয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রান্নাবান্না করা যায় না। ওসব ভুলে যা।

হ্যাঁ, আমেরিকায় এসে এই পিকনিক ব্যাপারটি অদ্ভুত লাগে। শিলিগুড়ির মেয়ের কাছে পিকনিক মানে প্রচণ্ড শীতে খোলা ট্রাকে বসে যাওয়া, তার সঙ্গে মাইকে 'মনিকা, ও মাই ডার্লিং।' নুড়ি বিছানো চর, পাহাড়ি নদী, অরণ্য। ওখানেই উনুন খুঁড়ে রান্না করা আধা সেদ্ধ ঝাল মাংস আর সন্ধে হলেই হাড় কাঁপানো হাওয়া, নেশাখোর ড্রাইভার। পৃথিবীর কোনও দেশ দিতে পারেনি। এ জিনিস বাংলার নিজস্ব।

বিদেশের মানুষের রোদেই আহ্লাদ। স্কুলে গরমের লম্বা ছুটি। তার অবশ্য অন্য কারণ আছে। তবু এই সময়েই যত পিকনিক, সমুদ্রসৈকতে যাওয়া, ডিজনিল্যান্ড, ইউনিভার্সাল স্টুডিও ঘুরে বেড়ানো।

এয়ার কন্ডিশনার মেশিন আমাদের সবার জানলা-দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল আর তিনশো টিভি চ্যানেল, স্মার্টফোন অন্য মানুষের থেকে আমাদের আলগা করে দিয়েছিল ঠিকই, কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়া, ছোট ছোট আড্ডা, ঘরের থেকে দু'পা দূরের সুন্দর সুন্দর জায়গাগুলোতে বেড়াতে যাওয়ার ইচ্ছেকে আবার চনমনে করে তুলেছে। আগের চাইতে এখন অনেক বেশি বেড়াতে যাই আমরা। শুধু মহিলাদের এত বেড়ানোর ছবি আমরা কি আগে কখনও দেখেছি? হতে পারে, এর পেছনে ছবি পোস্ট করার ব্যাপার থাকে, কিন্তু তাতে ভ্রমণের সুফল এবং আনন্দ একটুও ফিকে হয় না।

সবসময় দূরে কোথাও যেতেই হবে, তাও নয়। হাতে সামান্য লেবু-জল অথবা চা নিয়ে বারান্দায় বসে অথবা চাঁদনি রাতে পার্কে বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করাও খুবই স্বাস্থ্যকর। জীবনের কত স্ট্রেস এতেই হালকা হয়ে যায়। থেরাপিস্টের দরকার হয় না।

বিদেশিদের কাছে এর গুরুত্ব অনেক আগে থেকেই ছিল। তাই ওঁদের জীবনে অনেকরকমের আউটডোর আড্ডা এবং বেড়ানো। পার্কে লেসের ঢাকা দেওয়া টেবিলের ওপর খাবার, বাহারি ফুলদানি আর ওয়াইনের গ্লাস। পুরুষরা ওভারঅল পোশাক আর হ্যাট, মহিলারা বেশিরভাগই লেসের পোশাকে, পরিশীলিত স্বরে কথা। এসব তো ছিলই।

আর আছে ক্যাম্পিং, গ্ল্যাম্পিং। ক্যাম্পিং অরণ্যের মধ্যে জলের পাশে তাঁবুতে আদিমভাবে রাত কাটানো। আর গ্ল্যাম্পিং প্রকৃতির মাঝে তাঁবুতেই রাত কাটানো কিন্তু অনেক বেশি আধুনিক আরামের ব্যবস্থা সহ। তাঁবুর ভেতরে খাট, সোফা, হিটার সব সমেত।

বিদেশে আমরা ভারতীয়রা যেমন দারুণ স্পিডে গাড়ি চালানো শিখে গিয়েছি তেমনই খটখটে গরমে নদীহীন পিকনিকও মেনে নিয়েছি। আমরা কিছুই ছাড়িনি। আমরা গরমেই পার্কে তেলেভাজা, মুড়িমাখা, মাংস আর রসগোল্লা দিয়ে পিকনিক করি। আবার শীতকালে নদীর ধারে ক্যাম্পিং-এ বনফায়ার জ্বালিয়ে বার্বিকিউ করি। - এভাবেই বিশ্ব ঘরে সংস্কৃতির মিশ্রণ হতে থাকে।

(লেখক শিলিগুড়ির মেয়ে। এখন লস অ্যাঞ্জেলেসের বাসিন্দা)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪০২৩

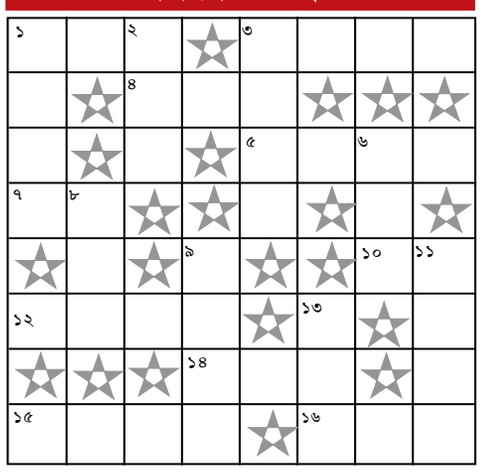

পাশাপাশি : ১। হনুমানের বাবা ৩। প্রেতের উদ্দেশ্যে দেওয়া দান নেন যে ব্রাহ্মণ ৪। মঙ্গল বা শুভ ৫। পালিয়ে যাওয়া ৭। বাদশার মাথার মুকুট ১০। কবিতা লিখে যাঁর নাম হয়েছে ১২। সদা, সর্বদা ১৪। রামের সঙ্গে লঙ্কার যুদ্ধে ছিল যে প্রাণী ১৫। নদীর এপার থেকে ওপারে যাওয়া ১৬। খড়্গহস্ত বা যিনি তরোয়াল ধরে আছেন।

উপর-নীচ : ১। সীতা বা সাবিত্রীর মতো নারী ২। পঞ্চপাণ্ডবদের এক ভাই ৩। ঘোড়া দেখে খোঁড়া হওয়া ৬। তির ছোড়ার অস্ত্র ৮। পণ্ডিত হিসেবে খ্যাতি আছে এই প্রাণীর ৯। রাজাদের শলাপরামর্শের জায়গা ১১। পদাবলির বিখ্যাত মৈথিলী কবি ১৩। যাচাই বা পরীক্ষা করে দেখা।

সমাধান ■ ৪০২২

পাশাপাশি : ২। পিঠাপিঠি ৫। মাদক ৬। কনকপ্রভ ৮। পপি ৯। মদ ১১। আমলাতন্ত্র ১৩। সাধনা ১৪। পারিজাত।

উপর-নীচ : ১। আমানত ২। পিক ৩। পিওন ৪। সুলভ ৬। কপি ৭। কণাদ ৮। পয়লা ৯। মন্ত্র ১০। মেঘনাদ ১১। আধলা ১২। তহরি ১৩। সাত।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

ছাত্র ভিসার আড়ালে পাচার আমেরিকায়

কানাডার কলেজে নজর ইডি'র

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর : ২০২২ সাল। কানাডা থেকে সীমান্ত পেরিয়ে বেআইনিভাবে আমেরিকায় ঢুকতে গিয়ে প্রচণ্ড ঠান্ডায় মৃত্যু হয়েছিল এক ভারতীয় পরিবারের ৪ সদস্যের। সেই ঘটনার পর ভারত থেকে কানাডা হয়ে আমেরিকায় মানবপাচারের অভিযোগের তদন্তে নেমেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি)। তদন্তে উঠে এসেছে একাধিক চাঞ্চল্যকর তথ্য।

গোয়েন্দা সংস্থার একটি সূত্র জানিয়েছে, আমেরিকায় মানবপাচারের জন্য কানাডার কিছু কলেজের সঙ্গে ভারতীয় দালালদের যোগাযোগের ইঙ্গিত মিলেছে। ভারত থেকে আমেরিকায় সরাসরি বেআইনি অনুপ্রবেশ কার্যত অসম্ভব। তাই আমেরিকার প্রতিবেশী দেশ কানাডাকে ঘাঁটি করে অনুপ্রবেশের ছক কষেছে পাচারকারীরা। ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে ভারতে কয়েকজনকে গ্রেপ্তার করেছে ইডি। উদ্ধার হয়েছে ১৯ লক্ষ টাকা, ২টি গাড়ি, মোবাইল সহ বেশ কিছু নথিপত্র। ধৃতদের জেরা করে জানা গিয়েছে, কানাডায় ছাত্র ভিসার আড়ালে চলছে মানবপাচার। প্রথমে আমেরিকায় যেতে ইচ্ছুকদের কানাডার কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা করে ভারতীয় দালালরা। সেই সূত্রে মিলে যায় সেদেশের শিক্ষা ভিসা। এর ফলে বৈধভাবে কানাডায় যাওয়ার ব্যবস্থা হয়ে যায়। কিন্তু সেখানে গিয়ে সংশ্লিষ্ট কলেজে ভর্তি না হয়ে শিক্ষা ভিসা প্রাপকদের একাংশ চলে যান কানাডা-আমেরিকা সীমান্তে। বেআইনিভাবে আমেরিকায় প্রবেশের চেষ্টা করেন তাঁরা। অনুপ্রবেশকারীদের সীমান্ত পার করতে সাহায্য করে দালালদের পরিচিত কানাডিয়ান লিংকম্যানরা।

একনজরে

- আমেরিকায় যেতে ইচ্ছুকদের কানাডার কলেজে ভর্তির ব্যবস্থা করে ভারতীয় দালালরা
- সেই সূত্রে মেলে ছাত্র ভিসা
- ভিসাধারীদের বৈধভাবে কানাডায় যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়
- কানাডায় গিয়ে কলেজে ভর্তি না হয়ে তাঁদের একাংশ চলে যান আমেরিকা সীমান্তে
- সেখান থেকে স্থানীয় লিংকম্যানদের সাহায্যে অবৈধভাবে আমেরিকায় অনুপ্রবেশের চেষ্টা

আর কানাডার যেসব কলেজে ভারতীয় অনুপ্রবেশকারী ভর্তি বাবদ মোটা ফি জমা করেছিলেন, তার বড় অংশ আবার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ফেরত চলে আসে। যাবতীয় বন্দোবস্তের জন্য অনুপ্রবেশকারীদের কাছ থেকে জন প্রতি ৫৫-৬০ লক্ষ টাকা করে নেয় পাচারচক্র।

ইডির সন্দেহের তালিকায় রয়েছে কানাডার ১৬২টি কলেজ। সূত্রটির দাবি, তদন্তে ২টি বড় পাচারচক্রের হদিস মিলেছে। এমন ২ জন বড় এজেন্টের খোঁজ মিলেছে যাদের একজন মারফত বছরে ২৫ হাজার ভারতীয় বিদেশে গিয়েছেন। অন্যজনের সাহায্যে যাওয়া ব্যক্তির সংখ্যা কমপক্ষে ১০ হাজার। দুই এজেন্টের সঙ্গে কানাডার যথাক্রমে ১৫০ ও ১১২টি কলেজের যোগাযোগ থাকার বিষয়টি সামনে এসেছে। শুধু গুজরাটেই পাওয়া গিয়েছে ৭০০-র বেশি এজেন্টের খোঁজ, যারা ভারতীয়দের বিদেশে যেতে সাহায্য করেছে। গোটা দেশে এই ধরনের এজেন্টের সংখ্যা প্রায় সাড়ে ৩ হাজার। তাদের মধ্যে এখনও ৮০০ জন এজেন্ট সক্রিয় রয়েছে বলে ইডি জানতে পেরেছে। এজেন্টদের একাংশ মানবপাচারে যুক্ত থাকতে পারে বলে সন্দেহ গোয়েন্দাদের।

মেয়ে রাহাকে নিয়ে ক্রিসমাসে প্রকাশ্যে তারকা জুটি। রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট। মুম্বইয়ে বুধবার। -এএফপি

সংসদ ভবনের সামনে তরুণের আত্মহত্যার চেষ্টা

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর : দিল্লিতে সংসদ ভবনের সামনে বুধবার গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যার চেষ্টা করলেন এক তরুণ। তাঁকে দ্রুত রামমোহন লোহিয়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। জখম তরুণের দেহের ৯০ শতাংশ পুড়ে গিয়েছে বলে হাসপাতাল সূত্রে খবর। কিন্তু কী কারণে আত্মহত্যার চেষ্টা, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

এদিন অপরাহ্নে সংসদ ভবনের উলটো দিকে রেল ভবনের কাছে আত্মাহুতির চেষ্টা করেন ওই তরুণ। বিকাল ৩টে ৩০ মিনিটে ফোন মারফত খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছোয় দিল্লি পুলিশ। তাদের সঙ্গী হয় ফরেন্সিক দলও। দিল্লি পুলিশের এক আধিকারিক জানিয়েছেন, তাঁরা তদন্ত শুরু করেছেন। ওই তরুণের নাম জিতেন্দ্র। তিনি উত্তরপ্রদেশের বাগপতের বাসিন্দা। তরুণের শরীরের অনেকাংশ পুড়ে গিয়েছে। তাঁর অবস্থা সংকটজনক।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন, ওই তরুণকে দীর্ঘক্ষণ সংসদ চত্বরে বসে থাকতে দেখা যায়। গায়ে আগুন লাগানোর পর সেই অবস্থাতেই সংসদ ভবনের দিকে তিনি ছুটে যান। পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে এলাকা ঘিরে ফেলে। ঘটনাস্থল থেকে পেট্রোলও উদ্ধার হয়েছে।

নয়াদিল্লির ডেপুটি পুলিশ কমিশনার (ডিসিপি) দেবেশ মহলা জানিয়েছেন, 'তরুণের নাম জিতেন্দ্র। তিনি উত্তরপ্রদেশের বাগপতের বাসিন্দা। সেই সময়ে ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্থানীয় পুলিশকর্মীরাই আগুন নিভিয়ে তরুণকে হাসপাতালে পাঠানোর ব্যবস্থা করেন।' প্রাথমিক তদন্তে জানা গিয়েছে, ২০২১ সালে তাঁর বিরুদ্ধে একটি মামলা দায়ের হয়েছিল, যা নিয়ে তিনি সমস্যায় ছিলেন।

তরুণকে গুলি বিএসএফ-এর

গঙ্গানগর (রাজস্থান), ২৫ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার গভীর রাতে রাজস্থানের গঙ্গানগর জেলার ভারত-পাকিস্তান সীমান্তে এক অনুপ্রবেশকারীকে গুলি করে হত্যা করেছে সীমান্তরক্ষী বাহিনী (বিএসএফ)।

কেশরিসিংপুর থানার স্টেশন হাউস অফিসার (এসএইচও) জিতেন্দ্র কুমার জানিয়েছেন, ওই ব্যক্তি সীমান্তের তারকাঁটা পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করছিলেন। বিএসএফ জওয়ানরা তাঁকে সতর্ক করে ফিরে যাওয়ার নির্দেশ দেন। কিন্তু বারবার সতর্কতা উপেক্ষা করার পর অনুপ্রবেশকারী ব্যক্তিকে গুলি করে হত্যা করা হয়।

ঘটনাটি ঘটে মঙ্গলবার মধ্যরাতে ওয়ানএক্স গ্রামের কাছে। এসএইচও জানিয়েছেন, নিহত ব্যক্তির কাছ থেকে একটি পরিচয়পত্র, কিছু পাকিস্তানি মুদ্রা এবং সিগারেট সহ অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে। অনুপ্রবেশের অভিযোগে নিহত ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারতীয় পাসপোর্ট আইন এবং বিদেশি আইনের একাধিক ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

খাদে পড়ল বাস, মৃত ৪

দেরাদুন, ২৫ ডিসেম্বর : উত্তরাখণ্ডের ভীমতালে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ১৫০০ ফুট গভীর খাদে পড়ল একটি যাত্রীবাহী বাস। এই দুর্ঘটনায় এখনও পর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে ৪ জনের। আহত ২৪ জন। আহতদের মধ্যে কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক।

স্থানীয় পুলিশ জানিয়েছে, আলমোড়া থেকে হলদওয়ানি যাওয়ার পথে ভীমতালের কাছে চালক নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললে বাসটি খাদে পড়ে যায়। খবর পেয়ে পুলিশ এবং উদ্ধারকারী দল ঘটনাস্থলে আসে। উদ্ধারকাজে হাত লাগান স্থানীয় মানুষও। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় তিন যাত্রীর। আহতদের দ্রুত হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়। সেখানে মৃত্যু হয় আরও একজনের।

চিকিৎসার জন্য লন্ডন যাচ্ছেন খালেদা

ঢাকা, ২৫ ডিসেম্বর : বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া আগামী ৭ জানুয়ারি চিকিৎসার জন্য লন্ডন যাচ্ছেন। ৭৯ বছর বয়সি খালেদা ভুগছেন আর্থ্রাইটিস, হৃদরোগ, ফুসফুস, লিভার, কিডনি, ডায়াবিটিস সহ নানা শারীরিক জটিলতায়।

অনেকদিন ধরেই দল ও পরিবারের তরফে তাঁকে বিদেশে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করানোর দাবি করলেও আইনি জটিলতার কথা বলেই বিগত আওয়ামি লিগ সরকার প্রতিবারই সেই দাবি নাকচ করে দিয়েছে। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এবার অসুস্থ খালেদা জিয়া চিকিৎসার জন্য বিদেশে যাচ্ছেন।

কাতার এয়ারলাইন্সের একটি অ্যাম্বুল্যান্সে খালেদা জিয়া লন্ডন যাবেন। পুত্রবধূ শর্মিলা রহমান, সাতজন চিকিৎসক, দু'জন ব্যক্তিগত সচিব, দু'জন গৃহকর্মী, একজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা ও দু'জন বিএনপি নেতা সহ সফরসঙ্গী থাকছেন ১৫ জন। খালেদার সফরসঙ্গী চেয়ারপার্সনের উপদেষ্টা ডক্টর এনামুল হক চৌধুরী জানিয়েছেন, ৭ জানুয়ারি লন্ডন যাচ্ছেন বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা। লন্ডন থেকে আমেরিকা যাওয়ার কথা থাকলেও আপাতত সেই পরিকল্পনা বাদ দেওয়া হচ্ছে।

ফের ছাত্র-জনতার কোপে মুক্তিযোদ্ধা

'জয় বাংলা' স্লোগান দেওয়ায় ১৫ জনকে পুলিশে দিল জনতা

ঢাকা, ২৫ ডিসেম্বর : গত একবছর যাবৎ ব্রেনস্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে শয্যাশায়ী ছিলেন '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে অংশ নেওয়া শফিউল্লাহ শফি। মঙ্গলবার মাঝরাতে তাঁকেই ঢাকার বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছে ছাত্র-জনতা পরিচয় দেওয়া কয়েকজন। হেনস্তা, মারধরের পর তাঁকে পুলিশের হাতে তুলে দেয় হামলাকারীরা।

এদিকে বুধবার কেন্দুয়া উপজেলায় খেজুরের রস খেতে গিয়ে 'জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু' স্লোগান দেওয়ার 'অপরাধে' ১৫ জন তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

কোনও অভিযোগ না থাকা সত্ত্বেও মুক্তিযো শফিকে গ্রেপ্তার করেছে ইউনূস সরকারের পুলিশ। আদতে মুন্সিগঞ্জের গজারিয়ার বাসিন্দা শফি বর্তমানে জেলা আওয়ামি লিগের বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক। অতীতে গজারিয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং উপজেলা আওয়ামি লিগের সহ সভাপতি ছিলেন তিনি। গজারিয়া থানার ওসি আমিনুল ইসলাম বলেন, 'গত রাতে তাঁকে ঢাকার মুগদার বাড়ি থেকে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের লোকেরা আটক করে মুগদা থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করে। আমরা তাঁকে মুন্সিগঞ্জ সদর থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছি। সেখানে মামলার প্রস্তুতি চলছে।'

শফির স্ত্রী উম্মে হালিমা বলেন, 'মাঝরাতে কিছু লোক তাঁকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে গিয়েছে। কী কারণে তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সেই বিষয়ে স্পষ্ট করে কিছু জানানো হয়নি। তাঁর নামে কোনও মামলা ছিল না।'

পাক বিমান হামলায় হত ৪৬

কাবুল, ২৫ ডিসেম্বর : আফগানিস্তানের সীমান্তবর্তী প্রদেশে পাকিস্তানের বিমান হামলায় ৪৬ জনের মৃত্যু হয়েছে। হামলা চালানো হয়েছে মঙ্গলবার রাতে। বুধবার তালিবানের মুখপাত্র জবিউল্লাহ মুজাহিদ জানিয়েছেন, পাকটিকা প্রদেশের চারটি জায়গায় বিমান থেকে বোমা বর্ষণ চালানো হয়। নিহতদের বেশিরভাগ শিশু ও নারী। তালিবান সরকার এই হামলার নিন্দা করে ঘটনাকে বর্বর বলেছে।

অতিশীর গ্রেপ্তারির শঙ্কায় কেজরিওয়াল

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর : সত্যেন্দ্র জৈন, মণীশ সিসোদিয়া, অরবিন্দ কেজরিওয়াল, সঞ্জয় সিংয়ের পর এবার অতিশী মারলেনা! আপের জেলে যাওয়া নেতাদের তালিকা কি আরও দীর্ঘ হবে? বড়দিনে এমনই আশঙ্কার কথা জানিয়েছেন খোদ কেজরিওয়াল।

বুধবার দিল্লিতে এক সাংবাদিক বৈঠকে আপ সুপ্রিমো দাবি করেন, ভুয়ো মামলায় মুখ্যমন্ত্রী অতিশীকে জেলে পাঠানোর চেষ্টা চলছে। আপের অন্যান্য নেতাদের বাড়ি-অফিসে যে কোনও সময় তল্লাশি চালাতে পারে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থাগুলি। কেজরিওয়ালের অভিযোগের তির কেন্দ্র-বিজেপির দিকে। প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী জানান, দিল্লি সরকারের মুখ্যমন্ত্রী মহিলা সম্মান যোজনা, সঞ্জীবনী যোজনাকে অনেকেই ভালোভাবে নিচ্ছেন না। সাধারণ মানুষের জন্য চালু করা প্রকল্পগুলি বন্ধ করতে দিল্লি সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। দিনকয়েকের মধ্যে ভুয়ো মামলায় মুখ্যমন্ত্রী অতিশীকে গ্রেপ্তার করা হতে পারে।

তিনি বলেন, 'সূত্র মারফত জানতে পেরেছি, সম্প্রতি সিবিআই, ইডি এবং আয়কর বিভাগের মধ্যে একটি বৈঠক হয়েছে। তদন্তকারী সংস্থাগুলিকে মিথ্যা মামলায় মুখ্যমন্ত্রী অতিশীকে গ্রেপ্তার করতে বলা হয়েছে।'

মাঝআকাশে ভেঙে পড়ল বিমান, মৃত ৩৯

আস্তানা (কাজাখস্তান), ২৫ ডিসেম্বর : ক্যাসপিয়ান সাগর পেরিয়েই মাঝআকাশ থেকে মাটিতে আছড়ে পড়ল একটি যাত্রীবাহী বিমান। বুধবারের কাজাখস্তানের আকতু শহর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে ওই দুর্ঘটনায় ইতিমধ্যে মৃত্যু হয়েছে কমপক্ষে ৩৯ জনের। জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়েছে ২৮ জনকে। আজারবাইজান এয়ারলাইন্সের ওই বিমানে (জে২-৮২৪৩) দুই শিশু সহ মোট ৬২ জন যাত্রী এবং ৫ জন বিমানকর্মী ছিলেন। বিমানবন্দরের নিকটবর্তী হাসপাতালে আহতদের চিকিৎসা চলছে। তাঁদের প্রত্যেকের অবস্থাই আশঙ্কাজনক।

বিমানটির গন্তব্য ছিল রাশিয়া। স্থানীয় সময় ভোর ৩টে ৫৫ মিনিটে আজারবাইজানের বাকু থেকে রাশিয়ার চেচনিয়া প্রদেশের গ্রজনির উদ্দেশে বিমানটি রওনা দেয়। কিন্তু পাইলট খবর পান, গ্রজনিতে ঘন কুয়াশা রয়েছে। তাই সেখানে বিমান অবতরণে সমস্যা হতে পারে। এরপর বিমানটিকে তিনি জরুরি অবতরণ করানোর চেষ্টা করেন কাজাখস্তানের আকতুতে। সংশ্লিষ্ট বিমানবন্দরে জরুরি অবতরণের অনুমতি চাওয়া হলেও সেই প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হওয়ার আগেই বিমানের নিয়ন্ত্রণ হারান পাইলট। আজারবাইজান এয়ারলাইন্স জানিয়েছে, 'জিপিএস জ্যামিংয়ে ফেঁসে যাওয়ায় ঠিক তথ্য পাঠাতে ব্যর্থ হয়েছিলেন পাইলট। এটাই অন্যতম কারণ দুর্ঘটনার।'

কাজাখস্তান সরকার জানিয়েছে, ক্যাসপিয়ান সাগরের পূর্ব উপকূলে বিমান ভেঙে পড়ার পর যে আগুন লেগেছিল, তা নিয়ন্ত্রণে এনে বিমানের মধ্যে থেকে যাত্রীদের উদ্ধার করেছেন দমকলকর্মীরা। দু'জন শিশুও উদ্ধারের তালিকায় রয়েছে। তবে যে ২৮ জনকে বিমান দুর্ঘটনার পর উদ্ধার করা হয়েছে, তাঁদের সকলের অবস্থাই 'অত্যন্ত গুরুতর'।

ঘন কুয়াশার কারণেই জরুরি অবতরণের চেষ্টা কি না, তা এখনও স্পষ্ট নয়। সংবাদমাধ্যমের একাংশের দাবি, বিমানে যান্ত্রিক ত্রুটি দেখা দিলে পাইলট জরুরি অবতরণের সিদ্ধান্ত নেন। অন্য অংশের অনুমান, মাঝআকাশে একঝাঁক পাখির সঙ্গে ধাক্কার ফলে বিমানটিকে জরুরি অবতরণ করাতে বাধ্য হন পাইলট।

সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া বিমান দুর্ঘটনার ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, মাটিতে আছড়ে পড়ার আগে বিমানটি বেশ কিছুক্ষণ উদভ্রান্তের মতো একবার ওপরে উঠেছে, আবার পরক্ষণেই নীচে নেমে এসে ঘুরপাক খাচ্ছে। এরপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে গোত্তা খেয়ে তা একটি খোলা জায়গায় আছড়ে পড়লে মুহূর্তে তাতে আগুন ধরে যায়। অন্য একটি ভিডিওতে দেখা গিয়েছে, বিমানের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে একটি অংশ অবিকৃত রয়েছে। তার মধ্যে থেকে যাত্রীদের বের করে আনা হচ্ছে।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে রাশিয়ায় নিজের কর্মসূচি বাতিল করে বুধবারই দেশে ফেরেন আজারবাইজানের প্রেসিডেন্ট ইলহাম আলিয়েভ।

রুশ ছোবলে ইউক্রেনে রক্তাক্ত বড়দিন

কিভ, ২৫ ডিসেম্বর : ক্রিসমাস উপলক্ষ্যে উৎসবের মেজাজে গোটা দুনিয়া। বাদ শুধু ইউক্রেন। রুশ আগ্রাসনে বিধ্বস্ত ইউক্রেনে আগুন ঝরাচ্ছে ক্রেমলিনের ক্রুজ ও ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র।

সূর্যমুখীর দেশের জ্বালানি ক্ষেত্রকে পঙ্গু করে দেওয়ার লক্ষ্য নিয়ে বুধবার সকালে ১৭০টিরও বেশি ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন নিক্ষেপ করেছে রাশিয়া। রুশ হানার ছোবল থেকে বাদ পড়েনি ক্রিভি রিহ ও খারকিভের আবাসিক এলাকা-ও। এই ঘটনায় একজন নিহত হয়েছেন। শুরু হয়েছে ব্ল্যাক আউট। অন্ধকারে ডুবে গিয়েছে ইউক্রেনের একের পর এক শহর। প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কি বলেছেন, 'পুতিন ইচ্ছা করেই বড়দিনকে বেছে নিয়েছেন। এটা অমানবিক।' তাঁর আরও দাবি, রাশিয়ার হয়ে যুদ্ধে নামা উত্তর কোরিয়ার তিন হাজার সেনা ইউক্রেনের সেনার হামলায় হয় মারা গিয়েছেন না হলে আহত হয়েছেন।

ইউক্রেনের বৃহত্তম বিনিয়োগ ক্ষেত্র ডিটিইকে-এর সিইও ম্যাক্সিম টিমচেনকোরের কথায়, 'শান্তিপ্রিয় লক্ষ লক্ষ মানুষ বড়দিনের উৎসবে আলো, উষ্ণতা চাইছেন। তাঁদের বঞ্চিত করা হয়েছে।'

আম্বেদকর ইস্যুতে ঘুঁটি সাজাচ্ছে শাসক-বিরোধীরা

নাড্ডার বাড়িতে বৈঠক এনডিএ'র

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর : প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর জন্মশতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে আয়োজিত অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বুধবার দিল্লিতে হাজির এনডিএ-র শরিক দলগুলির নেতারা। তাঁদের নিয়ে নিজের বাসভবনে বৈঠক করলেন বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডা। সেখানে হাজির ছিলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তথা তেলুগু দেশম পার্টির প্রধান চন্দ্রবাবু নাইডুও বৈঠকে অংশগ্রহণ করেন।

চলতি রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে এই বৈঠক তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ, বৈঠকটি এমন সময় হচ্ছে যখন বিরোধীরা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শার বিআর আম্বেদকর সংক্রান্ত মন্তব্যকে সামনে রেখে বিজেপিকে কোণঠাসা করতে উঠেপড়ে লেগেছে। এনডিএ সূত্রের দাবি, বৈঠকে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে আলোচনা হলেও প্রধানত দুটি বিষয়ের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে, ওয়াকফ সংশোধনী বিল এবং এক দেশ এক নির্বাচন। এই দুটি বিষয়ের ভবিষ্যৎ পদক্ষেপ নিয়েই বৈঠকে মতবিনিময় হয়েছে।

জোটের সব নেতাই এক দেশ এক নির্বাচনের প্রস্তাবকে সমর্থন জানিয়েছেন। বৈঠকে চন্দ্রবাবু নাইডু ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জনতা দল (ইউনাইটেড)-এর কয়েকজন নেতা।

বেলাগাভিতে আজ কংগ্রেসের নবসত্যাগ্রহ

নয়াদিল্লি, ২৫ ডিসেম্বর : সেটা ছিল ১৯২৪। ঠিক ১০০ বছর আগে ২৬ ডিসেম্বর কর্ণাটকের বেলাগাভিতে বসেছিল কংগ্রেসের অধিবেশন। সেই অধিবেশনে প্রথম আর শেষবারের জন্য কংগ্রেস সভাপতি হয়েছিলেন মহাত্মা গান্ধি। ওই দিনই প্রতিষ্ঠা হয়েছিল কংগ্রেস সেবাদলের। ২০২৪-এর ২৬ ও ২৭ ডিসেম্বর সেই বেলাগাভিতেই বসছে কংগ্রেসের বর্ধিত কর্মসমিতির বৈঠক। যার পোশাকি নাম 'নবসত্যাগ্রহ' বৈঠক। ঘটনাচক্রে বর্তমান কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গেও কর্ণাটকের ভূমিপুত্র। বাবাসাহেব আম্বেদকরকে নিয়ে যখন উত্তপ্ত জাতীয় রাজনীতি, সেই সময় কংগ্রেসের বেলাগাভি স্মৃতি রোমন্থন তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

দলের তরফে জানানো হয়েছে, অধিবেশনের প্রথম দিন কর্মসমিতির স্থায়ী ও আমন্ত্রিত সদস্যদের পাশাপাশি প্রদেশ সভাপতি, কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিটির সদস্য, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, গুরুত্বপূর্ণ সাংসদরা যোগ দেবেন। সব মিলিয়ে আমন্ত্রিতের সংখ্যা ২০০-র বেশি। ২৭ ডিসেম্বর হবে জয় বাপু, জয় ভীম, জয় সংবিধান র‍্যালি। এই পদযাত্রায় কংগ্রেসের সব সাংসদকে উপস্থিত থাকতে বলা হয়েছে। এর আগে রাজস্থানের উদয়পুরে বসেছিল কংগ্রেসের চিন্তন শিবির। সেখানে রাহুল গান্ধির ভারত জোড়ো যাত্রার প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। এবার বেলাগাভি থেকেও তেমনই কোনও প্রস্তাব পাশ হতে পারে বলে কংগ্রেস সূত্রে দাবি করা হয়েছে।

পর্যবেক্ষকদের মতে, বাবাসাহেব সম্পর্কে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র বিতর্কিত মন্তব্যের রেশ ধরে সাংগঠনিক সক্রিতা বাড়ানোর পরিকল্পনা করেছে কংগ্রেস। কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপালের কথায় সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট। তিনি বলেন, 'দলিতদের আদর্শ বাবাসাহেব আম্বেদকরকে অপমান করেছেন অমিত শা। সেই ব্যাপারেও আলোচনা হবে।'

প্রধান বিরোধী দলের পরিকল্পনা আঁচ করে পালটা সুর চড়িয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। বুধবার মধ্যপ্রদেশে কেন-বেতওয়া নদী সংযোগ প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপনের অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, 'বাবাসাহেব আম্বেদকরের দূরদৃষ্টি জলসম্পদ, জল ব্যবস্থাপনা এবং বাঁধ নির্মাণকে শক্তিশালী করেছে। আম্বেদকর ভারতের প্রধান নদী প্রকল্পগুলির উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন।... কিন্তু কংগ্রেস জল সংরক্ষণের জন্য দেশের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনীয়তার প্রতি কখনই মনোযোগ দেয়নি। তারা আম্বেদকরের অবদানকে উপেক্ষা করেছে।'

২৫ বছর পর ঘরে ফিরলেন নিখোঁজ বৃদ্ধা

সিমলা ও বেঙ্গালুরু, ২৫ ডিসেম্বর : ভুল ট্রেনে উঠলে পরের স্টেশনেই নেমে যাবেন। দূরত্ব বাড়লে ফেরা কষ্টকর, এই আপ্তবাক্য নির্মম সত্যে পরিণত হয়েছিল কর্ণাটকের বল্লারি জেলার দানানায়াকানাকেরে গ্রামের প্রৌঢ়া সাকাম্মার।

এক আত্মীয়ের বিয়ে উপলক্ষ্যে পরিবারের সকলের সঙ্গে হটস্পেটে যাওয়ার কথা ছিল সাকাম্মার। ভুল করে তিনি উঠে পড়েন চণ্ডীগড়ের গাড়িতে। পরিজনদের সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে যান। ফিরতে পারেননি নিজের গ্রামে। ২৫ বছর পর এক আইপিএস অফিসারের তৎপরতায় বাড়িতে ফিরলেন। সাকাম্মা গাড়ির সঙ্গে দক্ষিণ ভারত থেকে উত্তর ভারতে চলে যান। তখন তাঁর বয়স পঞ্চাশ। ঠিকানাহীন মহিলা এক শহর থেকে অন্য শহরে। ভুল গাড়িতে ওঠার খেসারত দিতে ঠাঁইনাড়া হয়েছেন বহুবার। বিভিন্ন শহর ঘোরার পর হিমাচলের মান্ডির বৃদ্ধাশ্রমে। ২৫ বছর ধরে পরিজনেরা তাঁকে হন্যে হয়ে খুঁজেছেন। পুলিশকে জানানো হয়। নিখোঁজের ডায়েরি হয়। একটার পর একটা বছর শেষ হতে থাকায় একসময়ে বাড়ির লোকেরা সাকাম্মা আর বেঁচে নেই ভেবে শ্রাদ্ধের কাজ সেরে ফেলেন। ক্রমে সবাই তাঁকে ভুলে যায়। এই আবহে আচমকা সশরীরে হাজির হলেন বাড়িতে। প্রৌঢ়া এখন বৃদ্ধা। তাঁর বাড়ি ফেরার মূলে রয়েছেন এক মান্ডির ওই বৃদ্ধাশ্রমে গিয়েছিলেন ওই আইপিএস অফিসার। তিনি সাকাম্মার মুখে কন্নড় ভাষা শুনে থমকে যান। তাঁর সন্দেহ হয়। যোগাযোগ করেন সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্টে। তখনই স্পষ্ট হয়ে যায়, ২৫ বছর ধরে নিখোঁজ থাকা সাকাম্মার সাকিন দক্ষিণ ভারত।

মধ্যপ্রদেশে বাল্যবিবাহে শিকলবন্দি শিশুর অধিকার

দুই বছর বয়সে বাগদান, ১৬-তে বিয়ে

ভোপাল, ২৫ ডিসেম্বর : মধ্যপ্রদেশের রাজগড় জেলার জৈতপুরা গ্রামের পাথুরে জমিতে মাথা কুটে মরছে শৈশব। এখানে সামাজিক প্রথা ও অর্থনৈতিক সংকটের জাঁতাকলে পড়ে বংশপরম্পরায় শেষ হয়েছে যাচ্ছে শিশুরা। উন্নয়ন এখনও মাথা তুলে দাঁড়ায়নি এই গ্রামে। এই এলাকায় সময় যেন থমকে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

বাল্যবিবাহের মতো প্রাচীন প্রথা এখনও পালন করা হয় জৈতপুরা গ্রামে। দারিদ্র্য এবং হতাশা থেকে মুক্তি পেতে বাড়ির মেয়েদের শৈশব বিসর্জন দেওয়া এখানকার রীতি। জৈতপুরা একটি উদাহরণ মাত্র। এরকম প্রায় ৫০টি গ্রাম রয়েছে। বাল্যবিবাহ নিত্যনৈমিত্তিক বিষয় সেখানে। প্রায় ৭০০-রও বেশি মেয়ে হারিয়েছে তাঁদের শৈশব।

শুধু মেয়েরা নয় ছেলেদেরও এই সমস্যার মুখে পড়তে হয়। মাত্র এক বছর বয়সে তাঁদের বিয়ে ঠিক করে ফেলে পরিবার পরিজনেরা। তখনই হয়ে যায় বাগদান। একটু বড় হলেই বিয়ে। এই বিয়ে কেউ ভাঙতে চাইলে তাঁদের বড় অঙ্কের জরিমানা দিতে হয়। এই প্রথার নাম 'ঝগড়া নাত্রা'। এই প্রথার কামড় সামলাতে গিয়ে পরিবারগুলি দেউলিয়া হয়ে যায়।

গ্রামেরই বাসিন্দা বছর ৪০-এর মহিলা রমা বাঈ বলেন, '১০ বছর বয়সে আমার বিয়ে হয়ে যায়। এখানে এভাবেই মেয়েদের বিয়ে হয়।' একই দশা ২২ বছরের তরুণী গীতার। মেয়েকে কোলে নিয়ে তিনি জানান, 'দু'বছর বয়সে আমার বাগদান হয়। ১৬-তে বিয়ে।' নিজের মেয়ের সঙ্গে এমনটা হতে দেবেন না বলে জানিয়েছেন গীতা। তাঁর প্রতিজ্ঞা, 'আমার সঙ্গে যা হওয়ার হয়ে গিয়েছে। মেয়ের সঙ্গে আমি এমনটা হতে দেব না। আমার পরিবারে এ প্রথা এখানেই শেষ হবে।'

গ্রামের এক প্রবীণ বাসিন্দার আক্ষেপ, 'সন্তান মায়ের গর্ভে থাকাকালীনই এখানে ছেলে-মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে যায়। পূর্বসূরিদের চাপিয়ে দেওয়া সম্পর্কের কুপ্রভাব সারাজীবন বয়ে বেড়াতে হয় নিষ্পাপ তরুণ প্রজন্মকে। এই প্রথার ফলে কতজনের যে জীবন নষ্ট হয়ে যায়! অবিলম্বে এই প্রথা বন্ধ হওয়া উচিত।'

মেয়েদের মতোই ছেলেদের হাল। বছর দশেকের এক নাবালক বলল, সে ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চায়। কিন্তু বাড়ির লোক এখনই বিয়ে দেওয়ার তোড়জোড় শুরু করেছে। তার কথায়, 'বাগদানের সময় মিষ্টি পেয়েছিলাম বটে, কিন্তু আমি বিয়ে করতে চাই না। বিয়ে করলে আমি আর পড়াশোনা করতে পারব না।'

ইতিমধ্যে বাগদান হয়ে যাওয়া বছর তেরোর এক কিশোরী জানাল, 'বাগদানের সময় একটা পায়েল উপহার পাই। কিন্তু সেটা পরলে আমার পা ভারী হয়ে যায়, যন্ত্রণায় টনটন করে গোটা শরীর। মনে হয়, ওই অলংকার আমার পা নয়, যেন কণ্ঠরোধ করেছে। আমি প্রতিদিন বাবা-মাকে বলি খুলে দিতে, কিন্তু তাঁরা আমার কথা কানে তোলেন না। এভাবে চললে আমি একদিন মরে যাব।'

গ্রামবাসীরা বলেন, দেনার দায় এবং বিয়ের খরচ থেকে মুক্তির জন্যই এই প্রথা মেনে চলা হয়। গ্রামের সরপঞ্চ গোবর্ধন তানওয়ারের বক্তব্য, 'বাবা-মায়েরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় সন্তানদের বিয়ে ঠিক করে ফেলেন। টাকা ধার নিয়ে মেয়ে সন্তানদের বিয়ে দিয়ে দেন। এভাবেই চলতে থাকে।'

জাতীয় পরিবার স্বাস্থ্য সমীক্ষা-৫ অনুযায়ী, রাজগড় জেলায় ২০-২৪ বছর বয়সি ৪৬ শতাংশ মহিলার বিয়ে হয়েছে ১৮ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই। এখানকার ৫০ শতাংশের বেশি মহিলা এখনও নিরক্ষর।

মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞান

সম্ভাব্য প্রশ্নাবলি

2025 সালের মাধ্যমিক ভৌতবিজ্ঞান পরীক্ষার আর হাতেগোনা কয়েকদিন বাকি। এখন নিশ্চয় তোমাদের পুরোদমে পরীক্ষার প্রস্তুতি চলছে। শেষমুহূর্তে কীভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছ তার ওপর পরীক্ষায় সাফল্য পাওয়া অনেকটা নির্ভর করে। সারাবছর ধারাবাহিকভাবে পড়াশোনার পাশাপাশি শেষমুহূর্তে সঠিকভাবে প্রস্তুতি নিলে ভৌতবিজ্ঞান পরীক্ষায় অবশ্যই ভালো ফল করা সম্ভব। ভৌতবিজ্ঞান পরীক্ষায় বহু বিকল্পভিত্তিক এবং 1, 2 ও 3 নম্বরের প্রশ্ন আসবে। বহু বিকল্পভিত্তিক ও 1 নম্বরের প্রশ্নে ভালো নম্বর পেতে হলে অবশ্যই পুরো পাঠ্যবই খুঁটিয়ে পড়তে হবে। এবছরের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের জন্য ভৌতবিজ্ঞান বিষয়ে বিভিন্ন অধ্যায়ের প্রশ্নকাঠামো অনুযায়ী 2 ও 3 নম্বরের সম্ভাব্য এবং গুরুত্বপূর্ণ কিছু প্রশ্ন দেওয়া হল।

পার্থপ্রতিম ঘোষ, *শিক্ষক*
আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম হাইস্কুল, আলিপুরদুয়ার

প্রথম অধ্যায় -
পরিবেশের জন্য ভাবনা

প্রশ্নমান 2 :

1. মানবসভ্যতার স্থিতিশীল উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় দুটি পদক্ষেপ উল্লেখ করো।
2. ওজোন স্তরকে প্রাকৃতিক সৌরপর্দা বলা হয় কেন?
3. ওজোন স্তর ধ্বংসের দুটি কারণ লেখো।
4. ওজোন স্তর ধ্বংসে NO, NO_2 ও CFC -এর ভূমিকা কী?
5. অপ্রচলিত শক্তি ব্যবহারের দুটি সুবিধা উল্লেখ করো।
6. গ্রিনহাউস এফেক্ট কী?
7. গ্রিনহাউস এফেক্টের দুটি ক্ষতিকারক প্রভাব উল্লেখ করো।
8. জীবাশ্ম জ্বালানি বলতে কী বোঝো?
9. জীবাশ্ম জ্বালানি সংরক্ষণ করার দুটি প্রয়োজনীয়তা লেখো।
10. মিথেন হাইড্রেট কী? একে 'ফায়ার আইস' বলে কেন?
11. প্রচলিত বা চিরাচরিত শক্তি উৎস এবং অপ্রচলিত বা অচিরাচরিত শক্তি উৎস বলতে কী বোঝায়?
12. ভূ-তাপীয় শক্তি ব্যবহারের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি কী কী?
13. জ্বালানির তাপনমূল্য কাকে বলে? জ্বালানির তাপনমূল্যের SI একক লেখো।
14. বায়োফুয়েল কী? এর ব্যবহার লেখো।
15. বায়োগ্যাসের মূল উপাদানগুলি কী কী? এই গ্যাস সৃষ্টিতে কোন ব্যাকটিরিয়ার ভূমিকা থাকে?

দ্বিতীয় অধ্যায় :
গ্যাসের আচরণ

প্রশ্নমান 2 :

1. চার্লসের সূত্রানুসারে V বনাম T এবং বয়েলের সূত্রানুসারে P বনাম 1/V লেখচিত্র অঙ্কন করো।
2. 2 atm চাপে ও 27^0C উষ্ণতায় 4g হাইড্রোজেন গ্যাসের আয়তন 24.6L হলে হাইড্রোজেনের আণবিক ভর নির্ণয় করো। ($R=0.082$ L atm $mol^{-1}K^{-1}$)
3. চার্লসের সূত্র থেকে পরম শূন্য উষ্ণতার ধারণা প্রতিষ্ঠা করো।
4. গে-লুসাকের গ্যাস আয়তন সূত্রটি বিবৃত করো।
5. উষ্ণতার পরম স্কেল বা কেলভিন স্কেল কাকে বলে?
6. বাস্তব গ্যাসের আদর্শ গ্যাসের আচরণ থেকে বিচ্যুতির কারণগুলি উল্লেখ করো।
6. 27^0C উষ্ণতায় 600mm Hg চাপে কোনও নির্দিষ্ট পরিমাণ গ্যাসের আয়তন 80cm^3। একই উষ্ণতায় কত চাপে ওই গ্যাসের আয়তন 100cm^3 হবে?
7. R-কে সর্বজনীন গ্যাস ধ্রুবক বলার কারণ কী ?
8. মাত্রীয় বিশ্লেষণের সাহায্যে R-এর একক নির্ণয় করো।
9. মোলার আয়তন বলতে কী বোঝায়? প্রমাণ চাপ ও উষ্ণতায় এর সীমান্ত মান কত?
10. বয়েল ও চার্লসের সূত্রে নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের কথা উল্লেখ করা হয় কেন?

প্রশ্নমান 3

1. n মোল আদর্শ গ্যাসের ক্ষেত্রে অবস্থার সমীকরণ PV=nRT প্রতিষ্ঠা করো।
2. বয়েল ও চার্লসের সূত্রের সমন্বয়ে গঠিত সমীকরণটি প্রতিষ্ঠা করো।
3. অ্যাভোগাড্রোর সূত্রটি বিবৃত করো। এই সূত্রের অনুসিদ্ধান্তগুলি লেখো।
4. গ্যাসের গতীয় তত্ত্বের স্বীকার্যগুলি লেখো।
5. PV=nRT সমীকরণ থেকে গ্যাসের আণবিক ভর ও ঘনত্ব কীভাবে নির্ণয় করবে?
6. চার্লসের সূত্রটি বিবৃত করো ও সূত্রটিকে V-t লেখচিত্রের সাহায্যে প্রকাশ করো।
7. 300 K উষ্ণতায় ও 76 cm Hg চাপে কোনও গ্যাসের আয়তন 350cm^3। STP-তে ওই গ্যাসের আয়তন কত হবে?
8. 0^0C উষ্ণতায় 76cm Hg চাপে কোনও নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের আয়তন 600cm^3। স্থির উষ্ণতায় কত চাপে ওই গ্যাসের আয়তন 4 গুণ হবে? 220^0C -কে কেলভিনে প্রকাশ করো।
9. -33^0C উষ্ণতায় থাকা একটি নির্দিষ্ট ভরের গ্যাসের তাপমাত্রা বৃদ্ধি করে 127^0C করা হল। চাপ স্থির থাকলে গ্যাসটির আয়তনের শতকরা পরিবর্তন কত হবে?
10. গ্যাসের গতীয় তত্ত্ব অনুযায়ী গ্যাসের চাপ ও উষ্ণতার ব্যাখ্যা দাও।

তৃতীয় অধ্যায় :
রাসায়নিক গণনা

প্রশ্নমান 3

1. কত গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বনেটকে লঘু HCl-এর সঙ্গে বিক্রিয়া ঘটালে 55 গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন করবে? [Ca=40, C=12, O=16]

2. খোলা বায়ুতে 500 গ্রাম ক্যালসিয়াম কার্বনেটকে তীব্রভাবে উত্তপ্ত করলে STP-তে কত আয়তন কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস উৎপন্ন হয়? [Ca=40, C=12, O=16]
3. STP-তে 11.2 L অ্যামোনিয়া তৈরি করার জন্য কী পরিমাণ অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইডের সঙ্গে কলিচুন মিশিয়ে উত্তপ্ত করতে হবে? [N=14, H=1, Cl=35.5]
4. 14 গ্রাম লোহা ও লঘু HCl-এর বিক্রিয়ায় প্রাপ্ত হাইড্রোজেন দ্বারা কত গ্রাম CuO সম্পূর্ণরূপে বিজারিত হতে পারে? [Fe =56, Cu=63.5]
5. 8 গ্রাম সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডকে সম্পূর্ণ প্রশমিত করতে কত গ্রাম সালফিউরিক অ্যাসিড প্রয়োজন? [H=1, O=16, Na=23, S=32]
6. 36 গ্রাম কার্বনকে অতিরিক্ত অক্সিজেনে পোড়ালে যে পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় সেই পরিমাণ কার্বন ডাইঅক্সাইড উৎপাদনের জন্য কত পরিমাণ ক্যালসিয়াম কার্বনেটের সঙ্গে HCl- এর বিক্রিয়া ঘটাতে হবে? (C=12, Ca=40, O=16, Cl=35.5, H=1)
7. বাণিজ্যিক জিংকে 20% অশুদ্ধি আছে। এরূপ 50g জিংক পর্যাপ্ত পরিমাণ লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়ায় কত গ্রাম হাইড্রোজেন উৎপন্ন করবে? [Zn=65, H=1]
8. 250g ক্যালসিয়াম কার্বনেটের পূর্ণ বিয়োজনে কত গ্রাম কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্যাস পাওয়া যাবে নির্ণয় করো। [Ca=40, C=12, O=16]
9. লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড এবং জিংকের বিক্রিয়ায় 4 গ্রাম হাইড্রোজেন প্রস্তুত করতে 80% বিশুদ্ধতার কত গ্রাম জিংক প্রয়োজন? [Zn=65.5]
9. STP-তে 3.36L হাইড্রোজেন সালফাইড গ্যাস প্রস্তুত করতে কী পরিমাণ ফেরাস সালফাইডের সঙ্গে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটাতে হবে? [Fe=56, S =32]
10. STP-তে 2.24L হাইড্রোজেন পেতে হলে কত গ্রাম ম্যাগনেশিয়ামের সঙ্গে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের বিক্রিয়া ঘটাতে হবে? [Mg=24]

চতুর্থ অধ্যায় :
তাপের ঘটনাসমূহ

প্রশ্নমান 3

1. কোনও তাপ পরিবাহী পদার্থের মধ্য দিয়ে পরিবাহিত তাপের পরিমাণ কোন কোন বিষয়ের ওপর কীভাবে নির্ভর করে?
2. একটি পরীক্ষার সাহায্যে দেখাও যে, একই উষ্ণতা বৃদ্ধিতে বিভিন্ন কঠিন পদার্থের দৈর্ঘ্য প্রসারণ বিভিন্ন হয়।
3. কঠিনের দৈর্ঘ্য প্রসারণ গুণাঙ্কের মাত্রীয় সংকেত নির্ণয় করো। CGS ও SI পদ্ধতিতে এর এককগুলি লেখো।
4. তরলের আপাত প্রসারণ গুণাঙ্ক ও প্রকৃত প্রসারণ গুণাঙ্ক বলতে কী বোঝো? এদের মধ্যে কোনটি তরলের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য?
5. তাপীয় রোধাঙ্ক বলতে কী বোঝায়? এর SI একক লেখো।
6. তড়িৎ রোধের সঙ্গে তুলনা করে তাপীয় রোধের রাশিমালা নির্ণয় করো।
7. তরলের মতো গ্যাসের আপাত প্রসারণ গুণাঙ্ক থাকে না কেন? কোন বিশেষ ধর্মের জন্য গ্যাসের প্রসারণকে ব্যবহারিক কাজে লাগানো যায়?
8. ইনজেন-হজের পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণ করো যে বিভিন্ন পদার্থের তাপ পরিবহণ ক্ষমতা বিভিন্ন হয়।
9. তাপ পরিবহণ ও তড়িৎ পরিবহণের মধ্যে দুটি সাদৃশ্যের উল্লেখ করো। উচ্চ তাপ পরিবাহিতাবিশিষ্ট একটি অধাতুর নাম লেখো।
10. গ্যাসের দু-প্রকার প্রসারণ গুণাঙ্ক থাকে কেন? এদের মান কত?

পঞ্চম অধ্যায় :
আলো

প্রশ্নমান 2

1. গোলীয় দর্পণ সংক্রান্ত মেরু ও বক্রতাকেন্দ্রের চিত্রসহ সংজ্ঞা দাও।
2. লেন্সের ক্ষমতা কাকে বলে? এর একক কী?
3. আলোর প্রতিসরণের সূত্র দুটি লেখো।
4. জলের পরম প্রতিসরাঙ্ক 4/3। শূন্য মাধ্যমে আলোর গতিবেগ $3x10^8$ m/s হলে জলে আলোর গতিবেগ কত?
5. উত্তল লেন্স দ্বারা কোনও বস্তুর সদ, ক্ষুদ্র ও অবশীর্ষ প্রতিবিম্ব গঠনের রশ্মিচিত্র অঙ্কন করো।
6. ঘন মাধ্যম থেকে লঘু মাধ্যমে আলোর প্রতিসরণের ক্ষেত্রে চ্যুতিকোণের রাশিমালা নির্ণয় করো।
7. দীর্ঘদৃষ্টি ত্রুটি বা হাইপারমেট্রোপিয়া কী? এর প্রতিকারের জন্য কোন লেন্স ব্যবহার করা হয়?
8. চিত্রসহ উত্তল লেন্সের মুখ্য ফোকাসের সংজ্ঞা দাও।
9. একটি বস্তুর দৈর্ঘ্য 4cm ও রৈখিক বিবর্ধন 1.5 হলে প্রতিবিম্বের দৈর্ঘ্য কত হবে?
10. প্রিজমে সাদা আলো পড়লে সাতটি রঙে বিভাজিত হয় কেন?

3 marks এর প্রশ্ন :

1. ক্ষুদ্র উন্মেষযুক্ত অবতল দর্পণের (অথবা উত্তল দর্পণ) ক্ষেত্রে ফোকাস দূরত্ব ও বক্রতা ব্যাসার্ধের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন করো।
2. উত্তল লেন্স কীভাবে অসদ, বিবর্ধিত ও সমশীর্ষ প্রতিবিম্ব গঠন করে তা চিত্রসহ ব্যাখ্যা করো।
3. প্রিজমের মধ্য দিয়ে আলোকরশ্মির প্রতিসরণের ফলে উৎপন্ন চ্যুতিকোণের রাশিমালা নির্ণয় করো।
4. কোনও উত্তল লেন্সের সামনে 2f দূরত্বে অবস্থিত বস্তুর প্রতিবিম্ব গঠন রেখাচিত্রের মাধ্যমে দেখাও এবং উৎপন্ন প্রতিবিম্বের প্রকৃতি কী হবে তা লেখো।
5. চিত্রসহ প্রমাণ করো, আয়তাকার কাচের স্ল্যাবে আলোর প্রতিসরণের ফলে আপতিত রশ্মি ও নির্গত রশ্মি সর্বদাই পরস্পর সমান্তরাল হয়।
6. একটি প্রিজমের কোণ 60^0। রশ্মির আপতন কোণ 30^0 ও চ্যুতিকোণ 15^0 হলে প্রিজম থেকে আলোকরশ্মি কত কোণে নির্গত হবে? প্রিজমে আপতন কোণ বাড়ালে চ্যুতিকোণ কীভাবে পরিবর্তিত হয়?
7. শুদ্ধ ও অশুদ্ধ বর্ণালির মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখো। শুদ্ধ বর্ণালি গঠনের শর্তগুলি লেখো।
8. স্বল্পদৃষ্টি কী? এইপ্রকার ত্রুটির কারণ কী? কোন ধরনের লেন্স ব্যবহার করে এর প্রতিকার করা যায়?
9. দিনেরবেলায় পৃথিবী থেকে আকাশ নীল দেখায় কেন? বায়ুমণ্ডল না থাকলে পৃথিবীর আকাশকে কেমন দেখাত ও কেন?

(চলবে)

পরীক্ষায় ত্রুটিমুক্ত উত্তর লেখার পরামর্শ

সুতপা সোহহং, *শিক্ষক*
শিলিগুড়ি

২০২৫ মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক দরজায় কড়া নাড়ছে। ছাত্রছাত্রীরা অবশ্যই এখন অন্তিম পর্বের চূড়ান্ত প্রস্তুতিতে ব্যস্ত। ভালোভাবে পড়া এবং বিষয়বস্তু মনে রাখার পাশাপাশি সুন্দরভাবে উত্তরপত্রে লেখাও কিন্তু ভালো ফলাফলের জন্য অপরিহার্য। পরীক্ষার উত্তরপত্রের জন্য প্রস্তুতি কেমন হওয়া উচিত আলোচনা করলেন শিক্ষক সুতপা সোহহং।

বিষয়বস্তু সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও পরীক্ষায় অনেকসময় উত্তর কীভাবে লিখতে হয় তা না জানার কারণে নম্বর কম আসে। ত্রুটিমুক্ত ও ভালো উত্তর লেখার কিছু উপায় এখানে রইল :

- উত্তর লেখার আগে কিছু সময় নিয়ে পুরো প্রশ্নপত্রটি ভালোভাবে পড়তে হবে। প্রশ্নে ঠিক কী উত্তর চাইছে এটা বুঝতে পারলেই অর্ধেক কাজ এগিয়ে যায়। অপ্রাসঙ্গিক লেখা এড়াতে ও সঠিক উত্তর লেখার জন্য প্রশ্নের প্রকৃতি বোঝা অপরিহার্য।
- প্রশ্নে ঠিক কী চাইছে বোঝার পর মনে মনে বা চাইলে শেষ পাতায় উত্তরের একটা খুব সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট কাঠামো তৈরি করতে পারো। প্রধান প্রধান পয়েন্টগুলো সেক্ষেত্রে শুধুমাত্র একটা বা দুটো শব্দ ব্যবহার করে লিখে নিলে একদিকে যেমন পুরো উত্তর লেখার সময় কোনও পয়েন্ট ছাড়া পড়ার সম্ভাবনা থাকবে না, অন্যদিকে লিখতে সময়ও কম লাগবে।
- একটানা না লিখে এক প্রসঙ্গ থেকে আরেক প্রসঙ্গে গেলে অনুচ্ছেদে ভাগ করে লিখবে। একেকটি অনুচ্ছেদের মধ্যে একাধিক পয়েন্ট থাকলে সেগুলোকে নাম্বারিং, ব্লক ডায়াগ্রাম ইত্যাদি করে আকর্ষণীয় ও সহজে পরীক্ষকের চোখে পড়ার মতো করে লিখতে হবে।
- কোনওকিছুর সংজ্ঞা দিতে হলে বা প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে উদাহরণ দিতে হবে। ক্ষেত্রবিশেষে ছবি, ম্যাপ দিতে পারলে উত্তরের গুণমান আরও বৃদ্ধি পায়।
- ব্যাকরণগত ও অর্থগত ত্রুটি ও বানান ভুল যেন লেখায় না থাকে সেদিকে নজর রাখতে হবে।
- উত্তর সহজ, সংক্ষিপ্ত ও সুনির্দিষ্ট হতে হবে। অহেতুক জটিল ভারী শব্দ ও অপ্রাসঙ্গিক কথা ব্যবহার করা যাবে না।
- উপস্থাপনার দিকে নজর দিতে হবে। যেমন প্রধান প্রধান শব্দ বা পয়েন্টের নীচে দাগ দিয়ে পরীক্ষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে হবে। সেক্ষেত্রে অন্য রং-এর কালি দিয়ে দাগ দিলে আরও ভালো। শব্দ ও বাক্যের মধ্যে যথেষ্ট ফাঁক রেখে লিখতে হবে। পরিষ্কার ও সুন্দর হাতের লেখা হতে হবে।

সবশেষে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটি মাথায় রাখতে হবে তা হল পরীক্ষা দিতে বসে চাপমুক্ত ও উদ্বেগমুক্ত থাকতে হবে। তা না হলে খুব ভালো করে পড়া টপিকও ভালো করে লেখা সম্ভব হবে না।

পরিকল্পনা ও অনুশীলন সফলতার চাবিকাঠি

২০২৫ সালের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা আসন্ন। হাতে সময় রয়েছে কমবেশি দুই মাস। এই স্বল্প সময়ের মধ্যে সঠিক পরিকল্পনা, স্ব-অধ্যয়ন এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে অতি সহজেই চূড়ান্ত সাফল্য অর্জন করা সম্ভব।

সমাপ্তি দেব, *শিক্ষক*
শিলিগুড়ি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

প্রথমেই প্রতিটি বিষয়ের জন্য সময় নির্ধারণ এবং রুটিন করে নাও। অন্যান্য বিষয়ের মতো ইংরেজি বিষয়েরও সময় নির্ধারণ করে একটি রুটম্যাপ করে নাও। ইংরেজি বই এর 'Captain of the Team' হল Text Book, কারণ Text Book-এর 4টি Prose, 4টি Poem, 1টি Play বিশদভাবে পড়লে তোমরা 'Seen Part' এর SAQ, MCQ, BTQ এবং Textual Grammar-এ খুব ভালো প্রস্তুতি নিতে পারবে ও ভালো নম্বর অর্জন করতে পারবে। প্রতি সপ্তাহে একটি করে Prose, একটি করে Poem বিশদভাবে পড়লে মোট চারটি সপ্তাহ অর্থাৎ এক মাস সময় প্রয়োজন। এরপর একটি Play-র জন্য একটি পুরো সপ্তাহ। এভাবে সময় বরাদ্দ করে সম্পূর্ণ Text Book ভালোভাবে আয়ত্ত করে নাও।

ইংরেজি 'Unseen Part' (Section--B)-তে ভালো নম্বর তোলা কঠিন নয়। প্রতিনিয়ত অভ্যাস এবং অনুশীলন করলে এই অংশটুকুর উপর দক্ষতা অর্জন করা সম্ভব। সাম্প্রতিক কিছু বিষয় সম্পর্কে অবহিত থাকা প্রয়োজন, যেমন- Train Accident, Abolishing of Tram, Storm, Dengue ইত্যাদি। টেস্ট পেপারস, ইংরেজি সংবাদপত্র unseen চর্চার গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম।

এরপর আসছে 'Writing Part'-এর মধ্যে রয়েছে--1 : Official Letter [a. Editorial Letter b. Letter to the Head of the Institution c. Letter to the Bank Manager d. Letter to the Post Master]

নিম্নলিখিত কিছু Editorial letter-এর বিষয় দেওয়া হল :

1.Indiscriminate use of loudspeaker.
2.Bad conditions of road.
3.Irregular clearance of garbage.
4.Reckless driving.
5.Hawker free footpath.
6.Bad condition of government hospitals.
7. Price hike of essential commodities.
8. Unhealthy food items sold in and around the school affecting the health of the students.
9. Deforestation.
10. Child Marriage.
11. Misuse of Mobile phones etc.

Writing-এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয় Report Writing অনুশীলনের জন্য কিছু বিষয় উল্লেখ করা হল :

1. Annual Day Celebration.
2. Teachers' Day Celebration.
3. Blood Donation Camp.
4. Dengue Awareness Camp.
5. Cleanliness Drive Programme.
6. School Magazine

তোমাদের সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত Precis Writing গুরুত্ব দিয়ে সঠিকভাবে অনুশীলন করবে। সর্বশেষ এবং বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজ হল নিজের ত্রুটি ও দুর্বলতাগুলোকে চিহ্নিত করা এবং সেগুলোকে সংশোধনের মাধ্যমে নিজেকে পরিমার্জন করে তোলা। এর জন্য প্রতিনিয়ত সময় নির্ধারণ করে মক টেস্টের মাধ্যমে নিজেকে নিখুঁতভাবে প্রস্তুত করে তুলতে হবে। মনে রাখবে, সঠিক রূপরেখা এবং নিরলস পরিশ্রমই তোমাদের লক্ষ্য অর্জনের একমাত্র চাবিকাঠি।

ভাবতে শেখো, প্রকাশ করো

বিষয় : সামাজিক মাধ্যম ব্যবহারে সচেতনতা।

সেলিনা পারভীন
প্রথম বর্ষ
শিলিগুড়ি কলেজ

বর্তমান সময়ে বিভিন্ন সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম, যেমন- ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ প্রভৃতি আমাদের জীবনের অঙ্গ হয়ে উঠেছে। কিন্তু তাদের বিভিন্ন নেতিবাচক দিক রয়েছে। যার জন্য আমাদের সচেতন থাকা দরকার। অনেকেই তাদের দৈনিক সময়ের অনেকটাই সোশ্যাল মিডিয়ায় অতিবাহিত করেন। সেইজন্য অনেকসময় তাঁরা তাঁদের দৈনিক কাজ করতে অসুবিধার সম্মুখীন হন। আবার কখনো-কখনো নিজের শরীর-স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিতেই ভুলে যান। সেইজন্য আমাদের যতটা সম্ভব কম সময় সামাজিকমাধ্যমে অতিবাহিত করা উচিত।

বর্তমান সময়ে সামাজিক মাধ্যম ছাত্রসমাজের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলছে। তারা তাদের পড়াশোনায় অমনোযোগী হয়ে উঠছে। বিশেষত সামাজিক মাধ্যমের প্রতি যুবসমাজের অতিরিক্ত আগ্রহ তাদের অপরাধপ্রবণ করে তুলছে। যুবসমাজকে নেশাগ্রস্ত করে তুলেছে সামাজিক মাধ্যম। তাই যুবসমাজ যদি সামাজিক মাধ্যম ব্যবহার করা থেকে বিরত থাকতে পারে তাহলে তাদের ভবিষ্যৎ আরও বেশি সুরক্ষিত ও সুন্দর হবে।

বিভিন্ন সামাজিক মাধ্যম আমাদের অনেক ক্ষেত্রে অসামাজিক করে তুলছে। পূর্বের ন্যায় এখন মানুষের একে অপরের সঙ্গে আত্মিক যোগাযোগ কমে গিয়েছে। এখন সবই সামাজিক মাধ্যম নির্ভর। যার ফলে অসামাজিক আচরণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

এছাড়াও রিলস, ছবি, ভিডিও প্রভৃতির মাধ্যমে নিজেকে দুনিয়ার সামনে পরিচিত করার প্রবণতা বেড়েছে। মানুষ অনেকসময় নিজের জীবনের ঝুঁকি নিয়ে ছবি, ভিডিও, রিলস প্রভৃতি বানিয়ে থাকেন। যার ফলে অনেকসময় প্রাণহানি ও দুর্ঘটনা ঘটে। আমাদের নিজেদের সুস্থ-সুরক্ষিত থাকার জন্য, আমাদের সামাজিক মাধ্যমের প্রতি অতিরিক্ত নেশা পরিত্যাগ করা উচিত।

সামাজিক মাধ্যমের কিছু ইতিবাচক দিক থাকলেও এর নেতিবাচক দিকগুলি যথেষ্ট ক্ষতিকারক। সেইজন্য আমাদের সকলেরই সচেতনভাবে ব্যবহার করা উচিত।

কখনও আত্মবিশ্বাস হারাবে না

আমার প্রিয় ভাই-বোনেরা যারা ২০২৫ সালে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসতে চলেছ তাদের জানাই অনেক অভিনন্দন। যেহেতু তোমরা বিগত এক বছর ধরে প্রচুর অধ্যবসায় ও মনঃসংযোগের মাধ্যমে বিরাট সিলেবাসকে কভার করছ, তাই আশা করব তোমাদের অঙ্কের সিলেবাস খুব সুন্দরমতো কভার হয়ে গেছে এবং এই সময় মূলত তোমরা প্র্যাকটিসে মনোনিবেশ করছ। এক্ষেত্রে একটা কথা তোমাদের বলে রাখি, সারাবছর পাঠ্যবই এর প্রতিটি অধ্যায়ের অঙ্ক অভ্যাস করা যতটা গুরুত্বপূর্ণ ততটাই প্রয়োজনীয় মার্কস ডিস্ট্রিবিউশন সম্পর্কে একটা প্রাথমিক ধারণা রাখা।

আমার কথা যদি বলি, তাহলে আমি সারাবছর পাঠ্যবইয়ের প্রতিটি অধ্যায়ের অঙ্কই প্র্যাকটিস করেছি এবং টেস্টের পর থেকে অঙ্ক প্র্যাকটিসের সময়টা আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। টেস্টে আমার নম্বর আশানুরূপ না হলেও আমি নিজের ওপর বিশ্বাস হারাইনি! এক্ষেত্রে টেস্ট পেপারের অঙ্ক প্রশ্নপত্র সমাধান করা খুব জরুরি বলে আমি মনে করি।

সিলেবাসের ২৬টি অধ্যায়ের মধ্যে

টপার্স টিপস

২০২৪ মাধ্যমিকে আলিপুরদুয়ার ম্যাক উইলিয়াম উচ্চবিদ্যালয়ের ছাত্র স্বর্ণাভ দত্ত ৯৭ শতাংশ নম্বর পেয়ে জেলায় শীর্ষস্থান অধিকার করেছে। গণিতে প্রাপ্ত নম্বর ৯৯ । বর্তমানে সে বিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র এবং ভবিষ্যতে ডাক্তার হতে চায়। এবছর মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভকামনা জানিয়ে গণিত বিষয়ে নিজের প্রস্তুতির খুঁটিনাটি পড়াশোনা বিভাগে জানাল **স্বর্ণাভ দত্ত**।

আমার সবথেকে বেশি পছন্দের ছিল জ্যামিতির অংশ যা আমি প্রচুর প্র্যাকটিস করেছি মাধ্যমিকের আগে। শুধুমাত্র মনোযোগ দিয়েই না বরং আনন্দের সঙ্গে অঙ্ক প্র্যাকটিস করা অভ্যাস করেছি। আমি মনে করি ভালো রেজাল্ট করতে হলে পড়াশোনার মধ্যে আনন্দটা খুঁজে নেওয়া দরকার। উপপাদ্য এবং এক্সট্রা জ্যামিতির কথায় যদি আসি তাহলে সেগুলো যে আমি একবার করে প্র্যাকটিস করে রেখে দিয়েছি এমনটা নয়। আমি সেগুলো বারংবার প্র্যাকটিস মনে রেখেছি এবং এর ফলে পরীক্ষায় উপপাদ্য লেখার সময় আমার কোনওরকম সমস্যাই হয়নি। মনে হচ্ছিল যেন একটার পর একটা লাইন চোখের সামনে ভেসে উঠছে। উচ্চতা ও দূরত্বের অঙ্কগুলোতে ছবি আঁকার সময় মাঝেমধ্যেই আমার ছোট-ছোট সামান্য ভুল হয়ে যেত, সেজন্য আমি এই অধ্যায়ে বিশেষ জোর দিয়েছিলাম। পরীক্ষার আগে আমার শিক্ষক মহাশয়রা বলতেন যে, প্রশ্নপত্র কঠিন হলে একটা অঙ্ক নিয়ে বসে না থেকে, যেগুলো scoring part যেমন উপপাদ্য, সম্পাদ্য, এক্সট্রা জ্যামিতি এগুলো চটপট করে ফেলতে হবে। তারপরে সেই অংশ করতে হবে যেটাতে পুরো আত্মবিশ্বাস রয়েছে। এরপর কঠিনের দিকে যেতে হবে। যদিও আমি পরীক্ষার সময় sequence বজায় রেখেই করেছিলাম, এতে পরীক্ষকের খাতা দেখতে সুবিধে হয়। আমার উত্তরপত্র প্রায় পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নই ছিল আর প্রতিটা অঙ্কের পরে মোটামুটি দুই আঙুল করে ফাঁকা রেখে পরের অঙ্কটি শুরু করেছিলাম। এতে খাতাও পরিষ্কার থাকে আর পরীক্ষকের খাতা দেখতেও সুবিধা হয়। পরীক্ষার শেষ ঘণ্টা বাজার ১৫ মিনিট আগেই আমার সব উত্তর লেখা হয়েছিল। ফলে আমি খাতা চেক করার সুযোগ পেয়েছিলাম।

সুতরাং নিজের ওপর বিশ্বাস রাখো আর প্র্যাকটিস করে যাও। এতে পরীক্ষার ফল অবশ্যই ভালো হবে। প্রত্যেকের জন্য অনেক শুভকামনা রইল।

পথকুকুরদের রোজ দুপুরে খাওয়ান ছবি

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ২৫ ডিসেম্বর : পথকুকুরদের না খাওয়ালে তাঁরও খাওয়া হয় না। প্রতিদিন মাথাভাঙ্গা শহরের বিভিন্ন মোড়ে ঘুরে ঘুরে পথকুকুরদের ভাত সেইসঙ্গে মাছ কিংবা মাংস খাওয়ান তিনি। শহরের ওই পশুপ্রেমীর নাম ছবি সাহা। মাথাভাঙ্গা শহরের ৮ নম্বর ওয়ার্ডে তাঁর বাড়ি।

তাঁর কথায়, 'যতদিন বেঁচে থাকব ততদিন আমি যে সমস্ত পথকুকুরকে দুপুরবেলার খাবার দিয়ে আসছি, তাদের কাউকে অভুক্ত রাখব না।' এই মন্ত্রকে অবলম্বন করেই গত তিনবছর ধরে ঝড়-জল-বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে চেষ্টা করছেন পথকুকুরদের পেট ভরানোর। প্রতিদিন দুপুরে ছবি টোটোয় চেপে শহরের পশ্চিমপাড়া মোড়, কলেজ মোড়, ময়নাতলি মোড়, নবজীবন সংঘ মোড় এবং অন্যান্য মোড়ে ঘোরেন। পথকুকুরদের দেখে টোটো থেকে নেমে পাত্রে খাবার বেড়ে দেন। কোনওদিন ২০ আবার কোনওদিন সংখ্যাটা বেড়ে দাঁড়ায় ২৫ থেকে ২৬-এ।

এতগুলো পথকুকুরের জন্য প্রতিদিন সাড়ে চার কেজি চালের ভাত রান্না করতে হয় তাঁকে। তবে শুধু ভাতই নয়, কোনওদিন পাতে পড়ে ব্রয়লারের মাংস বা মাছ। ছবি জানান, পথকুকুররা ছোট মাছ খেতে পারে না, তাই তাদের জন্য কাতলা, বোয়াল বা পাঙাশ মাছের ব্যবস্থা

পরম স্নেহে পথকুকুরদের এভাবেই খাওয়ান পশুপ্রেমী ছবি সাহা।

করতে হয়। এছাড়া, খরচ সাশ্রয় করতে মুরগির মাথা এবং পায়ের দিকের মাংস বিক্রেতাদের কাছ থেকে কম দামে কিনে নেন। বেকারিগুলিতে গিয়ে পাউরুটি এবং পাউরুটির ছাঁটও কিনে আনেন মাঝেমধ্যে। এছাড়া দুধ, বিস্কুট ইত্যাদিও রয়েছে।

এলাহি আয়োজনে খরচও তো অনেক? হাসিমুখে বললেন, 'সবমিলিয়ে প্রতিদিন প্রায় ৬০০ টাকা খরচ হয়। আমার নিজস্ব আয় নেই। তাই স্বামী এবং ছেলেই টাকা দেয়। নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারে প্রতিদিন এত টাকা বাড়তি খরচ করাটা কঠিন, বুঝি। কিন্তু ওদের খাওয়াতে না পারলে আমারও গলা দিয়ে ভাত নামে না।'

অন্যদিকে, মাথাভাঙ্গায় প্রতিদিন পথকুকুরদের পাউরুটি খাওয়ানোর ব্যবস্থা করেছে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'হ্যাপি টু হেল্প'। সংস্থাটির সম্পাদক প্রদীপ্ত দাম বলেন, 'এই শহরে একজন মহিলা এভাবে পথকুকুরদের দুপুরের খাবার খাওয়াচ্ছেন। এতদিন এটা জানতামই না। খুব তাড়াতাড়ি ওই পশুপ্রেমীর সঙ্গে দেখা করব।'

১০ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অনুপম সরকার, দীপা সরকাররা রোজ ছবিকে দেখেন পরম স্নেহে পথকুকুরদের খাবার বেড়ে খাওয়াতে। অনুপমের কথায়, 'শুধু খাবার দেওয়াই নয়, একদিন এক জখম পথপুকুরকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে চিকিৎসা করিয়ে সুস্থ করে তুলেছিলেন। এখন এসব তো দেখাই যায় না।'

বইমেলায় কেনাকাটা সেরে বাড়ির পথে। বুধবার কোচবিহারে জয়দেব দাসের তোলা ছবি।

১৬ হাজার গ্রন্থের কান্না

কোচবিহারের উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে মহারাজাদের আমলের ১৬ হাজার বই ও পুঁথি রয়েছে। তার মধ্যে বহু দুষ্প্রাপ্য বইও এখানে রয়েছে। তবে এই বইগুলি সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে, আলোকপাত করলেন শিবনাথ দে, কোচবিহার জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক।

বইমেলা

ইতিহাসের খনি উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগার।

বইপত্রের দিক থেকে সবসময়ই কোচবিহার একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। আমাদের কোচবিহার জেলায় এমন কিছু দুষ্প্রাপ্য বই বা পুঁথি রয়েছে যা অন্য কোথাও খুব একটা নেই। স্বাভাবিকভাবেই পাঠকদের কাছে এখানকার বাড়তি একটি গুরুত্ব থাকে। জেলাতে যে ১১০টি লাইব্রেরি আছে তার মধ্যে ৪-৫টি লাইব্রেরির বয়স ১০০-এরও বেশি। স্বাভাবিকভাবেই সেখানে শতাধিক বছরের পুরোনো বই মজুত রয়েছে।

পুরোনো বইয়ের কথা উঠলে উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারের কথা প্রথমেই বলতে হবে। এখানে মহারাজাদের আমলের ১৬ হাজার বই ও পুঁথি রয়েছে। 'দ্য করোনেশন', এইচএন চৌধুরীর লেখা 'দ্য কোচবিহার স্টেট অ্যান্ড ইটস ল্যান্ড রেভিনিউ সেটলমেন্ট', 'অ্যানাটমি অফ দি আর্টারিজ', 'ইন্ডিয়ান জুলজি', 'গ্লিম্পস অফ বেঙ্গল'-র মতো বহু দুষ্প্রাপ্য বই এখানে রয়েছে। তবে অস্বীকার করার জায়গা নেই যে, এই বইগুলি সঠিকভাবে সংরক্ষণের জন্য পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে। আমরা প্রতিনিয়ত সেই সমস্যাগুলি মিটিয়ে পাঠকদের কাছে ভালো জায়গা তুলে ধরার চেষ্টা করছি।

আসলে পুরোনো বই মানুষের ইতিহাস তুলে ধরে। কোনও পাঠক বইমেলা থেকে বই কিনে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার পর ১০ বছর পর সেই বইটি তার বাড়িতে থাকবে কি না গ্যারান্টি নেই। কিন্তু লাইব্রেরিগুলিতে প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে সেই বই ইতিহাস বহন করে চলবে। তাই ইতিহাস রক্ষার ক্ষেত্রে লাইব্রেরিগুলি বড় ভূমিকা নেয় বলে আমি মনে করি।

কোচবিহারের মহারাজারা শিক্ষানুরাগী ছিলেন। ফলে তাঁদের কাছে প্রচুর বই মজুত ছিল। সেই অমূল্য সম্পদগুলি এখনও পাঠকদের জন্য রাখা রয়েছে। মহারাজাদের সেই ইতিহাসগুলি প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে চলবে লাইব্রেরির মধ্য দিয়েই।

একটি মানুষের পুঁথিগত শিক্ষা শুরু হয় স্কুলজীবন থেকে। কিন্তু সবাই যে পড়াশোনা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারে তা তো নয়। কিন্তু শেখার কোনও সময় বা বয়স হয় না। তাই একটি মানুষের মধ্যে অপরিপূর্ণ শিক্ষার ভাণ্ডারে নতুন করে রসদ জোগায় লাইব্রেরি। বিশেষ করে গ্রামীণ এলাকাগুলির লাইব্রেরি স্থানীয় এলাকায় জ্ঞানের ভাণ্ডার ছড়ায়। মানুষ বই পড়তে চায় না, একথা আমি বিশ্বাস করি না। কোচবিহারে যে বইমেলা চলছে এখানে প্রতিদিনই ভিড় হচ্ছে। পাঠকরা বই কেনাকাটা করছেন। লাইব্রেরিতেও নিয়মিত পড়াশোনা চলে। মানুষের জ্ঞানের সাক্ষরতার অন্যতম মাধ্যম এই বইমেলা।

অনুলিখন : শিবশংকর সূত্রধর

বিপন্ন নথি

- কোচবিহারের উত্তরবঙ্গ রাষ্ট্রীয় গ্রন্থাগারে মহারাজাদের আমলের ১৬ হাজার বই ও পুঁথি রয়েছে
- এইচএন চৌধুরীর লেখা 'দ্য কোচবিহার স্টেট অ্যান্ড ইটস ল্যান্ড রেভিনিউ সেটলমেন্ট'-এর মতো দুষ্প্রাপ্য বইও রয়েছে
- এছাড়া জেলাতে যে ১১০টি লাইব্রেরি আছে তার মধ্যে শতবর্ষ অতিক্রান্ত ৪-৫টি লাইব্রেরিতেও পুরানো বই রয়েছে
- তবে অস্বীকার করার জায়গা নেই যে, বইগুলি সংরক্ষণের জন্য পরিকাঠামোর অভাব রয়েছে

শীতের পোশাকের চরিত্র বদল

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২৫ ডিসেম্বর : আগে বড়দিন মানেই ছিল হাড় কাঁপানো শীত আর তার সঙ্গে হুহু হাওয়া। এখন সেই শীতের চরিত্র বদলে গিয়েছে। এখন সকাল থেকেই চড়া রোদ, আবার রোদ পড়তেই হালকা শীতের ছোঁয়া। তবে বাইরে যতটা শীত বোঝা যাচ্ছে, ঘরের ভেতর সেই আমেজ অনেকটাই কম। আর আবহাওয়ার এই খামখেয়ালিপনার কারণে বদলাচ্ছে শীতের ফ্যাশনও।

তথাকথিত চাদর বা ভারী সোয়েটার জড়ানোর চাইতে এখন হালকা শীতের পোশাকেই স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করছে নবীন থেকে প্রবীণ সকলেই। তাই শীত মানে এখন আর শুধু উলের পোশাক কিংবা আলোয়ান নয়। তার বদলে সংযোজন হয়েছে নিত্যনতুন স্টাইলের হালকা শীতের পোশাক। আর তার ব্যতিক্রম নয় দিনহাটাও। যেমন- স্থানীয় বাসিন্দা পায়েল সরকারের কথায়, 'এখন ভারী পোশাক পরলে গরম লাগে আবার না পরলেও ঠান্ডা অনুভব হয়। সেক্ষেত্রে খুব ভারী কিছু না পরে হালকা শীতের পোশাকেই বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করি।'সেক্ষেত্রে হুডি বা সোয়েট শার্টটাই তাঁর অন্যতম পছন্দ বলে তিনি জানান।

অন্যদিকে, শীতকাতুরে শ্যামল রায় একসময় তাপমাত্রার পারদ খানিক নেমে গেলেই খোঁজ করতেন ভারী চাদরের। তাঁর কথায়, 'চাদর বা আলোয়ান যথেষ্ট আরামদায়ক হলেও, ওগুলো পরে কাজ করতে সমস্যা হয়। সেক্ষেত্রে হেয়ার উলের হালকা সোয়েটার অনেক সুবিধার।' এছাড়া কলেজ পড়ুয়া অমৃতা চৌধুরী জানাচ্ছেন শীতের পোশাক হিসেবে তাঁর পছন্দ উলের কুর্তি কিংবা হাইনেক।

গত কয়েক বছরে আবহাওয়ার খামখেয়ালির কারণে অনেকটাই বদলেছে শীতের চরিত্র। এরফলে আগের হাড়কাঁপানো শীত এখন অনেকটাই সহনশীল। তাই শীতের পোশাক বলতে এখন আর কেবল আগেকার মতো ভারী ভারী পোশাক নয় বরং তার বদলে সকলের আলমারিতে স্থান পায় তুলনামূলক হালকা শীতবস্ত্র। সেদিক থেকে ক্রেতাদের চাহিদার তালিকায় প্রথম পছন্দ হিসেবে থাকছে সোয়েট শার্ট, ক্যাপ হুডি, উইন্ডচিটার, ফ্যান্সি কার্ডিগান, হেয়ারউলের সোয়েটার ও হাইনেকের মতো হালকা শীতের পোশাক।

আর বদলে যাওয়া এই শীতের ফ্যাশনের কথা মাথায় রেখে পসরা নিয়ে তৈরি বিক্রেতারাও। শহরের এক বস্ত্র ব্যবসায়ী রাহুল সাহার কথায়, 'গত কয়েক বছরে প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় শীতবস্ত্রের ব্যবসা অনেকটাই কমেছে। যেটুকু চাহিদা রয়েছে তা হালকা শীতের পোশাকের।' তবে বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই আবার চেরা উলের কুর্তিও পছন্দ করছে।

এদিকে প্রকৃতির খামখেয়ালিপনা এবং বদলে যাওয়া শীতের ফ্যাশনকে গ্রহণ করলেও ট্রাংকে রাখা পুরোনো শীত পোশাকের কথা মনে পড়ে খানিক স্মৃতিমেদুর হয়ে পড়েন যাটোর্ধ্ব উজ্জ্বলা দাস। তাঁর কথায়, 'আগে তো এত পোশাকের ধরন ছিল না। তাই শীত বলতে আমাদের কাছে ছিল দিদা-ঠাকুমা বা মা-মাসি-পিসির হাতে বোনা উলের সোয়েটার বা মাঙ্কি ক্যাপ।'

নয়া ট্রেন্ড

- এখন আর শুধু উলের পোশাক কিংবা আলোয়ানের চাহিদা নেই
- তার বদলে চাহিদা বেড়েছে নিত্যনতুন স্টাইলের হালকা শীতের পোশাকের
- ক্রেতাদের চাহিদার তালিকায় প্রথম পছন্দ হিসেবে থাকছে সোয়েট শার্ট, ক্যাপ হুডি
- মেয়েদের চাই ফ্যান্সি কার্ডিগান, হেয়ারউলের বা হাইনেক সোয়েটার
- গত কয়েক বছরে প্রকৃতির খামখেয়ালিপনায় শীতবস্ত্রের ব্যবসা অনেকটাই কমেছে

গাছ থেকে পেরেক খুলে হোর্ডিং সরাচ্ছেন গাছবন্ধু। -অপর্ণা গুহ রায়

গাছের গায়ে কাঁটা

উদ্ধার আড়াই কেজি পেরেক

তন্দ্রা চক্রবর্তী দাস

কোচবিহার, ২৫ ডিসেম্বর : কোচবিহার শহরের মাত্র দেড় কিলোমিটার রাস্তায় গাছ থেকে পাওয়া গেল প্রায় আড়াই কেজি পেরেক। শহরে এমনি গাছের সংখ্যা কমে আসছে। যে ক'টি রয়েছে তার অবস্থা সঙ্গিন। সেই গাছগুলো হয়ে গিয়েছে বিজ্ঞাপন ঝোলানোর জায়গা। বুধবার ক্রিসমাসের দিনেই একটি ক্রিসমাস ট্রি (অরকেরিয়া গাছ) সহ বেশ কয়েকটি গাছ থেকে উদ্ধার করা হয় এই পেরেকগুলো।

গাছে পেরেক পুঁতে অত্যাচার ক্রমশ বেড়েই চলছে। প্রশাসন থেকে শুরু করে বন দপ্তর, বৃক্ষপ্রেমী, পরিবেশপ্রেমী নানা ধরনের সংগঠন নানাভাবে প্রচার করার পরেও গাছের গায়ে পেরেক লাগিয়ে বিজ্ঞাপন ঝোলানো কোনওমতেই বন্ধ করা যাচ্ছে না।

কোচবিহার শহরের রাজবাড়ি স্টেডিয়ামের সামনে থেকে রাজরাজেন্দ্রনারায়ণ রোড ধরে যে ক'টি গাছ রয়েছে তার থেকে পেরেক উদ্ধার করতে নেমেছিল 'গাছ বন্ধু' নামে একটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা। সংস্থার পক্ষ থেকে জানা গেল, মাত্র ষোলোটা গাছের থেকে তোলা হয়েছে একটি বড় লোহার অ্যাঙ্গেল সহ প্রচুর পরিমাণ পেরেক। একটি গাছের মধ্যে তার দিয়ে লোহার অ্যাঙ্গেল বহুদিন ধরে এমনভাবে লাগানো ছিল যা খোলা এক প্রকার অসম্ভব হয়ে পড়ছিল। তারটি এমনভাবে গাছের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে যে তাকে বের করতে গেলে গাছটিকে কেটেই ফেলতে হবে। এদিন পেরেকগুলো খুলে নেওয়ার পরে ওজন করে দেখা গিয়েছে তার পরিমাণ প্রায় আড়াই কেজি।

কোভিডের সময় একটি গাছ কাটার প্রতিবাদে এই সংগঠনটা গড়ে উঠেছিল। কোচবিহারের বিভিন্ন ধরনের সংগঠন শুধুমাত্র গাছকে ভালোবেসে এই সংস্থার সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তারা প্রায়ই কোচবিহারে এই ধরনের অভিযান করে থাকেন বলে জানালেন সংস্থার প্রতিনিধিরা। তাঁরা জানালেন, একটা মানুষের গায়ে যদি আঘাত করা যায় তবে যেরকম তাদের কষ্ট হয়, ঠিক সেরকমই গাছেদের গায়েও পেরেক পুঁতলে গাছেদেরও সেরকমই কষ্ট হয়। আমরা নানাভাবে মানুষকে সচেতন করার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

কোচবিহারের ডিএফও আসিতাভ চট্টোপাধ্যায় বললেন, 'গাছের গায়ে পেরেক পুঁতলে গাছের যে ক্ষতি হয় তা অস্বীকার করার কোনও জায়গা নেই। এর ফলে গাছের পরিবহণতন্ত্র যেমন ক্ষতি হয় তেমনি গাছের বৃদ্ধিতে সমস্যা দেখা দেয়। পেরেক দিয়ে ক্ষতির সৃষ্টি হলে তাতে বাকলের ভিতরের অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ব্যাকটিরিয়া এবং ফাঙ্গাস খুব অনায়াসেই গাছের ভেতরে ঢুকে গাছে রোগের সৃষ্টি হয়। এছাড়াও গাছে এ ধরনের পেরেক পুঁতে বিজ্ঞাপন টাঙালে দেখতেও খুবই খারাপ লাগে।'

রিজার্ভারের সামনে থেকে ডাস্টবিন সরানোর দাবি

শুভ্রজিৎ বিশ্বাস

মেখলিগঞ্জ, ২৫ ডিসেম্বর : জলের রিজার্ভারের সামনে থেকে ডাস্টবিন সরানোর দাবি উঠছে মেখলিগঞ্জে। মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডে কালীপাড়া অ্যাথলেটিক ক্লাব সংলগ্ন এলাকায় একটি জলের রিজার্ভারের সামনে রয়েছে ডাস্টবিন। এলাকাবাসীর অভিযোগ, ডাস্টবিন পরিষ্কারের বিষয়ে পুরসভা যথেষ্টই দায়সারা। নিয়মিত পরিষ্কার না করার ফলে ডাস্টবিন সহ রিজার্ভার ও সংলগ্ন এলাকাটি বড় আস্তাকুঁড়ে পরিণত হচ্ছে। এলাকাবাসীর দাবি, সেই রিজার্ভারের সামনে থেকে পুরসভা ডাস্টবিন অন্যত্র সরিয়ে নিক। নয়তো নিয়মিত পরিষ্কারের ব্যবস্থা করুক পুরসভা।

এলাকার বাসিন্দা লিটন বিশ্বাস বলেন, 'জলের রিজার্ভারের পাশে ডাস্টবিন না রাখাই ভালো। গোটা জায়গাটাই এখন ডাস্টবিনে পরিণত হয়েছে। পাশেই কালী মন্দির রয়েছে। রিজার্ভারটি ব্যবহারের উপযুক্ত করে তোলা উচিত।' এলাকার বাসিন্দা বাবুদেব রায় বলেন, 'এই বিষয়ে পুরসভায় জানিয়েছি। সেখান থেকে দুজন এসে তা দেখে গেলেও সমস্যা মেটেনি। ডাস্টবিনগুলো নিয়মিত পরিষ্কার করা ও রিজার্ভারে জলের সংযোগ দেওয়ার দাবি জানাই।' মেখলিগঞ্জ পুরসভার ৫ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার সোমা ভৌমিকের বক্তব্য, 'এর আগেও সাফাইকর্মীদের নিয়ে সেই জায়গাটি পরিষ্কার করিয়েছি। এলাকার বাসিন্দাদের সচেতনতার অভাব রয়েছে। বিষয়টি দেখা হবে।'

মেখলিগঞ্জ পুরসভার তরফে শহরকে পরিচ্ছন্ন রাখতে ও শহরের আবর্জনা থেকে সার তৈরির জন্য বিগত দিনে পুরসভার ৬ নম্বর ওয়ার্ডে আবর্জনা থেকে সার তৈরির প্রসেসিং প্ল্যান্ট বসানো হয়েছিল। সেই অনুযায়ী শহরের বাড়ি বাড়ি থেকে আবর্জনা সংগ্রহের জন্য বালতি বিলি করার পাশাপাশি শহরের বেশ কয়েকটি জায়গায় বসানো হয়েছিল আবর্জনা সংগ্রহের জন্য ডাস্টবিন। ওই জলের রিজার্ভারের পাশেও তিনটি ডাস্টবিন বসানো হয়েছিল। যার মধ্যে একটি চুরি হয়ে গিয়েছে, একটি ভেঙে গিয়েছে ও একটি ভালো রয়েছে। অনেকেই বিভিন্ন আবর্জনা সেখানে ফেলে থাকেন। রিজার্ভারের পাশেই একটি কালী মন্দির রয়েছে। মঙ্গলবার, শনিবার সেখানে বহু পুণ্যার্থী পুজো করতেও আসেন। তাই এলাকা আবর্জনামুক্ত করার দাবি উঠছে। রিজার্ভারটিও বহুদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে রয়েছে। রিজার্ভারটি ব্যবহারের উপযুক্ত করে তোলা হোক বলেও দাবি উঠছে।

বড় দিনে সান্তার রংয়ে লালে লাল। বুধবার এনএন পার্কে অপর্ণা গুহ রায়ের তোলা ছবি।

জন্মবার্ষিকী

তুফানগঞ্জ, ২৫ ডিসেম্বর : বিজেপি ৫ নম্বর শহর মণ্ডলের তরফে প্রয়াত প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীর শততম জন্মবার্ষিকী পালন করা হল। এদিন দলীয় কার্যালয়ে দলীয় নেতৃত্ব ও কর্মীরা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর প্রতিকৃতিতে মাল্যদান ও পুষ্পার্ঘ্য নিবেদন করে শ্রদ্ধা জানান। উপস্থিত ছিলেন দলের জেলা সহ সভাপতি উজ্জ্বলকান্তি বসাক, শহর মণ্ডল সভাপতি বিপ্লব চক্রবর্তী সহ অন্যরা।

জরুরি তথ্য

ব্লাড ব্যাংক

(বুধবার সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত)

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল

এ পজিটিভ	১
এ নেগেটিভ	১
বি পজিটিভ	৩
বি নেগেটিভ	১
এবি পজিটিভ	২
এবি নেগেটিভ	২
ও পজিটিভ	১
ও নেগেটিভ	৩

মাথাভাঙ্গা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	২
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	১
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	১
এবি নেগেটিভ	২
ও পজিটিভ	৫
ও নেগেটিভ	০

দিনহাটা মহকুমা হাসপাতাল

এ পজিটিভ	১০
এ নেগেটিভ	০
বি পজিটিভ	৪
বি নেগেটিভ	০
এবি পজিটিভ	১২

মিলন আড্ডায় আপ্লুত ৩৫ প্রবীণ

বিশ্বজিৎ সাহা

মাথাভাঙ্গা, ২৫ ডিসেম্বর : ময়নাগুড়ির ইন্দিরা মোড়ের রতনলাল লস্কর (৭৫) ষাটের দশকে মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলের ছাত্র ছিলেন। বুধবার স্কুলের লালবাড়িতে প্রবীণদের 'স্মৃতি রোমন্থন মিলন আড্ডা'য় এসে দীর্ঘদিন পর স্কুলজীবনের বন্ধুদের সঙ্গে দেখা পেয়ে আবেগে আপ্লুত হয়ে পড়েন। সকালে সহপাঠী হরিগোপাল সাহাকে দেখতে পেয়ে তাঁর গলা জড়িয়ে ধরেন। বন্ধুর আলিঙ্গনে আপ্লুত হরিগোপালবাবুও।

এদিনের আড্ডায় যোগ দেন ৩৫ জন। সকলেরই উদ্দীপনা তাদের শরীরী ভাষায় প্রকাশ পাচ্ছিল। ষাটোর্ধ্ব হওয়ায় সকলেরই গায়ে ইতিমধ্যে প্রবীণের তকমা লেগে গিয়েছে। তাঁদের প্রতি কমবয়সিদের আচরণে অনেকেই বুঝতে পেরেছেন যে সমাজের সব ক্ষেত্রে তাঁরা আর এখন মানানসই নন। এদিন সকালে এবছরের স্মৃতি রোমন্থন মিলন আড্ডার রেজিস্টারে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করার পর গরম গরম লুচি, বাঁধাকপির ঘণ্ট আর রসগোল্লা সহযোগে প্রাতরাশ সারেন সকলেই। অবসরপ্রাপ্ত স্বাস্থ্যকর্মী বিধান ভট্টাচার্য বাড়িতে স্ত্রীর কড়া নজরদারিতে ইচ্ছে থাকলেও খাবারের সীমা অতিক্রম করতে পারেন না। তবে এদিনের আড্ডায় স্ত্রীর নজরদারি নেই, তাই বাড়তি বেশ কয়েকটি লুচি খেয়ে নিলেন তিনি। এদিন যেন সকলেরই নিয়ম ভাঙার প্রতিযোগিতা ছিল।

এরকমটা যে হতে পারে তা মাথায় ছিল স্মৃতি রোমন্থন মিলন আড্ডা কমিটির যুগ্ম সম্পাদক সদ্য অবসরপ্রাপ্ত বন বিভাগের রেঞ্জ অফিসার সজল পালের। সজলবাবু নিজেও ভোজনরসিক তাই এদিন প্রাতরাশ এবং মধ্যাহ্নভোজের মেনু নিজের দায়িত্বে তিনি তৈরি করেছেন। খাবার তৈরির দায়িত্বপ্রাপ্ত কেটারিং সংস্থাকেও তেলমশলা কম দেওয়ার নির্দেশ ছিল তাঁর। ফলে প্রাতরাশের মতো মধ্যাহ্নভোজেও অনেকেই নিয়ম ভেঙে একাধিক মাছের পিস তৃপ্তি করে খেয়েছেন। অনেকের বাড়িতে রসগোল্লা না ঢুকলেও এদিন সবাই ছিলেন লাগামছাড়া।

সদস্যদের এক শোভাযাত্রা শহর পরিক্রমা করে স্কুলে ফিরে আসে। আড্ডার সভাপতি মনোনীত হন অবসরপ্রাপ্ত বিচারক সুকুমার চক্রবর্তী। ২০১৯ সালের পর করোনা পরিস্থিতি এবং অন্যান্য কারণে গত ৪ বছর আড্ডা বসেনি লালবাড়িতে। শেষবারের আড্ডায় যোগ দেওয়া ১৯ জন সদস্য প্রয়াত হওয়ায় তাদের স্মরণে ১৯টি মোমবাতি প্রজ্বলন করা হয় এবং ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়। এবছর সবচেয়ে দূর থেকে আড্ডায় যোগ দেন রতনলাল লস্কর। সেই সূত্রে তিনিই কেক কাটার দায়িত্ব পান। রঞ্জন কাহালির উদ্বোধনী সংগীতে তবলায় যোগ্য সংগত দেন কালিদাস রায়। এরপর সারাদিন চলে স্মৃতিচারণ। আড্ডায় যোগ দেওয়া ৮৭ বছরের প্রবীণ যতীন্দ্রনাথ সাহা, সোমেশ ভদ্র, মরণ সরকার, তপনকুমার পাল, বিদ্যুৎকান্তি চন্দ, শচীন্দ্রকুমার সাহা, আশিস পাল, নারায়ণচন্দ্র সাহা, কামাখ্যাপ্রসাদ রায়, প্রদীপকুমার মৈত্র, ইন্দ্রদেব সাহা, পার্থসারথি উপাধ্যায়দের সকলেই কেউ স্কুলজীবনের বিভিন্ন ঘটনা যেমন তুলে ধরেন আবার কারও বাথরুম-সংগীত এদিন স্বীকৃতি পেল।

মাথাভাঙ্গা হাইস্কুলের লালবাড়িতে মিলন আড্ডা। ছবি : বিশ্বজিৎ সাহা

আবাস তালিকায় আরও ৩০ হাজার

গৌরহরি দাস

কোচবিহার

- বাংলার আবাস যোজনায় কোচবিহারে নতুন নাম সংযোজন
- নতুন করে আরও ৩০ হাজার নাম তালিকাভুক্ত
- একথা কার্যত স্বীকার করেছেন অতিরিক্ত জেলা শাসক সোমেন দত্ত
- খবর জানাজানি হতেই কোচবিহারে খুশির হাওয়া

কোচবিহার, ২৫ ডিসেম্বর : বাংলার আবাস যোজনার ঘরের তালিকা নিয়ে কোচবিহারজুড়ে ক্ষোভ ছড়িয়েছে। এনিয়ে শুকটাবাড়িতে পথ অবরোধ সহ নানা জায়গায় ক্ষোভ ছড়িয়েছে। এটা যে বড় সমস্যা হতে চলেছে তা ভালোই আঁচ করছে তৃণমূল নেতৃত্ব। এরপরই এনিয়ে দলের রাজ্য নেতৃত্বের কাছে তদ্বির করে জেলা নেতৃত্ব। এই প্রকল্পে কোচবিহারে যাতে আরও ঘর দেওয়া হয় এব্যাপারে সম্প্রতি জনপ্রতিনিধিদের সঙ্গে জেলায় একটি উচ্চপর্যায়ের প্রশাসনিক বৈঠকও হয় বলে বিশেষ সূত্রে খবর। তারপরই বার্তা আসে, কোচবিহারে নতুন করে আরও ৩০ হাজার নাম ওই তালিকায় সংযোজিত হবে। এ কথা জানাজানি হতেই কোচবিহারে খুশির হাওয়া। একথা কার্যত স্বীকার করেছেন কোচবিহার জেলা পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা শাসক সোমেন দত্ত।

জেলায় ৩৫ লক্ষাধিক মানুষের বাস। বাংলা আবাস যোজনায় গরিবদের ঘর করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় রাজ্য সরকার। প্রকল্পের বিবরণে প্রকাশ, এজন্য তিন দফায় মোট এক লাখ ২০ হাজার টাকা দেবে রাজ্য। প্রথম ধাপে ৬০ হাজার, দ্বিতীয় ধাপে ৪০ হাজার ও শেষ ধাপে ২০ হাজার টাকা মিলবে। এজন্য প্রথমে তিন লক্ষ ৯৩ হাজার নাম জমা পড়েছিল। কিন্তু ঝাড়াই-বাছাইয়ের পর এক লক্ষ ১০ হাজার নাম প্রাথমিকভাবে তালিকায় রাখে প্রশাসন। গত ২১ ডিসেম্বর থেকে তালিকাভুক্তদের নিজ নিজ ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রথম ধাপের টাকা দেওয়া শুরু হয়। ওই এক লক্ষ ১০ হাজারের বাইরে আরও লক্ষাধিক নাম অপেক্ষার তালিকায় রয়েছে বলে খবর।

বুধবার এ সম্পর্কে তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক (হিপ্পি) সামাজিক মাধ্যমে পোস্ট করে লেখেন, 'কোচবিহার জেলার নাগরিকদের জন্য সুখবর। আবাস যোজনার ঘরে প্রথম অনুমোদিত তালিকায় স্থায়ী অপেক্ষার তালিকা থেকে আরও ৩০ হাজার নাম সংযোজিত হচ্ছে।' জেলা পরিষদের দায়িত্বপ্রাপ্ত অতিরিক্ত জেলা শাসক সোমেন দত্ত অভিজিতের পোস্টের বিষয়টি একপ্রকার স্বীকার করে বলেন, '৩০ হাজার এরকম কোটা অফিশিয়ালি আমরা এখনও পাইনি। তবে স্থায়ী অপেক্ষার তালিকা থেকে আরও নাম নেওয়া হবে।'

শুকটাবাড়ি সহ কোচবিহারের নানা জায়গায় প্রচুর গরিব মানুষ আছেন, যাঁদের মাথা গোঁজার ঠাঁই নেই। তাঁদের অনেকেই ওই তালিকাভুক্ত নন। এমন অভিযোগে জেলাজুড়ে ক্ষোভ ছড়ায়। কোচবিহার-১ ব্লকের শুকটাবাড়িতে এনিয়ে কিছুদিন আগে দীর্ঘক্ষণ কোচবিহার-মাথাভাঙ্গা সড়ক অবরোধ হয়েছিল। ঘটনার প্রতিবাদে গ্রাম পঞ্চায়েতের তৃণমূলের ১৯ জন গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য সহ ২৪ জন জনপ্রতিনিধি পদত্যাগ করেছিলেন। শুধু শুকটাবাড়িই নয়, দিনহাটা সহ অন্যত্রও ক্ষোভ ছড়ায়। এই ঘটনা যে ২০২৬-এর বিধানসভা ভোটের আগে বড় আকার নেবে তা বুঝতে বিলম্ব হয়নি জেলা তৃণমূল নেতৃত্বের। তারপরই এই সিদ্ধান্ত বলে মনে করা হচ্ছে।

কোচবিহার মিনাকুমারী চৌপথি থেকে বাদুর বাগান মোড় পর্যন্ত বড়দিনের ভিড়। বুধবার। ছবি : জয়দেব দাস

পুলিশ বন্ধুর সাফল্য

বীরপাড়া, ২৫ ডিসেম্বর : শুধু চোর ধরাই নয়, পিছিয়ে পড়াদের আলোও যে দেখাতে পারে খাকি উর্দিধারী, সেটাই প্রমাণ করছে আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের 'পুলিশ বন্ধু' কোচিং সেন্টারগুলি। পিছিয়ে পড়া পরিবারের ছেলেমেয়েদের চাকরির প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় বসার জন্য ওই সেন্টারে বিনা পয়সায় কোচিংয়ের ব্যবস্থা করেছে আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশ। তত্ত্বাবধায়ক খোদ জেলা পুলিশ সুপার ওয়াই রঘুবংশী।

এবছরই মার্চে এখান থেকে ১৬ জন সেনাবাহিনীতে অগ্নিবীর হিসেবে যোগ দেওয়ার সুযোগ পান। দলসিংপাড়ার সেন্টার থেকে এবার শিবম মাহালি ও তারানা খাতুন সিআইএসএফে এবং মোহনকুমার শা সিআরপিএফে সুযোগ পেয়েছেন। লংকাপাড়ার সেন্টার থেকে বিএসএফে যোগ দেওয়ার সুযোগ পেয়েছেন রবিন ওরাওঁ। মঙ্গলবার চারজনকেই সংবর্ধনা দেন পুলিশ সুপার। দুটি সেন্টারেই কোচিং দেন বীরপাড়ার মদন সরকার। তাঁর কথায়, 'ওদের সাফল্য আমার কাছে বিরাট প্রাপ্তি। পিছিয়ে পড়া পরিবারের ছেলেমেয়েদের পাশে দাঁড়ানোর সুযোগ দিয়েছেন এসপি।'

জঙ্গিদের পাশে থাকলে

প্রথম পাতার পর

পুলিশের সোর্স হিসাবে যাঁরা কাজ করতেন, গ্রামগঞ্জে কে কোথায় এল-গেল, তার খবর দিতেন, তাঁরা এখন আর খবর দেন না।

কারণ শুনলে অবাক হবেন। সোর্স হিসাবে কাজ করে তাঁরা থানা থেকে সোর্সমানি পেতেন। এখন আর পুলিশ সোর্সমানি দেয় না। কয়লা, গোরু পাচারের বখরার মতো সোর্সমানিও লুটে নিচ্ছে পুলিশের একাংশ। যে কারণে সোর্সকে দেওয়ার আর টাকা থাকছে না। খবরে প্রকাশিত হয়েছে, এক সোর্স বলছেন, টাকা পাই না তো খবর কেন দেব? ঠিকই তো, কিছু পেতে হলে তো কিছু দিতেই হয়।

এদিকে জঙ্গি এসে ঘুরে যাচ্ছে, আত্মীয়ের বাড়িতে থাকছে। ভোটার কার্ড বানিয়ে ফেলছে। অথচ গোয়েন্দারা কিছুই জানতে পারছেন না। পুলিশের কাছে খবর থাকছে না। এর চেয়ে লজ্জার আর কী আছে! শোনা যায় গ্রামবাংলায় সিভিক ভলান্টিয়াররা সোর্স হিসেবে কাজ করেন। তাহলে ধরে নিতে হবে, সিভিক ভলান্টিয়াররাও সোর্সের কাজ করা ছেড়ে দিয়েছেন। দেশের ইন্টেলিজেন্স এজেন্সিগুলি কি ঘুমিয়ে আছে? এক্ষেত্রেও কি সেই সোর্সমানির লুটের তত্ত্ব? নাকি গোয়েন্দাদের দক্ষতার ধার কমে গিয়েছে! নাকি গোয়েন্দারা 'চরবৃত্তি'র পারদর্শিতা হারিয়ে ফেলেছেন! আগে তো গন্ধেই পুলিশ, গোয়েন্দারা টের পেয়ে যেত, কার বাড়িতে কী লুকিয়ে আছে।

রাজনৈতিক দলগুলি এ নিয়ে পারস্পরিক চাপানউতোর, মেরুকরণের রাজনীতি, ভোটব্যাংক ইত্যাদি যুক্তি খোঁজে। একপক্ষ বিএসএফকে দোষে তো আরেক পক্ষ এ রাজ্যের সরকারি ব্যবস্থাকে দোষে। সবকিছুতেই রাজনীতি খোঁজা একটা 'কালচার' হয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘটনা ঘটলেই টিভিতে শাসক ও বিরোধীর তর্জা অবধারিত। অথচ ভাবুন, কত বড় বিপদের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। কোথায় সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা? দেশের নিরাপত্তা ব্যবস্থা কোথায়? প্রশ্ন উঠবে না?

কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলছেন, তৃণমূল কংগ্রেসের সঙ্গে গলা মিলিয়ে জঙ্গিরা মহানন্দে ভারত বিরোধী কার্যকলাপ করে চলেছে। জঙ্গিদের আধার কার্ড, ভোটার কার্ড তৈরি করে দিতে তৃণমূল সহযোগিতা করেছে। তৃণমূলের বড় নেতা কুণাল ঘোষ পালটা বলছেন, জঙ্গিরা বাংলাদেশ থেকে যখন এ দেশে আসছে, তখন বিএসএফ কি ঘুমোচ্ছে? পাসপোর্ট, ভিসা, ভোটার কার্ড, আধার কার্ড ইত্যাদি তো কেন্দ্রের সংস্থাগুলো তৈরি করে।

কুণালবাবুর কথায় ইঙ্গিত, যা হয়েছে, তাতে রাজ্য সরকারের দায় নেই। সবটাই কেন্দ্রের ব্যাপার। আসলে ঘটনার পর আমরা বাইরের দিকে নজর রাখি। গভীরে না গিয়ে শুরু হয়ে যায় রাজনীতি। তারপর সবাই ভুলে যায়। গোড়ার গলদে কেউ নজর দেয় না। সমাজের সর্বস্তরে ভাইরাসের মতো ছড়িয়ে রয়েছে অসংখ্য মৌলবাদী। যারা ভাইরাসের মতো অহরহ মৌলবাদী কার্যকলাপের চেষ্টা চালিয়ে যায়। তাদের চিহ্নিত করে চরম শাস্তি না দিলে কখনোই বন্ধ হবে না মহম্মদ শাদ রাডিদের মতো জঙ্গিদের দুষ্কর্ম।

পুরকর্মীকে

প্রথম পাতার পর

কোন বিল্ডিং প্ল্যান বৈধ আর কোনটি ভুয়ো তা নিয়ে আতঙ্কে রয়েছেন তাঁরা। সবটা খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলেই জানিয়েছেন পুর চেয়ারম্যান।

গত কয়েকবছরে উত্তমের সম্পত্তি ফুলেফেঁপে উঠেছে বলে বিরোধীদের অভিযোগ। তাঁর একাধিক বাড়ি, জমি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল নেতারাই। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক শহরের এক তৃণমূল নেতার কথা, 'কয়েক বছরের মধ্যেই উত্তমের হাবভাব বদলে গিয়েছে। প্রচুর সম্পত্তির মালিক হয়েছে। দলের আগেই নজর দেওয়া উচিত ছিল।' কিছুদিন আগে হঠাৎ করেই শহরে একটি ক্লাব তৈরি করেছেন উত্তম। ঘটা করে সামাজিক মাধ্যমে তাঁর প্রচার চলছে। ১ জানুয়ারি ক্লাব ভবনের দ্বারোদঘাটনে প্রধান অতিথি হচ্ছেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী। মন্ত্রী ও তাঁর ছেলের ছবি দিয়ে প্রচারপত্র তৈরি হয়েছে। তৃণমূলের অন্দরে কান পাতলেই শোনা যাচ্ছে, আর এক যুব নেতার সঙ্গে মনোমালিন্যর কারণে কিছুদিন থেকে দলের মধ্যে অনেকটাই কোণঠাসা হয়ে পড়েছেন উত্তম। তাই ক্ষমতা জাহির করতেই ক্লাব তৈরির পরিকল্পনা করেছেন।

গোটা বিষয়টি ইতিমধ্যেই রাজ্য নেতৃত্বকে জানিয়েছেন কয়েকজন কাউন্সিলার। তৃণমূলের দিনহাটা শহর ব্লক সভাপতি বিশু ধরের বক্তব্য, 'পুরসভা তাদের মতো করে তদন্ত করে পদক্ষেপ করবে। দল তাতে পদক্ষেপ করবে না। কেউ দোষী হলে দল তার পাশে দাঁড়াবে না।'

নদীর বালি-পাথর বাংলাদেশে পাচার ঠেকাতে উদ্যোগ

অবৈধ খাদান, রিপোর্ট তলব নবান্নের

কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর : রাজ্য সরকারের রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে চেল, ঘিস, লিজ, তিস্তা নদী থেকে পাথর তুলে চ্যাংড়াবান্ধা সীমান্ত দিয়ে তা বাংলাদেশে পাচার করা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই নবান্নে এই নিয়ে অভিযোগ জমা পড়েছে। তারপরই এই নিয়ে দার্জিলিং, জলপাইগুড়ি ও আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসকের কাছে রিপোর্ট চেয়ে পাঠিয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয়। সংশ্লিষ্ট জেলার পুলিশ সুপারদের কাছেও পৃথকভাবে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। লোকসভা নির্বাচনের পর নবান্নে প্রশাসনিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়েছিলেন, যে সমস্ত বালি ও পাথর খাদানের টেন্ডার করা হয়নি বা টেন্ডার হলেও লিজ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি, সেগুলিকে দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে। কারণ, টেন্ডার বা লিজ প্রক্রিয়া সম্পন্ন না হওয়ার ফলে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে অবৈধ খাদান চলছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশের পরও তা না হওয়ায় এবার জেলা শাসকদের কাছ থেকে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। পুলিশ কেন পাচার বন্ধ করতে পারছে না, তা নিয়েও পুলিশের কাছ থেকে পৃথক রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে।

নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, লালফিতের ফাঁসে ২০১৭ সাল থেকে অনেকগুলি খাদানের লিজ প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়নি। সেগুলি আটকে থাকায় ওই জায়গায় নতুন করে লিজ দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না। আবার ওই সংলগ্ন এলাকাতেই অবৈধভাবে বালি ও পাথর খাদান শুরু হয়েছে। মূলত প্রশাসনের স্থানীয় স্তরের একাংশের মদতেই সেগুলি চলছে। কিছুদিন আগে মুখ্যমন্ত্রী উত্তরবঙ্গ সফরে গিয়ে এই নিয়ে প্রশাসনিক কর্তাদের প্রকাশ্যেই ভর্ৎসনা করেন। কয়েকজন ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক বদলিও হন। কিন্তু তারপরেও সমস্যার সমাধান হয়নি। এর ফলে কালোবাজারি ব্যাপক পরিমাণে বেড়ে গিয়েছে। ফলে ন্যায্যমূল্যের থেকে অতিরিক্ত দাম দিয়ে স্থানীয় মানুষকে বালি ও পাথর কিনতে হচ্ছে। নবান্নের এক কর্তা বলেন, 'বাজারে চাহিদার থেকে জোগান কম হলে কালোবাজারি বাড়বেই। সব ঘাটের নিলাম না হওয়ায় পর্যাপ্ত জোগানও নেই। সেই কারণেই প্রশাসনিক কর্তাদের কাছ থেকে এই নিয়ে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছে। চলতি মাসের মধ্যেই সেই রিপোর্ট জমা দিতে বলা হয়েছে। জানুয়ারি মাসের মধ্যে নিলাম না হওয়া ঘাটগুলির লিজ প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ করার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে।'

শুধু উত্তরবঙ্গ নয়, দক্ষিণবঙ্গেও একই সমস্যা রয়েছে। সেই কারণে গোটা রাজ্যেই বালি ও পাথর খাদানগুলি নিয়ে প্রশাসনিক কর্তাদের রিপোর্ট চাওয়া হচ্ছে। এই মুহূর্তে সামাজিক প্রকল্প চালাতে রাজ্য সরকারের প্রচুর টাকা খরচ হচ্ছে। নতুন করে আবাস যোজনার টাকাও রাজ্য মেটাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে নিজস্ব আয় বাড়াতে না পারলে সামাজিক প্রকল্প চালানো সম্ভব হবে না। সেই কারণেই লিজ না হওয়া বালি ও পাথর খাদানগুলি নিয়ে নড়েচড়ে বসল নবান্ন।

তিস্তায় বালি তোলার অনুমতি দিল রাজ্য

জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের দোমোহনির কাছে তিস্তায় বালির স্তর।

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বর : অবশেষে দীর্ঘ পাঁচ বছর পর তিস্তা থেকে বালি তোলার অনুমতি দিল রাজ্য সরকার। জলপাইগুড়ি জেলার চারটি জায়গায় তিস্তা থেকে বালি উত্তোলনের টেন্ডার ডাকল ওয়েস্টবেঙ্গল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ট্রেডিং কর্পোরেশন। পাশাপাশি জেলারই চেল নদীর ১৩টি, নেওড়ায় ১টি, ঘিস নদীর ২টি জায়গা এবং কোচবিহারের রায়ডাক ও জলঢাকা নদী থেকেও বালি তোলার অনুমতি দেওয়া হয়েছে। জেলা শাসক শামা পারভিন বলেন, 'আমরা তিস্তা থেকে বালি উত্তোলনের প্রস্তাব রাজ্যের খনিজ দপ্তরের কাছে পাঠিয়েছিলাম। নদীর চারটি জায়গায় বালি উত্তোলন করার জন্য টেন্ডার করা হয়েছে।'

গত বছর সিকিমের লোনাক লেক বিপর্যয়ের পর তিস্তা নদীতে বালির স্তর জমে যাওয়ায় নদীর জলধারণক্ষমতা কমেছে। সেচ দপ্তর থেকে তিস্তায় 'ড্রেজিং' করার জন্য ডিপিআর পাঠিয়েছে রাজ্যের কাছে। এই অবস্থায় বৈধভাবে তিস্তা থেকে বালি উত্তোলনের অনুমতি মেলায় একদিকে যেমন অবৈধ কারবার বন্ধ হবে অন্যদিকে নদীবক্ষের গভীরতাও বাড়বে।

করোনাকালের আগে ২০১৯ সালের শেষদিক থেকেই তিস্তা থেকে বালি তোলা বন্ধ রাখা হয়েছিল। ফলে এই সময়ে অবৈধভাবে সরকারি রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে দেদার বালি তোলা হচ্ছিল। পুলিশ ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের লাগাতার অভিযানেও বালি তোলা বন্ধ করা যায়নি। বিভিন্ন মহল থেকে প্রশাসনের কাছে আবেদন জমা পড়ছিল আইনিভাবে বালি তোলার অনুমতির জন্য। এমনকি গত কয়েক বছর ধরে জেলা প্রশাসন থেকে রাজ্যের কাছে তিস্তার একাধিক জায়গা থেকে বালি তোলার অনুমতি চেয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েও সাড়া মিলছিল না।

তিস্তায় জায়গা বিশেষে ৪ ফুট থেকে ৮ ফুট পর্যন্ত বালির স্তর জমে গিয়েছে। নদী তার খাত বদল করেছে। কমেছে জলধারণক্ষমতা। তিস্তার অবস্থা যে বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে তা মানছেন সেচকর্তারা। সেচ দপ্তরের উত্তর-পূর্ব বিভাগের চিফ ইঞ্জিনিয়ার কৃষ্ণেন্দু ভৌমিক বলেন, 'তিস্তার ৩৩ কিমি এলাকাজুড়ে বালি তোলার জন্য ড্রেজিং করার ডিপিআর রাজ্যকে পাঠানো হয়েছে। যা সিদ্ধান্ত এখন রাজ্য নেবে।'

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য খনিজ উন্নয়ন ও ট্রেডিং নিগম লিমিটেড সূত্রে জানা গিয়েছে, জলপাইগুড়ি জেলায় তিস্তা নদীবক্ষের ৪৪ হেক্টর বালি তোলার জন্য টেন্ডার করা হয়েছে। যারমধ্যে জলপাইগুড়ি সদর ব্লকের দুটি জায়গায় ১০.৫৭০ হেক্টর এবং ১৮.৪১০ হেক্টর নদী এলাকা, মাল ব্লকে ৩.৭১০ হেক্টর এবং ময়নাগুড়ি ব্লকে ১০.০৪০ হেক্টর নদী এলাকায় বালি তোলা হবে। তিস্তা ছাড়াও মাল ব্লকের চেল নদীর ১৩টি এবং ঘিস নদীর ২টি, মেটেলির নেওড়া নদীর ১টি এবং কোচবিহারের তিনটি নদীর চারটি জায়গায় অনুমতি দিয়েছে নিগম। যারমধ্যে তোর্ষা নদীর দুটি জায়গায় ৬.১৫০ ও ৫.৪৬০ হেক্টর, জলঢাকায় ২.৭৭০ হেক্টর, রায়ডাক-২ নদীতে ৪.৮৪০ হেক্টর এলাকায় বালি উত্তোলনের অনুমতি দিয়ে নিগম থেকে টেন্ডার ডাকা হয়েছে।

আগামী বর্ষার আগে তিস্তা সহ অন্যান্য নদী থেকে বালি উত্তোলন করা না গেলে নদীগর্ভ আরও বালি জমে অগভীর হয়ে পড়বে। ফলে নদীগুলির জলধারণক্ষমতা আরও কমে গিয়ে বন্যা পরিস্থিতি তৈরির আশঙ্কা রয়েছে। তবে ৪টি জায়গার টেন্ডার হওয়ায় কিছুটা স্বস্তি মিলেছে জেলা প্রশাসনে।

পাচারে নাগাল্যান্ড, মায়ানমার যোগের প্রমাণ

শিলিগুড়ির পথে ইয়াবা, উদ্ধার অসমে

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

শিলিগুড়ি, ২৪ ডিসেম্বর : মায়ানমার থেকে নাগাল্যান্ড হয়ে উত্তরবঙ্গে ঢোকার আগেই অসমে উদ্ধার হল ৪৫ কোটি টাকার ইয়াবা ট্যাবলেট। মঙ্গলবার রাত ১২টা নাগাদ অসমের হাথিখিরা এলাকায় অভিযান চালিয়ে শ্রীভূমি পুলিশ ওই বিপুল পরিমাণ মাদক আটক করে। অসম পুলিশ সূত্রে খবর, একটি ট্রাক থেকে দেড় লক্ষ ইয়াবা ট্যাবলেট (১৬ কিলোগ্রাম) উদ্ধার হয়েছে। এক পাচারকারীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করে জানা গিয়েছে, মাদকগুলি ধুবড়ি, বঙ্গাইগাঁও, শিলিগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, ডালখোলা সহ মোট এগারোটি জায়গায় সরবরাহ করার পরিকল্পনা করা হয়েছিল। শুক্রবারেই শিলিগুড়িতে মাদক সরবরাহের পরিকল্পনা ছিল কারবারিদের।

ধুবড়ি ও শিলিগুড়ি হয়ে বাংলাদেশ এবং আলিপুরদুয়ার হয়ে ভুটানে ইয়াবা পাঠানোর ছক কষা হয়েছিল। নাগাল্যান্ডের ট্রাক থেকে ট্যাবলেট ভর্তি প্যাকেটগুলি আলাদা রুটের চারটি ছোট পণ্যবাহী পিকআপ ভ্যান এবং তিনটি বাসে গোপন ঘাঁটিতে নিয়ে যাওয়ার পরিকল্পনা করেছিল মাদক কারবারিরা। তার আগেই পুলিশ তাদের ধরে ফেলে। অসম পুলিশের এক পদস্থ কর্তার বক্তব্য, 'সন্দেহভাজন দুই পাচারকারীকে ধরতে অভিযান শুরু হয়েছে। ট্রাক থেকে দুটি মোবাইল ফোন পাওয়া গিয়েছে। সেগুলির কল রেকর্ড খতিয়ে দেখা হচ্ছে। মাদক পাচারে অসমের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের যোগাযোগও পাওয়া গিয়েছে।'

মাদক পাচারের স্বর্গরাজ্য হয়ে উঠেছে ইন্দো-মায়ানমার-বাংলাদেশ সীমান্ত। প্রতিদিন চলছে কোটি কোটি টাকার মাদকের কারবার। উত্তর-পূর্ব ভারতে অতিসক্রিয় হয়েছে ছয়টি আন্তর্জাতিক পাচারচক্রের তিন হাজারেরও বেশি ড্রাগ পেডলার। ইয়াবা, ওয়ার্ল্ড ইজ ইওরস-এর পাশাপাশি রমরমা হয়েছে হেরোইন, ব্রাউন সুগার, গাঁজা, বিদেশি সিগারেট এবং সোনা পাচারের কারবার। ফলে ঘুম ছুটেছে নিরাপত্তা এজেন্সিগুলির।

মায়ানমারের টিড্ডিম ও মান্দালয় হয়ে চম্ফাই এবং সাগাইং ডিভিশনের সঙ্গে মণিপুরের ১০টি পৃথক পাচার রুটের সন্ধান পেয়েছেন গোয়েন্দারা। সেগুলিতে নিয়মিত অভিযানও চালাচ্ছে সেনাবাহিনী ও স্থানীয় পুলিশ। বাংলাদেশের কক্সবাজার, পটুয়াখালি ও কুড়িগ্রামে ৪০টিরও বেশি ইয়াবা সিন্ডিকেট সক্রিয় হয়েছে বলে খবর। মায়ানমার থেকে উত্তর-পূর্ব ভারত এবং উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন পাচার রুট হয়ে ইয়াবা এবং ওয়ার্ল্ড ইজ ইওরস পৌঁছোচ্ছে বাংলাদেশে। সম্প্রতি ইয়াবা সিন্ডিকেট ভুটানেও সক্রিয় হয়েছে। আলিপুরদুয়ার এবং অসম হয়ে ভুটানে ইয়াবা ঢুকছে। মানস জাতীয় উদ্যান হয়ে ভুটানে মাদক পাচার হচ্ছে বলে রিপোর্ট গিয়েছে দিল্লিতে।

শুধুমাত্র ইয়াবা পাচারে উত্তরবঙ্গে কাজ করছে দেড়শোর বেশি পেডলার। তাদের মধ্যে শিলিগুড়িতেই সক্রিয় ষাটজনের বেশি।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দাদের একটি সূত্র জানাচ্ছে, বর্তমানে উত্তর-পূর্ব ভারত এবং উত্তরবঙ্গ লাগোয়া বাংলাদেশ ও ভুটান সীমান্তে ৪০টিরও বেশি রুটে মাদক পাচার চলছে। একাধিক জঙ্গি গোষ্ঠী সরাসরি মাদকের কারবার নিয়ন্ত্রণ করছে। এই মুহূর্তে উত্তর-পূর্বে মাদক পাচারের সবথেকে বড় ঘাঁটি রয়েছে মিজোরামের চম্ফাইতে। সেখান থেকে সরাসরি মায়ানমারের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা হচ্ছে।

যে ছয়টি পাচারচক্র সক্রিয় তাদের মধ্যে দুটি চক্র পুরোপুরি জঙ্গিদের নিয়ন্ত্রণেই চলছে বলেই খবর। একাধিক জঙ্গি সংগঠনের যৌথমঞ্চ ইউনাইটেড ন্যাশনাল লিবারেশন ফ্রন্ট অফ ওয়েস্টার্ন সাউথ ইস্ট এশিয়া সেই কারবার নিয়ন্ত্রণ করছে। ফলে মাদক পাচারের টাকা দেশবিরোধী কার্যকলাপে ব্যবহার হওয়ায় উদ্বেগ বাড়ছে গোয়েন্দাদের।

'ফাঁদে পড়েছি', মেসেজ লিখে নিখোঁজ তরুণ

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বর : বড়দিনে স্ত্রী ও দুই মেয়ের সঙ্গে সময় কাটানোর পরিকল্পনা আগেই করে রেখেছিলেন। সেইমতো কাজ শেষ করে মঙ্গলবার রাতে মালদা থেকে শিলিগুড়ি ফেরার উদ্দেশ্যে ট্রেনে চেপেছিলেন। কিন্তু আশ্চর্যজনকভাবে ট্রেন থেকেই নিখোঁজ হয়ে গেলেন শিলিগুড়ির ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের হাকিমপাড়ার বাসিন্দা বছর চল্লিশের জয় অধিকারী।

পেশায় বেসরকারি সংস্থার কর্মী জয়ের বাড়ি আলিপুরদুয়ারে। কাজের সূত্রে শিলিগুড়িতে ঘরভাড়া নিয়ে তিনি পরিবারের সঙ্গে থাকেন। পরিবারের তরফে পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়িতে নিখোঁজ সংক্রান্ত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। উত্তর-পূর্ব রেলের জনসংযোগ আধিকারিক কপিঞ্জলকিশোর শর্মা বলছেন, 'সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ খতিয়ে দেখে ওই ব্যক্তির খোঁজ করা হবে।'

ঘটনার পর থেকে জয়ের পরিবারের সদস্যরা দুশ্চিন্তায় রয়েছেন। জয়ের স্ত্রী শ্রাবণী অধিকারী বলছেন, 'রাত পৌনে বারোটা নাগাদ ও আমায় হোয়াটসঅ্যাপে লিখে জানায়, সরাইঘাট এক্সপ্রেসে উঠেছে। কিন্তু একটি ফাঁদে পড়েছে। তাই সবকিছু খুলে বলতে পারছে না। কোনওরকমে মেসেজ করছে। ফাঁদ থেকে বেরিয়ে ফোন করবে বলেও জানায়। কিন্তু তারপর থেকেই ফোন বন্ধ। কোথাও ওর খোঁজ পাইনি।'

ঘটনার পর থেকে অনেকবার জয়ের পরিবারের সদস্যরা তাঁর সঙ্গে ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করেছেন। নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন, নিউ কোচবিহার স্টেশন সহ বিভিন্ন জায়গায় খোঁজ করা হলেও

তদন্তে ফুটেজ দেখছে রেল

জয়কে পাওয়া যায়নি। ইতিমধ্যে পরিবারের তরফে বিভিন্ন স্টেশনে ছবি দিয়ে যোগাযোগ করা হয়েছে। তাছাড়া সমাজমাধ্যমে জয়ের ছবি দিয়ে প্রচার চালানো হচ্ছে। বিষয়টি শোনার পরই ওয়ার্ড কাউন্সিলার সুজয় ঘটক টেলিফোনে শ্রাবণীর সঙ্গে কথা বলেন। পরে তিনি পানিট্যাঙ্কি ফাঁড়িতেও যোগাযোগ করেন।

ট্রেন থেকে হঠাৎ নিখোঁজ হয়ে যাওয়ার ঘটনায় জয়ের বন্ধুরা স্তম্ভিত। সৈকত দেবশর্মা নামে এক বন্ধুর কথায়, 'খুবই শান্ত স্বভাবের ছেলে ও। সবসময় কাজ নিয়েই ব্যস্ত থাকে। খারাপ কোনও সঙ্গ নেই। কী করে জয় নিখোঁজ হয়ে গেল, বুঝতে পারছি না।'

শীতের দার্জিলিংয়ে 'চোখ জুড়োবে' সাদা বাঘ

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২৫ ডিসেম্বর : এবার শৈলশহরে সাদা বাঘের দর্শন পাবেন পর্যটকরা। বড়দিন উপলক্ষ্যে বুধবার আকাশ এবং নাগমণি নামে সাদা বাঘ দুটিকে দর্শনার্থীদের জন্য চিড়িয়াখানায় ছেড়ে দেওয়া হয়। এদিন সন্ধ্যায় আবার নেদারল্যান্ড থেকে নতুন দুটি রেড পান্ডা দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় এসে পৌঁছেছে। নতুন দুই অতিথিকে এক মাসের জন্য কোয়ারান্টিনে রেখে চিড়িয়াখানায় ছেড়ে দেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্কের ডিরেক্টর বাসবরাজ হোলেইচি।

দার্জিলিং চিড়িয়াখানায় দেশ-বিদেশের বহু পশুপাখি রয়েছে। তবে সাদা বাঘ এই প্রথম এল বলেই দাবি করছে কর্তৃপক্ষ। গত ২২ নভেম্বর হায়দরাবাদ চিড়িয়াখানা থেকে সাদা বাঘ দুটিকে এই চিড়িয়াখানায় নিয়ে আসা হয়েছিল। এদিন চিড়িয়াখানায় দর্শক সংখ্যা বেশি থাকবে বলে আগে থেকেই বাঘ দুটিকে জনসমক্ষে আনার পরিকল্পনা হয়েছিল। এদিন চিড়িয়াখানায় ঢুকে সাত বছরের আকাশ এবং চার বছরের নাগমণিকে দেখে রীতিমতো উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েন পর্যটকরা।

কলকাতার খিদিরপুর থেকে এসেছিলেন অনুষ্কা পাঠক। তাঁর কথায়, 'প্রথমবার দার্জিলিংয়ে এসেই সাদা বাঘের দর্শন পেলাম। আমি নিজেকে খুব ভাগ্যবান বলে মনে করছি। কেননা জীবনে এই প্রথম সাদা বাঘ দেখলাম।' একইভাবে উচ্ছ্বসিত পূর্ব মেদিনীপুরের অনিন্দিতা বিশ্বাস। সপরিবার দার্জিলিং বেড়াতে আসা অনিন্দিতা এদিন বললেন, 'সাদা বাঘ তো সচরাচর কোথাও দেখা যায় না। এদিন চিড়িয়াখানায় এসেই সাদা বাঘ দেখে খুবই ভালো লাগছে।'

চিড়িয়াখানার ডিরেক্টর এদিন জানিয়েছেন, নেদারল্যান্ডের রটরডাম চিড়িয়াখানা থেকে এদিন সন্ধ্যায় দুটি রেড পান্ডা এখানে এসে পৌঁছেছে। মূলত প্রজননের কথা মাথায় রেখেই নেদারল্যান্ড থেকে এদের আনা হয়েছে।

বড়দিন ও নববর্ষ উপলক্ষ্যে এখন পর্যটকের ভিড়ে ঠাসা দার্জিলিং। প্রত্যাশিতভাবেই ভিড় বেড়েছে চিড়িয়াখানায়। পর্যটনের এই ভরা মরশুমে চিড়িয়াখানার অন্যতম আকর্ষণ হয়ে উঠেছে আকাশ ও নাগমণি। আগামীতে তারা আরও ভিড় টানবে বলে প্রত্যয়ী চিড়িয়াখানা কর্তৃপক্ষ। বাসবরাজের কথায়, 'এখানে সাদা বাঘ এই প্রথম এল। দুটি সাদা বাঘ এবং দুটি নতুন রেড পান্ডা আসায় দার্জিলিং চিড়িয়াখানার প্রতি পর্যটকদের আকর্ষণ আরও বাড়বে বলে আমরা আশাবাদী।'

পদ্মজা নাইডু হিমালয়ান জুলজিকাল পার্কের খাঁচায় সাদা বাঘ। বুধবার।

জোড়া স্পিনারের ভাবনা টিম ইন্ডিয়ার

ওপেনিংয়ে ফিরতে পারেন রোহিত

মেলবোর্ন, ২৫ ডিসেম্বর : জিঙ্গল বেল, জিঙ্গল বেল!

বড়দিন। উৎসবের আবহ। নিখাদ ছুটির দিন। বছর শেষের আবাহন।

তার মধ্যেই আগামীর যুদ্ধের প্রস্তুতি। রাত পোহালেই বক্সিং ডে টেস্ট। আর বক্সিং ডে টেস্টের আবহ ভারত ও অস্ট্রেলিয়া, দুই দলের জন্যই আক্ষরিক অর্থেই যুদ্ধ। ব্রিসবেন টেস্ট ড্র হওয়ার পর বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির ফল আপাতত ১-১। আগামীকাল মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে শুরু হচ্ছে সিরিজের চার নম্বর টেস্ট। যে দল জিতবে, তারা বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনালের দিকে একধাপ এগিয়ে যাবে। আর যারা হারবে, তাদের বিশ্ব টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপ ফাইনাল খেলার স্বপ্ন ধাক্কা খাওয়ার পাশে সিরিজ হারের দিকেও এগিয়ে যেতে হবে।

অস্ট্রেলিয়া বড়দিনের সকালেই তাদের বক্সিং ডে টেস্টের প্রথম একাদশ ঘোষণা করে দিয়েছে। ট্রাভিস হেডের কুঁচকির চোট নিয়ে জল্পনারও অবসান ঘটেছে। হেড অস্ট্রেলিয়ার প্রথম একাদশে রয়েছেন। আজ সকালের এমসিজি-তে হেড হাজির হয়ে ফিটনেস পরীক্ষা দিয়ে অনুশীলনও করেছেন। ১৯ বছরের তরুণ ওপেনার স্যাম কোনস্টাসের আগামীকাল টেস্ট অভিষেক হতে চলেছে। ফলে প্যাট কামিন্সদের নিয়ে সেভাবে কোনও জল্পনা আর নেই। বরং সিরিজের চার নম্বর টেস্টে অজিরা কীভাবে নিজেদের মেলে ধরে, সেদিকেই নজর ক্রিকেট দুনিয়ার।

টিম ইন্ডিয়ার ছবিটা সম্পূর্ণ আলাদা। ভারতীয় দলের প্রথম একাদশ এখনও ধোঁয়াশায় ভরা। বড়দিন বলে আজ ভারতীয় দলের কোনও অনুশীলন ছিল না। ক্রিকেটাররাও সারাদিনই ফুরফুরে মেজাজে মেলবোর্ন শহরের নানা প্রান্তে বড়দিনের উৎসবে শামিল হয়েছিলেন। সকালের দিকেই স্ত্রী অনুষ্কা শর্মাকে নিয়ে বিরাট কোহলি হাজির হয়েছিলেন স্থানীয় এক রেস্তোরাঁয়। উদ্দেশ্য, প্রাতরাশ করা। আচমকাই কোহলিকে দেখে ভিড় জমেছিল সেখানে। বাকিদের অনেকেই সান্তাক্লজের টুপি করে সমাজমাধ্যমে ছবিও দিয়েছেন। এমন উৎসবের আবহে বক্সিং ডে টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশ নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে। যার মধ্যে রয়েছে মূলত দুটি দিক। এক, এমসিজিতে কি ভারতীয় দল জোড়া স্পিনারে খেলবে? রবীন্দ্র জাদেজার প্রথম একাদশে থাকা একরকম নিশ্চিত। দ্বিতীয় স্পিনার হিসেবে নীতীশকুমার রেড্ডির পরিবর্তে কি ওয়াশিংটন সুন্দর দলে ঢুকবেন? জবাব নেই কোথাও। দুই, অধিনায়ক রোহিত শর্মা কি তাঁর পছন্দের ওপেনিংয়ে ফিরছেন? টিম ইন্ডিয়ার অন্দরমহল থেকে এমন সম্ভাবনার খবর রয়েছে। যদিও নিশ্চিতভাবে কেউ কিছু বলতে পারছেন না। রোহিত ওপেনিংয়ে ফিরলে তিন নম্বরে ব্যাট করবেন লোকেশ রাহুল। আর ছয় নম্বরে শুভমান গিল।

অস্ট্রেলিয়া বনাম ভারত
আজ শুরু চতুর্থ টেস্ট
সময় : ভোর ৫টা, **স্থান :** মেলবোর্ন
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও হটস্টারে

রোহিত শর্মা বৃহস্পতিবার ওপেন করলে লোকেশ রাহুলকে তিন নম্বরে দেখা যেতে পারে।

ব্যাটিং অর্ডারের এমন বদল কি ভারতীয় দলের ছন্দে ধাক্কা দিতে পারে? প্রশ্নটা উঠেছে। কিন্তু জবাব নেই আপাতত। পাশাপাশি মেলবোর্নের বাইশ গজ নিয়েও রয়েছে সংশয় ও ধোঁয়াশা। উইকেটে ভালোরকম ঘাস রয়েছে। ফলে নিশ্চিতভাবেই শুরুতে জোরে বোলাররা সাহায্য পাবেন। কিন্তু মেলবোর্নে প্রবল গরমের কারণে পালটা একটি দিকও সামনে আসছে। বলা হচ্ছে, পিচে যতই ঘাস থাকুক না কেন, গরমের দাপটে দু'তিনদিন পর থেকে এমসিজি'র পিচ ভাঙবে। তখন স্পিনাররা কার্যকরী হবেন। ক্রিকেটীয় বিশ্লেষণে রকমারি নানা দিক যেমন সামনে আসছে। তেমনই প্রাসঙ্গিকভাবে আরও একটি বিষয় নিয়েও চলছে চর্চা। চলতি সিরিজের তিনটি টেস্টে বারবার দেখা গিয়েছে, বল হাতে জসপ্রীত বুমরাহ (আজই আইসিসি টেস্ট বোলারদের র‍্যাংকিংয়ে শীর্ষস্থানে উঠে এসেছেন) বারবার একা পড়ে যাচ্ছেন। মহম্মদ সিরাজদের থেকে তেমন সাহায্য পাচ্ছেন না তিনি। বক্সিং ডে টেস্টের আসরে ছবিটা কি বদলাবে? তিন নম্বর পেসার হিসেবে আকাশ দীপের খেলার সম্ভাবনাও প্রায় নিশ্চিত। গাব্বা টেস্টে আকাশ বেশি উইকেট না পেলেও ভালো বল করেছিলেন। মেলবোর্নেও তিনি কি সেই ছন্দ ধরে রেখে বুমরাহর উপর তৈরি হওয়া চাপ কমাতে পারবেন?

ব্রিসবেন টেস্টের পর রবিচন্দ্রন অশ্বীন আচমকাই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়েছিলেন। তাঁর সিদ্ধান্তের ঘোর এখনও ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে রয়েছে। কিন্তু সেটা এখন ইতিহাস। আর বর্তমান হল কাল থেকে শুরু হচ্ছে বক্সিং ডে টেস্ট। যেখানে ৯০ হাজার দর্শকাসনের এমসিজি-তে টিম ইন্ডিয়ার জন্য ভালোরকম সমর্থন থাকবে। আদ্যন্ত ক্রিকেটীয় আবহে অশ্বীন অবসরের ঘোর কাটানোর পাশে টিম ইন্ডিয়ার কম্বিনেশন জল্পনার মধ্যেই শুরু হয়ে যাবে ব্যাট-বলের যুদ্ধ।

যার পরিণতি বারুদের স্তূপে বসে থাকা দুই দলকে কোন পথে নিয়ে যায়, সেটাই এখন দেখার।

হ্যাপি ক্রিসমাস... *(১) সান্তাক্লজের বেশে স্ত্রী সাক্ষী ও কন্যা জিভার সঙ্গে ধোনি। (২) বড়দিনে পরিবারের সঙ্গে এই ছবি পোস্ট করলেন গম্ভীর। (৩) স্ত্রী-সন্তানকে নিয়ে প্যাট কামিন্স। (৪) ক্রিসমাস ট্রি-র পাশে দাঁড়িয়ে বড়দিন উদ্‌যাপন হ্যারি কেনের। (৫) ফিনল্যান্ডে বরফের মাঝে খালি গায়ে অন্যরকম সেলিব্রেশন ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডোর।*

শঙ্কা কাটিয়ে ফিট হেড স্বস্তিতে অস্ট্রেলিয়া

মেলবোর্ন, ২৫ ডিসেম্বর : হ্যাপি ক্রিসমাস। ছুটির মেজাজে গোটা দুনিয়া। বৃহস্পতিবার বক্সিং ডে টেস্টে নামার আগে ফুরফুরে মেজাজে প্যাট কামিন্সরাও।

বুধবার বড়দিন থাকায় ভারত বা অস্ট্রেলিয়া- কারোরই মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে প্র্যাকটিস সেশন ছিল না। সকালের দিকটায় পরিবারের সঙ্গে এমসিজি-তে সময় কাটালেন অজি ওপেনার উসমান খোয়াজা। আর অজি ম্যানেজমেন্টের স্বস্তি বাড়িয়ে পুরোপুরি ফিট হয়ে উঠেছেন চলতি বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির কেন্দ্রীয় চরিত্র ট্রাভিস হেড। ফলে তাঁকে রেখেই ম্যাচের আগের দিন চতুর্থ টেস্টের প্রথম একাদশ ঘোষণা করল ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়া। প্রত্যাশিতভাবেই দুইটি পরিবর্তন অজিদের প্রথম এগারোয়। অভিষেক হতে চলেছে ওপেনার স্যাম কোনস্টাসের। চোটের জন্য ছিটকে যাওয়া জোশ হ্যাজেলউডের জায়গায় ফিরেছেন পেসার স্কট বোল্যান্ড।

মঙ্গলবার অস্ট্রেলিয়ার কোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড জানিয়েছিলেন, তিনি হেডকে মেলবোর্নে পাওয়ার ব্যাপারে আশাবাদী। এদিন সকালে এমসিজি-তে একপ্রস্থ ফিটনেস টেস্ট হয় হেডের। যেখানে তিনি ফিল্ডিং সেশনের পর ব্যাট হাতেও নেটে অনেকটা সময় কাটান। তারপরই অজি ম্যানেজমেন্টের তরফে হেডকে নিয়ে সবুজ সংকেত দিয়ে দেওয়া হয়। হেডকে পাওয়ার স্বস্তি নিয়ে অধিনায়ক কামিন্স বলেছেন, 'ট্রাভিস মাঠে নামার জন্য তৈরি। ও কাল খেলছে। বুধবার শেষ রাউন্ডের ফিটনেস টেস্ট হয়েছে হেডের। গতকাল ও আজ ট্রাভিসের কোনও অস্বস্তি হয়নি। ১০০ শতাংশ ফিটনেস নিয়েই ও বৃহস্পতিবার মাঠে নামবে।'

২০১১ সালে মাত্র চারটি প্রথম শ্রেণির ম্যাচের অভিজ্ঞতা নিয়ে ১৮ বছরের কামিন্সের টেস্ট অভিষেক হয়েছিল। কামিন্সের পর সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে বৃহস্পতিবার ব্যাগি গ্রিন টুপি পরতে চলেছেন কোনস্টাস। ১৯ বছরের কোনস্টাসকে কেরিয়ারের প্রথম টেস্ট উপভোগ করার পরামর্শ দিয়েছেন কামিন্স। বলেছেন, 'ওকে দেখে আমার অভিষেকের কথা মনে পড়ছে। সেদিন মনে হয়েছিল, প্রথম টেস্টে যদি ব্যর্থও হই তার দায় আমার নয়। নির্বাচকরাই বোকা যে তারা একজন ১৮ বছরের ছেলেকে সুযোগ দিয়েছেন। আমি শুধু ম্যাচটা উপভোগ করতে চেয়েছিলাম। কোনস্টাসকেও সেই পরামর্শ দেব। মেলবোর্নে খেলেই বড় হয়েছে ও। আগামীকাল মাঠে ওর পরিবারের লোকজন থাকবে। আমি চাই চেনা পরিবেশে কোনস্টাস সহজাত ক্রিকেট খেলুক।'

এদিকে, বক্সিং ডে টেস্টে নামার আগে স্মৃতির সরণিতে হেঁটে বছর তিনেক আগে পৌঁছে গিয়েছেন বোল্যান্ড। ২০২১ সালে মেলবোর্নেই অ্যাসেজের বক্সিং ডে টেস্টে প্রথম ইনিংসে ৭ রানে ৬ উইকেট নিয়ে ইংল্যান্ডকে শেষ করে দিয়েছিলেন তিনি। বৃহস্পতিবার আরও একটা বক্সিং ডে টেস্টে নিশ্চিতভাবে বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের জন্য কাঁটা হতে চলেছেন বোল্যান্ড। চলতি সিরিজে অ্যাডিলেডে গোলাপি বলের টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটারদের বিব্রত করেছিলেন তিনি। ফলে আগামীকালও বোল্যান্ড-আতঙ্ক মাথায় রাখতে হবে রোহিতদের।

ট্রাভিস মাঠে নামার জন্য তৈরি। ও কাল খেলছে। বুধবার শেষ রাউন্ডের ফিটনেস টেস্ট হয়েছে হেডের। গতকাল ও আজ ট্রাভিসের কোনও অস্বস্তি হয়নি। ১০০ শতাংশ ফিটনেস নিয়েই ও বৃহস্পতিবার মাঠে নামবে।

প্যাট কামিন্স
অস্ট্রেলিয়ার অধিনায়ক

ফিটনেস টেস্টে পাশ করে স্বস্তিতে অস্ট্রেলিয়ার ট্রাভিস হেড। বুধবার মেলবোর্নে।

শীর্ষে থেকে নয়া নজির জসপ্রীতের

দুবাই, ২৫ ডিসেম্বর : বক্সিং ডে টেস্ট শুরুর আগের দিন প্রকাশিত হল আইসিসি-র নতুন র‍্যাংকিং। যেখানে টেস্ট বোলারদের মধ্যে শীর্ষস্থান ধরে রাখলেন ভারতীয় স্পিডস্টার জসপ্রীত বুমরাহ। শুধু শীর্ষস্থান ধরে রাখাই নয়, একই সঙ্গে গড়লেন নতুন নজির। রবিচন্দ্রন অশ্বীনের পর প্রথম ভারতীয় বোলার হিসেবে বুমরাহ আইসিসি র‍্যাংকিংয়ে সর্বোচ্চ ৯০৪ পয়েন্ট অর্জন করলেন। অশ্বীনও একই পয়েন্ট অর্জন করেছিলেন ২০১৬ সালের ডিসেম্বরে। চলতি বর্ডার-গাভাসকার ট্রফিতে বুমরাহ ৩ টেস্টে ২১টি উইকেট নিয়েছেন। দুই নম্বরে থাকা কাগিসো রাবাদার থেকে বুমরাহ ৪৮ পয়েন্ট এগিয়ে।

নামলেন রোহিত, বিরাট, যশস্বীরা

বুমরাহ শীর্ষস্থান ধরে রাখলেও সদ্য প্রকাশিত টেস্ট র‍্যাংকিংয়ে ভারতীয় ব্যাটারদের অবস্থা ভালো নয়। পারথ টেস্টে শতরান করে যশস্বী জয়সওয়াল ২ নম্বরে উঠে এসেছিলেন। নতুন র‍্যাংকিংয়ে তিনি নেমে এসেছেন ৫ নম্বরে। অফফর্মে থাকা ঋষভ পন্থ দুই ধাপ নেমে ১১ নম্বরে রয়েছেন। চার ধাপ নেমে শুভমান গিল ২০ নম্বরে রয়েছেন।

দুই মহাতারকা বিরাট কোহলি ও রোহিত শর্মাও র‍্যাংকিংয়ে নেমেছেন। ২১ নম্বরে রয়েছেন বিরাট। অধিনায়ক রোহিত পাঁচ ধাপ নেমে রয়েছেন ৩৫ নম্বরে। ব্যাটারদের মধ্যে উন্নতি করেছেন শুধুমাত্র লোকেশ রাহুল ও রবীন্দ্র জাদেজা। অজি সফরে ৩ ম্যাচে ২৩৫ রানের সুবাদে রাহুল ১০ ধাপ এগিয়েছেন। তাঁর র‍্যাংক ৪০। অন্যদিকে জাদেজা ৯ ধাপ এগিয়ে উঠে এসেছেন ৪২ নম্বরে।

বুমরাহদের হেড বধের টোটকা দিলেন অশ্বীন

চেন্নাই, ২৫ ডিসেম্বর : তিনি এখন প্রাক্তনদের দলে। তিনি চাইলেও এখন আর মাঠে নামতে পারবেন না।

কিন্তু রবিচন্দ্রন অশ্বীন মাঠের বাইরে থেকে তাঁর সতীর্থদের পরামর্শ তো দিতেই পারেন। সমাজমাধ্যমে আজ সেই কাজটাই করেছেন অশ্বীন। জসপ্রীত বুমরাহদের ট্রাভিস হেড-বধের টোটকা দিয়েছেন তিনি। জানিয়েছেন, বুমরাহরা হেডের বিরুদ্ধে ক্রমাগত অফস্টাম্প লাইনে বল করুক। শট খেলার কোনও জায়গা দেওয়া যাবে না। প্রয়োজনে রাউন্ড দ্য উইকেট বল করা হোক হেডের বিরুদ্ধে।

তিন টেস্টের পাঁচ ইনিংসে ৪০৯ রান করে ফেলেছেন হেড। তাঁকে থামানোর উপায় খুঁজে পাচ্ছে না টিম ইন্ডিয়া। ব্রিসবেন টেস্টের পর জানা গিয়েছিল, হেডের কুঁচকিতে চোট রয়েছে। আজ অস্ট্রেলিয়া দলের তরফে সরকারিভাবে ঘোষণা করা হয়েছে হেড ফিট। বক্সিং ডে টেস্টে তিনি খেলবেনও। এমন অবস্থায় আজ সদ্য প্রাক্তন হয়ে যাওয়া সতীর্থদের জন্য হেড-বধের টোটকা দিয়েছেন অশ্বীন। কিংবদন্তি ভারতীয় অফস্পিনার বলেছেন, 'নিয়মিত পায়ের ব্যবহারের মাধ্যমে হেড ক্রিজটা দারুণভাবে ব্যবহার করে। ভয়ডরহীন ব্যাটিংয়ের পাশে হেডের হাতে সবরকম শটই রয়েছে। তাই ওকে থামাতে গেলে ইনিংসের শুরুর দিকে অফস্টাম্প লাইনে ধারাবাহিকভাবে বল করতে হবে। শট বল করেও ওকে চমকে দেওয়া যেতে পারে। কিন্তু মনে রাখতে হবে, হেডকে থামাতে হলে ইনিংসের শুরুতেই ধাক্কা দেওয়া দরকার।'

কেন এমন পরামর্শ দিয়েছেন অশ্বীন, তার ক্রিকেটীয় ব্যাখ্যাও দিয়েছেন তিনি। অভিজ্ঞ অশ্বীনের কথায়, 'হেড অত্যন্ত বিপজ্জনক ও আগ্রাসী ব্যাটার। শট বলের পাশে অফস্টাম্প লাইনে ওর কিছু দুর্বলতা রয়েছে। বুমরাহদের সেটাই কাজে লাগাতে হবে। একবার উইকেটে জমে গেলে কিন্তু হেড ভয়ংকর।' অশ্বীনের পরামর্শ মেনে বুমরাহরা হেডকে থামাতে পারেন কিনা, সেটাই এখন দেখার।

উইকেটের জন্য গৌতম গম্ভীর সহ ভারতীয় দল বক্সিং ডে টেস্টেও জসপ্রীত বুমরাহর দিকে তাকিয়ে থাকবে।

নীতীশকে বাদ দিও না, পরামর্শ সানির

মেলবোর্ন, ২৫ ডিসেম্বর : জল্পনার শেষ নেই। আগামীকাল থেকে মেলবোর্ন ক্রিকেট গ্রাউন্ডে শুরু হতে চলা বর্ডার-গাভাসকার ট্রফির চার নম্বর টেস্টে টিম ইন্ডিয়ার কম্বিনেশন নিয়ে দোলাচল অব্যাহত।

অধিনায়ক রোহিত শর্মা ওপেন করতে পারেন, এমন সম্ভাবনা যখন সামনে আসছে। ঠিক তখনই নীতীশ কুমার রেড্ডিকে বসিয়ে জোড়া স্পিনার খেলানোর পরিকল্পনার কথাও আজ শোনা গিয়েছে। নীতীশকে বসিয়ে রবীন্দ্র জাদেজার সঙ্গে দলের দ্বিতীয় স্পিনার হিসেবে ওয়াশিংটন সুন্দরকে মেলবোর্নে দেখা যেতে পারে বলে খবর।

শেষ পর্যন্ত রোহিত-গৌতম গম্ভীররা কী সিদ্ধান্ত নেবেন, আগামীকাল টসের পরই স্পষ্ট হবে। কিন্তু তার আগে সুনীল গাভাসকার আজ সম্প্রচারকারী চ্যানেলে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে রোহিতদের পরামর্শ দিয়েছেন, ভারত যদি জোড়া স্পিনারে খেলতে নামে মেলবোর্নে, তাহলে নীতীশকে যেন বাদ দেওয়া না হয়। অন্য কারো পরিবর্ত হিসেবে এমন কথা ভাবতে পারেন রোহিতরা, পরামর্শ সানির। কারণ, স্যর ডন ব্র্যাডম্যানের দেশে শেষ তিনটি টেস্টের পর গাভাসকারের মনে হয়েছে, দলের চার নম্বর পেসার তথা লোয়ার অর্ডার ব্যাটার হিসেবে নীতীশ কার্যকরী। এমন অলরাউন্ডারকে বসিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত সঠিক হবে না। সানির কথায়, 'ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের ভাবনা, পরিকল্পনার কোন পথে যাবে, জানা নেই আমার। কিন্তু আমার মনে হয়, নীতীশকে বসিয়ে দেওয়া উচিত নয়। দলের চার নম্বর পেসারের কাজটা ও করে দিচ্ছে। পাশাপাশি লোয়ার অর্ডারে নীতীশ ভালোই ব্যাটিং করেছে। যদি বদল করতেই হয়, অন্য কারও কথা ভাবা যেতে পারে।'

নীতীশকে প্রথম একাদশে রাখার পরামর্শ দিলেও সানি স্পষ্ট করেননি যে, ভারত মেলবোর্নে জোড়া স্পিনারে প্রথম একাদশ নামালে ওয়াশিংটন কার পরিবর্তে দলে ঢুকবেন। পাশাপাশি ব্রিসবেন টেস্টের প্রথম একাদশে থাকা বাংলার আকাশ দীপের বদলে হর্ষিত রানাকে এমসিজিতে খেলানোর পরামর্শ দিয়েছেন সানি।

মেলবোর্নে ভারতকেই এগিয়ে রাখছেন শাস্ত্রী

কোনস্টাসকে ঘিরে অতি উচ্ছ্বাসে না চ্যাপেলের

মেলবোর্ন, ২৫ ডিসেম্বর : ভারত জয় দিয়ে অস্ট্রেলিয়া সফর শুরু করলেও সিরিজ এখন ১-১। তৃতীয় টেস্টে টিম ইন্ডিয়াকে বাঁচিয়েছে বৃষ্টি। বিরাট কোহলিদের প্রাক্তন কোচ রবি শাস্ত্রীর আশা, মেলবোর্ন টেস্টে ঘুরে দাঁড়াবে ভারত। অন্যদিকে চতুর্থ টেস্ট শুরুর আগে চর্চায় অস্ট্রেলিয়ার তরুণ ক্রিকেটার স্যাম কোনস্টাসের নাম।

বক্সিং ডে টেস্টে ১৯ বছরের কোনস্টাসের অস্ট্রেলিয়া জাতীয় দলে অভিষেক হচ্ছে। উসমান খোয়াজার সঙ্গে তিনি ওপেন করবেন। ডেভিড ওয়ার্নারের সঙ্গে কোনস্টাসের প্রতিভার তুলনা করছেন অনেকেই। গ্রেগ চ্যাপেল অবশ্য সেই সুরে তাল মেলাতে নারাজ। গুরু গ্রেগ মনে করছেন, ওয়ার্নারের প্রতিরূপ হিসাবে তরুণ কোনস্টাসকে দেখলে ভুল হবে। বলেছেন, '১৯ বছর বয়সেই ইতিহাসের সামনে কোনস্টাস। অস্ট্রেলিয়ার হয়ে টেস্টে সর্বকনিষ্ঠ হিসেবে ওপেন করবে। তাও বক্সিং ডে-এর মতো উত্তেজক টেস্টে।' মানছেন তাঁর যথেষ্ট প্রতিভাও আছে। তবু চ্যাপেলের মত, 'ওয়ার্নারের প্রতিরূপ নন কোনস্টাস, সাধারণ উত্তরসূরি হিসাবে দেখলেই ভালো। ওর খেলার মধ্যে যে ভারসাম্য আছে সেটাই ভবিষ্যতে সফল হতে সাহায্য করবে।' তরুণ অজি ক্রিকেটারকে নিয়ে রিকি পন্টিংয়ের মন্তব্য, 'ওর প্রতিভা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই। মানসিকতাও ইতিবাচক। তবে টেস্ট ম্যাচ সবসময়ই বাড়তি চ্যালেঞ্জিং।'

এদিকে মেলবোর্ন টেস্টে ভারতকে নিয়ে আশায় বুক বাঁধছেন রবি শাস্ত্রী। বলেছেন, 'ভারত এই টেস্ট জিতে প্রত্যাবর্তন করবে।' শাস্ত্রীর সংযোজন, 'যখন আমি কোচ ছিলাম তখনও জেতার জন্য আগ্রাসী ক্রিকেটই দলের মন্ত্র ছিল। এখনও দল সেই মনোভাব নিয়েই খেলে। আমার মনে হয় বক্সিং ডে টেস্টের প্রথম দিনটাই ঠিক করে দেবে ম্যাচ কোন পথে এগোবে।' পাশাপাশি রানের খিদে থাকায় এই টেস্টে বিরাট কোহলি ও স্টিভেন স্মিথ দুজনেই ভয়ংকর হয়ে উঠতে পারেন বলে মনে করছেন শাস্ত্রী। একই সঙ্গে মেলবোর্নে জসপ্রীত বুমরাহকে নিয়েও বাজি ধরছেন টিম ইন্ডিয়ার প্রাক্তন কোচ। বলেছেন, 'ম্যালকম মার্শালের বিরুদ্ধে খেলেছি আমি। বুমরাহও ওইরকম বোলার। যাঁরা খুব তাড়াতাড়ি ব্যাটারদের শক্তি ও দুর্বলতা বুঝতে পারেন।' এমসিজি টেস্টে একজন ব্যাটার কমিয়ে অতিরিক্ত বোলার খেলানোর পরামর্শ দিচ্ছেন চেতেশ্বর পূজারা।

অভিষেক টেস্টে নামার আগে খোশমেজাজে স্যাম কোনস্টাস।

পাঞ্জাব এফসি ম্যাচে নেই দিমি-গ্রেগ-আশিক

জয়ে ফিরতে মরিয়া বাগান

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর : বড়দিনে ৩ পয়েন্টের উপহার দিন। মোহনবাগানিরা নিশ্চয় এমনই আর্জি জানিয়েছেন সান্তাক্লজের কাছে।

গত কয়েকবছরে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের আইএসএলে যা পারফরমেন্স তাতে একটা ম্যাচ হারলে সবুজ-মেরুন সমর্থকদের মধ্যে একটা চোরা চিন্তার স্রোত বইতে থাকে। চ্যাম্পিয়ন না হলে মান খোয়া যাওয়ার ভয় থেকেই এই চিন্তা। তাই এফসি গোয়া ম্যাচ হারতেই একটা চোরাগোপ্তা গেল গেল ভাব মোহনবাগানিদের মধ্যে। হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা এবং তাঁর দলকেও সম্ভবত এই ছোঁয়াচে রোগে ধরেছে। তাই মঙ্গলবারের অনুশীলনে রীতিমতো চিন্তিতমুখে ফিজিও অভিনন্দন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে বহুক্ষণ কথা বলতে দেখা গেল হোসে মোলিনাকে। সম্ভবত গ্রেগ স্টুয়ার্ট ও দিমিত্রিস পেত্রাতোসের পরিস্থিতিরই পর্যালোচনা করছিলেন দুইজন। মাথাব্যথার কারণও আছে। পাঞ্জাব এফসি-র বিপক্ষে যদি চাপ সৃষ্টিই না করতে পারেন তাঁরা, তাহলে যে লুকা মাজচেনরা ঘাড়ে চেপে বসতে পারেন, একথা না বোঝার কোনও কারণ নেই মোলিনার মতো অভিজ্ঞ কোচের। স্টুয়ার্ট এখন অনেকটাই ফিট। কিন্তু খেলার মতো জায়গায় নেই। অন্দরের বলাবলি হল, তিনি মুম্বই সিটি এফসি থেকেই চোটটা নিয়ে এসেছেন। সেটাই জানান দিচ্ছে মাঝেমধ্যে।

তারপরের সমস্যা হল, জেমি ম্যাকলারেনের কাছ থেকে যে বিধ্বংসী ফর্ম আশা করা হয়েছিল, সেটা এখনও দেখা যায়নি। মোলিনা অবশ্য মুখে তাঁর এক নম্বর অস্ত্রকে আড়াল করার পাশাপাশি তিনি যে এ লিগের ফর্মে নেই একথাও খানিকটা যেন মেনেই নিলেন, 'আমার মনে হয়, ম্যাকলারেন নিজের কাজটা ঠিকঠাকই করছে। অবশ্যই ও যদি আরও অনেক অনেক গোল করে আমি খুশিই হব। আমরা ওকে আরও গোল পেতে সাহায্যও করছি। কারণ আমি জানি যে, স্ট্রাইকার এবং অ্যাটাকিং ফুটবলারদের কাছে মানুষ গোলই চায়। আমি নিশ্চিত ও নিজের পুরোনো গোল করার ফর্ম ফিরে পাবে।' তাঁকে ফর্মে ফেরানোর চেষ্টাতেই সম্ভবত প্রতি ম্যাচেই পরিবর্ত হিসাবে নেমে দলের পরিত্রাতা হতে হচ্ছে জেসন কামিংসকে। তাই এই ম্যাচে বড় প্রশ্ন হল, মোলিনা কি একসঙ্গে কামিংস ও ম্যাকলারেনকে নামাবেন দিমি-স্টুয়ার্টের অনুপস্থিতিতে? বাগান কোচের উত্তর, 'সেটা এখনই বলা সম্ভব নয়। বুধবার অনুশীলনে সবাইকে দেখে সিদ্ধান্ত নেব। দিমি বা গ্রেগের জায়গায় সাহাল (আব্দুল সামাদ), মনবীরের (সিং) মধ্যে কাউকে খেলাতে পারি। আবার জেসন ও জেমিকে একসঙ্গেও খেলাতে পারি। আমার হাতে অনেক অপশন আছে।' তিনি একথা বললেও, তাঁকে যে এই ম্যাচে ৩ পয়েন্টের জন্য দল নামাতে গেলে অনেক অঙ্ক কষতে হবে, তা নিয়ে সন্দেহ নেই কারোরই। গোদের উপর বিষফোঁড়ার মতো বুধবার অনুশীলনে চোট পেলেন মনবীর সিং। তাঁকে বিশাল অ্যাঙ্কলেট পরে মাঠ ছাড়তে দেখে ভক্তরা শঙ্কিত হলেও ম্যানেজমেন্টের তরফে জানানো হয়েছে, মনবীর খেলার মতো জায়গায় রয়েছেন। তিনি দলের সঙ্গেও গিয়েছেন।

সমস্যা রয়েছে পাঞ্জাব এফসি দলেও। তাদেরও একাধিক ফুটবলার নেই চোট ও কার্ড সমস্যায়। কিন্তু দলটার মেরুদণ্ড একাই মাজচেন। তাঁকে খেলতে দিলে যে বিপদ সেকথা স্বীকার করে নিতে দ্বিধা নেই আলবার্তো রডরিগেজের, 'লুকা অসাধারণ একজন ফুটবলার। তবে শুধু লুকাই নয়, পাঞ্জাব দলটাই খুব শক্তিশালী। তাই আমরা গোয়া ম্যাচে যে ভুলত্রুটি করেছি সেগুলো শুধরে নিতে কঠোর পরিশ্রম করছি। এটা ঠিক, গোয়া ম্যাচে আমাদের ডিফেন্সের আরও ভালো খেলা উচিত ছিল।' দিল্লি গিয়ে সেসব ভুল না করে বৃহস্পতিবার ৩ পয়েন্ট নিয়ে ফিরতে নিজেদের নিংড়ে দিতে এখন বদ্ধপরিকর সবুজ-মেরুন বাহিনী। কারণ এই ম্যাচে জিতলে বেঙ্গালুরু এফসি-র থেকে ব্যবধান অনেকটাই বাড়িয়ে নেওয়া যাবে। যে সুযোগ তাঁরা গোয়াতে খুইয়ে এসেছেন।

স্ত্রী-সন্তানদের নিয়ে বড়দিনে যিশুর কাছে কি সুস্থ হয়ে ওঠার প্রার্থনা করলেন দিমিত্রিস পেত্রাতোস?

> আমার মনে হয়, ম্যাকলারেন নিজের কাজটা ঠিকঠাকই করছে। অবশ্যই ও যদি আরও অনেক অনেক গোল করে আমি খুশিই হব। আমরা ওকে আরও গোল পেতে সাহায্যও করছি। কারণ আমি জানি যে, স্ট্রাইকার এবং অ্যাটাকিং ফুটবলারদের কাছে মানুষ গোলই চায়। আমি নিশ্চিত ও নিজের পুরোনো গোল করার ফর্ম ফিরে পাবে।
>
> **হোসে মোলিনা**

আইএসএলে আজ

পাঞ্জাব এফসি বনাম মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট

সময় : সন্ধ্যা ৭.৩০ মিনিট
স্থান : নয়াদিল্লি
সম্প্রচার : স্পোর্টস ১৮ চ্যানেল ও জিও সিনেমা

জোড়া পরিবর্তর খোঁজে মহমেডান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর : জানুয়ারির ট্রান্সফার উইন্ডোয় দলে জোড়া বিদেশি পরিবর্তন করতে চলেছে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব। চোট পেয়ে গোটা মরশুমের জন্য ছিটকে গিয়েছেন জোসেফ আদজেই। পাশাপাশি সিজার মানঝোকিকেও ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। পরিবর্তে নতুন দুই বিদেশিকে নেওয়ার বিষয়ে কথাবার্তা চলছে।

এদিকে, বেতন বিতর্কে বল বাঙ্কারহিলের কোর্টে ঠেলে দিচ্ছে ক্লাব। এক ক্লাব কর্তার দাবি, বাঙ্কারহিল ফুটবলারদের সঙ্গে চুক্তি করেছে। সব কাগজপত্র এখনও হাতে পায়নি শ্রাচী। তাই বেতন নিয়ে সমস্যা হচ্ছে।

শচীন-পুত্রের ৫০ উইকেট

জয়পুর, ২৫ ডিসেম্বর : ঘরোয়া ক্রিকেটে ৫০ উইকেট শিকারের নজির স্পর্শ করলেন শচীন তেন্ডুলকারের ছেলে অর্জুন। চলতি বিজয় হাজারে ট্রফিতে গোয়ার হয়ে হরিয়ানার বিরুদ্ধে খেলতে নেমে তিন উইকেট নেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই এই নজির গড়লেন অর্জুন। অলরাউন্ডার অর্জুন মুম্বইয়ের হয়ে খেলা শুরু করলেও পরে তিনি গোয়া দলে নাম লেখান। ৪১ ম্যাচে ৫১ উইকেট নিয়েছেন অর্জুন। ঘরোয়া একদিনের ক্রিকেটে তিনি ২৪টি উইকেট নিয়েছেন, এবং টি২০ ক্রিকেটে ২৭টি উইকেট। সামনের আইপিএলে এই বাঁহাতি পেসারকে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের জার্সিতে দেখা যাবে।

নন্দ, বিষ্ণুকে নিয়েও চিন্তা ইস্টবেঙ্গলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর : আইএসএলে প্রথমবার জয়ের হ্যাটট্রিকের সামনে দাঁড়িয়ে ইস্টবেঙ্গল। তাই শনিবার হায়দরাবাদ এফসি-কে হারানোর সুযোগটা কোনওভাবেই হাতছাড়া করতে চাইছেন না লাল-হলুদ কোচ অস্কার ব্রুজোঁ। তবে এর মাঝেও স্প্যানিশ কোচের চিন্তা বাড়ল দলের তিন ফুটবলারকে নিয়ে।

উৎসবের আবহেও প্রস্তুতিতে খামতি রাখছে না ইস্টবেঙ্গল। বুধবার বড়দিনের সকালে যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সংলগ্ন মাঠে অনুশীলন সারলেন ক্লেইটন সিলভা, জিকসন সিংরা। এদিকে একে হায়দরাবাদ ম্যাচে অস্কারকে দলের কম্বিনেশনে বাধ্য হয়েই বদল আনতে হচ্ছে। তার ওপর এদিন দিমিত্রিয়স দিয়ামান্তাকোস, নন্দকুমার শেখর ও পিভি বিষ্ণু মাঠে এলেও অনুশীলন করেননি। প্রস্তুতি শুরুর আগেই ফিরে যান তাঁরা। সূত্রের খবর, দিয়ামান্তাকোস পুরোনো চোটের জায়গাতেই হালকা অস্বস্তি অনুভব করায় তাঁকে অনুশীলন করাননি অস্কার। গ্রিক স্ট্রাইকার যেহেতু এখনও একশো শতাংশ ফিট নন, তাই কোনওরকম ঝুঁকি নেওয়া হচ্ছে না। জামশেদপুর ম্যাচে পেশিতে অস্বস্তি নিয়ে মাঠ ছাড়েন নন্দ। যে কারণে তাঁকে অতিরিক্ত বিশ্রাম দেওয়া। তবে বিষ্ণু কেন মাঠে নামলেন না তা নিয়ে তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা।

বড়দিনের সেলিব্রেশনে অস্কার ব্রুজোঁ, বিনো জর্জ ও ক্লেইটন সিলভা।

শীর্ষে থেকে নয়া নজির জসপ্রীতের

নীতীশকে বাদ দিও না, পরামর্শ সানির

-খবর এগারোর পাতায়

প্রতিপক্ষ ত্রিপুরা, বাংলার কাঁটা বৃষ্টি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর : ভোর থেকে আচমকা বৃষ্টি। আর সেই বৃষ্টির কারণেই বড়দিনের সকালে ভেস্তে গেল বাংলার অনুশীলন। 'অজানা' জেনএক্স ক্রিকেট মাঠ 'অজানা'ই থেকে গেল।

আগামীকাল ত্রিপুরার বিরুদ্ধে বিজয় হাজারে ট্রফির দ্বিতীয় ম্যাচ রয়েছে বাংলা দলের। সেই ম্যাচেও বৃষ্টির প্রভাব থাকবে বলেই মনে করা হচ্ছে। নির্ধারিত সময়ে খেলা শুরুর সম্ভাবনাও বেশ ক্ষীণ। সন্ধ্যার দিকে হায়দরাবাদ থেকে বাংলার কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা বলছিলেন, 'সকাল থেকেই বৃষ্টি চলছে হায়দরাবাদে। ফলে আমাদের অনুশীলনও হয়নি।

বিজয় হাজারে ট্রফি

অচেনা মাঠের পিচও দেখা সম্ভব হয়নি। দেখা যাক কাল কী হয়।' হায়দরাবাদ আবহাওয়া দপ্তরের পূর্বাভাস সঠিক হলে কালও বৃষ্টি চলবে। এমন অবস্থায় ত্রিপুরার বিরুদ্ধে বাংলার ম্যাচ হওয়া কঠিন। বৃষ্টির কারণে আজ অনুশীলন যেমন ভেস্তে গিয়েছে, তেমনই দলের কম্বিনেশনও চূড়ান্ত করা যায়নি।

মহম্মদ সামির এখনও কোনও খবর নেই। বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট জানে না বিজয় হাজারে প্রতিযোগিতায় আদৌ সামিকে পাওয়া যাবে কিনা। হাঁটুর চোটের কারণে সামিকে পাওয়া যাবে না ধরে নিয়েই মুকেশ কুমারের উপর ভরসা রাখা হচ্ছে। কোচ লক্ষ্মীরতন বলছিলেন, 'যারা রয়েছে, তাদের নিয়েই চলতে হবে। তাছাড়া সামি এখানে পৌঁছে দলের সঙ্গে যোগ দিলেই যে ও পুরো ফিট হয়ে মাঠে নামবে, এমনও নয়।' বাংলা দলের অন্যতম সেরা ব্যাটার সুদীপ চট্টোপাধ্যায় শেষ মরশুমে ত্রিপুরা দলেই ছিলেন। ফলে বিপক্ষ শিবিরের অনেক খবরই তাঁর নখদর্পণে। এহেন সুদীপের থেকে পরামর্শ নিয়েই দিল্লির পর ত্রিপুরা দখলের নীল নকশা তৈরি করছে বাংলা। কিন্তু সেখানে আপাতত বাদ সেধেছে বৃষ্টি।

আপাতত বৃষ্টি থামার প্রার্থনায় টিম বাংলা।

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির
১ কোটির বিজয়ী হলেন
মুর্শিদাবাদ-এর এক বাসিন্দা

24.09.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 72L 16166 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "যে কোনও ব্যক্তির দৈনিক চাহিদা পুরনের জন্য টাকা গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে বিশেষত সাধারণ মানুষদের ক্ষেত্রে। ডিয়ার লটারি এক একজন মানুষকে স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে তাদের ভাগ্য পরীক্ষার মাধ্যমে কোটিপতি হওয়ার সুযোগ প্রদান করে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, মুর্শিদাবাদ - এর একজন বাসিন্দা সাইম মণ্ডল - কে

* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

বাসুদেবকে ছাড়াই কোয়ার্টারে নামছে বাংলা

বাংলার অনুশীলনে বল পায়ে কোচ সঞ্জয় সেন।

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২৫ ডিসেম্বর : বৃহস্পতিবার সন্তোষ ট্রফির কোয়ার্টার ফাইনালে নামছে বাংলা ফুটবল দল। ওড়িশার বিরুদ্ধেও ধারাবাহিকতা ধরে রাখারই একমাত্র চ্যালেঞ্জ বঙ্গ ব্রিগেডের। তবে চোটের কারণে কোয়ার্টার ফাইনালে পাওয়া যাবে না বাসুদেব মান্ডিকে। গ্রুপের শেষ ম্যাচে সার্ভিসেসের বিরুদ্ধে তার গোলেই জিতেছিল সঞ্জয় সেনের দল।

শেষ আটে বাংলার প্রতিপক্ষ পড়শি রাজ্য ওড়িশা তুলনামূলকভাবে দুর্বল দল। তবুও যথেষ্ট সাবধানি বাংলার কোচ সঞ্জয় সেন। মঙ্গলবার গ্রুপ পর্বে তাদের শেষ ম্যাচ দেখেই কোয়ার্টারের ঘুঁটি সাজিয়েছেন তিনি। শেষ আটে নামার আগে সঞ্জয় বলেছেন, 'কোনও প্রতিপক্ষকে ছোট করে দেখলে ভুগতে হতে পারে। ম্যাচের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আমাদের সতর্ক থাকতে হবে।' সঞ্জয়ের প্রাথমিক লক্ষ্য ৯০ মিনিটেই ম্যাচ জিতে নেওয়া। তবে যেহেতু নকআউট ম্যাচ, তাই ১২০ মিনিট খেলতে হতে পারে, একথা মাথায় রেখেই নামছে বাংলা।